আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

ডিসেম্বর, ২০২২ ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস

সংবাদ সমগ্র

ডিসেম্বর, ২০২২ঈসায়ী

****

৩০শে ডিসেম্বর, ২০২২

পুলিশ ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মার খেয়ে ক্ষোভে দলিত যুবকের আত্মহত্যা

ভারতে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ ও উচ্চবর্ণহিন্দুদের হামলায় এক দলিত হিন্দু যুবক আত্মহত্যা করেছে। পারাইয়ার সম্প্রদায়ের একজন ২০ বছর বয়সী দলিত যুবক ২৩ ডিসেম্বর আত্মহত্যা করে মারা গিয়েছে। এক দিন আগে তাকে তামিলনাড়ু পুলিশ হেফাজতে নির্যাতন করেছিল এবং উচ্চ বর্ণের লোকালয়ে প্রবেশ করার জন্য উচ্চ বর্ণের হিন্দু জনতা তাকে মারধর করেছিল।

ঘটনাটি ঘটেছে তামিলনাড়ুর ভিল্লুপুরম জেলার সুরাপট্টুতে। দলিত যুবক রাজা ২২ ডিসেম্বর উচ্চবর্ণের হিন্দু অধ্যুষিত তার গ্রামের ভানিয়ার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তার বাবা-মা দ্য সিয়াসত ডেইলিকে বলেছে, বসে থাকা এক বয়স্ক লোক দম বন্ধ করে রাজার কাছে পানির অনুরোধ করে। প্রবীণ ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য রাজা মূর্তি নামে একজন ভানিয়ার লোকের দরজায় কড়া নাড়ল। একজন দলিত লোক "তাদের জন্য নিষিদ্ধ রাস্তায় প্রবেশ করার সাহস করায়" ক্ষুব্ধ হয়ে ৪৫ বছর বয়সী এক হিন্দু রাজাকে গালিগালাজ এবং বর্ণবাদী অপবাদ দিতে শুরু করে। এতে দুজনের মধ্যে তর্কাতর্কি হয়; আর দ্রুতই তারা দলিত যুবককে ঘিরে ধরে এবং মারধর করে ভ্যানিয়ার লোকজন।

ঘটনার পর রাজাকে বাইক চুরির মিথ্যা অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তার পরিবার জানায়, পুলিশ রাজাকে হেফাজতে নিয়ে তার ওপর নির্যাতন চালায়। পুলিশ তার পরিবারের বিরুদ্ধে আরও মামলা করার হুমকি দেওয়ার পরে দলিত যুবককে ছেড়ে দেওয়া হয়।

হিন্দু হয়েও উচ্চবর্ণ হিন্দুদের হাতে মার খেয়ে এবং কোন অপরাধ না করেও পুলিশের হাতে আটক এবং মা বাবার নামে মামলা হতে পারে শুনে মোনসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে রাজা। পুলিশি নির্যাতনের মাত্র একদিন পর আত্মহত্যা করে দলিত হিন্দু যুবক।

হিন্দু সন্ত্রাসীরা তাদের গোত্রীয়দের উপর এমন অমানবিক কাজ করতে পারে, তাহলে তারা মুসলিমদের সাথে কেমন আচরণ করে- তা সহজেই অনুমেয়।

এই উগ্র হিন্দুরাই আবার হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর কথা বলে সাধারণ ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ধোঁকা দেয়। আসলে তারা এমন রাষ্ট্র চায় যেখানে শুধু উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই সুবিধা পাবে; অন্যদের বেঁচে থাকারও অধিকার থাকবে না। এ সত্যটি বুঝে অনেক দলিত হিন্দুরাই ইসলাম গ্রহণ করে নিচ্ছেন। কারণ একমাত্র আল্লাহ তায়ালা মনোনীত দ্বীন ইসলামই সকলের মুক্তি ও শান্তি নিশ্চিত করতে পারে; এই দ্বীনে নেই কোন জাতপাতের ব্যবধান; যেখানে সকলেই ভাই ভাই।

তথ্যসূত্র:

----

1. TN: Dalit youth kills self after attacked by cops, caste Hindus for entering upper caste

locality
- https://bit.ly/3WGq6ZI

- https://tinyurl.com/cert34w9

শাবাব যোদ্ধাদের দুর্দান্ত হামলা : শত্রুবাহিনীর ৫ কমান্ডার সহ ২৭ এর বেশি হতাহত

পূর্ব-আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সামরিক অপারেশন অব্যাহত রেখেছেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। এতে প্রতিনিয়ত অসংখ্য গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং আহত হচ্ছে।

আজ ৩০ ডিসেম্বর শুক্রবার সকালেও এধরণের বীরত্বপূর্ণ একটি সামরিক অভিযান চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যা দেশের দক্ষিণে জুবা রাজ্যের কিসমায়ো শহরে চালানো হয়েছে বলে জানা গেছে। শহরের সিঙ্গলার এলাকায় অবস্থিত সোমালি বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে উক্ত হামলাটি চালানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

যার ফলশ্রুতিতে গাদ্দার সোমালি সেনাবাহিনীর ৫ কমান্ডার সহ অন্তত ১৪ সৈন্য নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও ১৪ এরও বেশি। সেই সাথে মুজাহিদগণ সামরিক ঘাঁটি থেকে বিভিন্ন অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম জব্দ করেন- আলহামদুলিল্লাহ।

কারাগারে মারা যাওয়া ফিলিস্তিনির লাশ ফেরত দিবে না দখলদার ইসরাইল

সম্প্রতি দখলদার ইসরাইলের কারাগারে চিকিৎসা অবহেলার শিকার নাসের আবু হামেদ নামে এক বন্দী ফিলিস্তিনি নিহত হন। গ্রেফতারের পর থেকেই তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তার জানিয়েছিলেন যে তাঁর ক্যান্সার হয়েছে, দ্রুত উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন। কিন্তু সন্ত্রাসী ইসরাইল তাঁর উন্নত চিকিৎসা দিতে অস্বীকার করে।

নাসের আবু হামেদ ফিলিস্তিনিদের কাছে একজন বীর পুরুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ আন্দোলন কুদস শহীদ ব্রিগেডের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ফিলিস্তিনে তিনি আসাদ আল মুনাক্কা (শার্দুল পুরুষ) হিসেবে পরিচিত। তার মায়ের নাম উম্মে নাসের। তিনি প্যালেস্টাইন ওক নামে পরিচিত। তার ভাইয়ের নাম শহিদ আবদুল মুনঈম। তার উপাধি সায়িকুশ শাবাক। অর্থাৎ পুরো পরিবারটিই ফিলিস্তিনের মুক্তির জন্য অগ্রপথিক হিসেবে কাজ করেছেন।

এদিকে ফিলিস্তিনি এই বীরের লাশ ফেরত দিতে অস্বীকার করেছে দখলদার ইসরাইল। গত ২১ ডিসেম্বর দখলদার ইসরাইলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বেনি গ্যান্টজ এক বিবৃতিতে বলেছে, 'কারাগারে মৃত নাসের আবু হামেদের লাশ

পরিবারের কাছে ফেরত দেবে না ইসরাইল।' শুধু নাসের আবু হামেদের লাশই নয়, তিনি ছাড়াও আরও অনেক শহীদ ফিলিস্তিনির লাশ আটকে রেখেছে দখলদার ইসরাইল।

উল্লেখ্য যে, নাসের আবু হামেদ জীবনে সাতবার কারাবরণ করেন। তিনি ছাড়া আরো ৬০০ জন বন্দী এখনো দখলদার ইসরাইলের কারাগারে রয়েছেন। তারা নানা রোগে আক্রান্ত হলেও সন্ত্রাসী কর্তৃপক্ষ উন্নত চিকিৎসা দিতে অস্বীকার করছে ।

সন্ত্রাসী ইসরাইল নিজেদের দখলদারিত্ব বৃদ্ধির জন্য ধারাবাহিক নিপিড়ন চালাচ্ছে। ফিলিস্তিনিদের গুলি করে খুন করছে, যাকে ইচ্ছা ধরে নিয়ে কারাগারে বন্দী রাখছে। নাসের আবু হামেদসহ এ পর্যন্ত ইসরাইলের কারাগারে মৃত ফিলিস্তিনীর সংখ্যা দাঁড়ালো ২৩৩ জন। তাদের মধ্যে অন্তত ৭৪ জন চিকিৎসার অভাবে মারা গিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

----

1. Gantz rules Israel won't return body of Palestinian terrorist Nasser Abu Hmeid - https://tinyurl.com/424dz7uv

---

২৯শে ডিসেম্বর, ২০২২

ফটো রিপোর্ট || যাকাতের হকদার ব্যাক্তিদের মাঝে ১৪৪৪ হিজরীর গবাদি পশুর যাকাত বিতরণ শুরু করেছে আশ-শাবাব

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার কেন্দ্রীয় হিরান রাজ্যে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার সরকার ও ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব প্রশাসনের মাঝে তীব্র লড়াই চলছে। এর মাঝেই রাজ্যটিতে ১৪৪৪ হিজরি সনের গবাদি পশুর যাকাত বিতরণ শুরু করেছে আশ-শাবাব প্রশাসন।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত বুধবার থেকে হিরান রাজ্যের জাকাত বিভাগ, রাজ্যের বিভিন্ন শহর, উপ-শহর, অঞ্চল এবং গ্রামে যাকাতের হকদার ব্যাক্তিদের মধ্যে চলতি হিজরি সালের গবাদি পশুর যাকাত বিতরণ শুরু করেছে। যা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা রাজ্যগুলিতে প্রতি বছর বিতরণ করে থাকেন।

সূত্রমতে, এখন পর্যন্ত হিরান রাজ্যের শুধু বাকাবালি শহরেই ১০০ পরিবারকে কয়েক শত উট এবং ভেড়ার যাকাত বিতরণ করছেন। যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি ৫টি ভেড়া নয়তো একটি করে উট পেয়েছেন।

বাকাবিলি শহরের বাসিন্দারা গবাদি পশুতে তাদের যাকাতের অংশ পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। কারণ এই যাকাত প্রতি বছর হারাকাতুশ শাবাব প্রশাসনের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের জনসংখ্যার আর্থিক অবস্থার উন্নতিতে বিশেষ অবদান রাখে। প্রায়শই যারা যাকাত পান, তারা পরের বছরগুলোতে নিজেরাই যাকাত দিতে সক্ষম হয়ে উঠেছেন।

হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের যাকাত বন্টন অফিসের কর্মকর্তারা প্রতিবছর মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিটি অঞ্চলে যাকাতের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের গণনা করে থাকেন। যাতে যাকাত তার প্রকৃত হকদারের মাঝে বিতরণ করা যায়। সেই ধারাবাহিকতায় এবছরও গণনা শেষে যাকাত বিতরণের কার্যক্রম শুরু করেছেন মুজাহিদগণ।

আল-কাতায়েব ফাউন্ডেশন এই বছর হিরান রাজ্যের বাকিবালি শহরে যাকাত বণ্টনের ছবি প্রকাশ করেছে। যাতে দেখা যায় যে, শাবাব প্রশাসনের যাকাত বণ্টনকারী দল বিশেষ পোশাকে উপস্থিত হন এবং যাকাতের পশু তাদের প্রাপ্যদের হাতে হস্তান্তর করেছেন।

https://alfirdaws.org/2022/12/29/61601/

লালমনিরহাটে সন্ত্রাসী বিএসএফের গুলিতে আবারও ২ বাংলাদেশী নিহত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা সীমান্তে আরও দুই বাংলাদেশীকে গুলি করে হত্যা করলো ভারতীয় সীমান্ত বাহিনী বিএসএফ। আজ (২৯ ডিসেম্বর) ভোরে উপজেলার বড়খাতা ইউনিয়নের দোলাপাড়া সীমান্তের ৮৮৮ নম্বর মেইন পিলারের কাছে এই হত্যাকাণ্ড চালায় ভারতীয় বাহিনী।

স্থানীয়রা জানায়, গত রাতে বাংলাদেশি গরু ব্যবসায়ীদের একটি দল সীমান্তের মেইন পিলার ৮৮৭ এলাকায় গেলে ভারতের ১৫৭ ব্যাটালিয়নের বড় মধুসুদন বিএসএফ ক্যাম্পের টহল দল তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান মংগলু ও সাদিক হোসেন নামে দুই বাংলাদেশি। পরে লোকজন তাদের লাশ উদ্বার করে বাড়িতে নিয়ে আসে। নিহত দু'জনেরই বুকে গুলি লেগেছে।

সীমান্ত হত্যাকাণ্ড শূন্যে নামিয়ে আনার কথা থাকলেও, সন্ত্রাসী ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ তা মানছে না। একের পর এক নিষ্ঠুর ও বর্বর পন্থায় বাংলাদেশিদের হত্যা করে চলেছে তারা। কখনো গুলি করে, কখনোবা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে মুসলিমদের ধরে নিয়ে নির্যাতন করে খুন ও খুন করে লাশ গুম করছে বিএসএফ। এ নিয়ে চলতি মাসেই ৫ জন বাংলাদেশিকে খুন করলো সন্ত্রাসী বিএসএফ।

কিন্তু বাংলাদেশের গাদ্দার সরকারগুলো বরাবরই এব্যাপারে একদম নীরব ভুমিকা পালন করে আসছে। যেন বাংলাদেশি মুসলিমরা বিএসএফের হাতে খুন হলেও গাদ্দার সরকারের কোন কিছু আসে যায় না।

তথ্যসূত্র:

১। লালমনিরহাট সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে নিহত ২ - https://tinyurl.com/32bcyzx7

মৃতপ্রায় রোহিঙ্গাদের নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার উপকূলে পৌঁছলো একটি নৌকা

একের পর এক রোহিঙ্গা মুসলিমবাহী বিপদগ্রস্থ নৌকার খবর আসছে। ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে প্রায় এক মাস সাগরে ভাসার পর আরও একটি রোহিঙ্গা মুসলিমবাহী নৌকা অবশেষে ইন্দোনেশিয়ার উপকূলে পৌঁছেছে। ওই নৌকায় ১৬০ জনের বেশি রোহিঙ্গা অভিবাসনপ্রত্যাশী আছেন। তাদের সবাইকে বেশ ক্ষুধার্ত ও দুর্বল অবস্থায় দেখা গেছে। এবং বেশ কয়েক জনকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে।

গত ২৭ ডিসেম্বর তারা ইন্দোনেশিয়ার উপকূলে পৌঁছান। এ সময় এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারনা হয়, বেঁচে ফেরার অনিশ্চিয়তা থেকে তীরে ফিরতে পেরে ডুকরে কেঁদে ওঠেন মৃতপ্রায় দুর্বল রোহিঙ্গারা।

এর আগে গত ২৬ ডিসেম্বর ৫৭ জন আরোহী নিয়ে আরও একটি কাঠের নৌকা ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যাওয়া অবস্থায় ইন্দোনেশিয়ার আচেহ উপকূলে নোঙর করেছে। ওই নৌকাও এক মাস ধরে সাগরে ভেসেছে। আরোহীরা বলেছেন, তাঁরা ক্ষুধার্ত এবং দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্তত তিনজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এদিকে জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, আরও একটি ট্রলারে থাকা ১৮০ জন শরণার্থী সম্ভবত মারা গেছেন। সংস্থার মুখপাত্র বাবর বালুচ বলেছেন, ওই ট্রলারের আরোহীদের স্বজনেরা বলেছেন, ট্রলারটিতে ফাটল ধরেছিল বলে তাঁরা জানতে পেরেছিল। বর্তমানে তাদের সাথে আর কোন যোগাযোগ হচ্ছে না। এ জন্য ধারণা করা হচ্ছে, সাগরে থাকা ট্রলারটি ডুবে মৃত্যু হয়েছে সবার।

গত দুই মাসে এমন তিনটি নৌকা যাত্রা করেছে বলে জানা গিয়েছিল। কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে যে নৌকার সংখ্যা অন্তত পাঁচটি বা তারও বেশি।

হিংস্র বৌদ্ধদের দ্বারা নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে নিজ দেশ আরাকান ত্যাগ করতে বাধ্য হয় রোহিঙ্গারা। এরপর প্রতিবেশি দেশগুলোতে শরণার্থী শিবিরে কোন জীবিকা নির্বাহ ছাড়াই বছরের পর বছর মানবেতর জীবনযাপন করছেন তারা। আর এভাবে বেঁচে থাকার কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে মৃত্যু ঝুঁকি থাকা সত্বেও নৌকা বা ট্রলারে করে পারি দিচ্ছে দুর্ঘম সাগর পথ। এমন যাত্রায় তাদের অনেকেই লক্ষ্যে পৌঁছার আগেই বরণ কর নিচ্ছেন সলিল সমাধি।

তথ্যসূত্র:

----

1. Starvation, hunger and dehydration made them half. Rohingya betting their lives for survival by taking the dangerous journey via sea- - https://tinyurl.com/jc4bnxym

2. ভিডিও লিংক - https://tinyurl.com/526waxwv

ভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আল্লামা ইকবালের কবিতা পাঠ করায় মামলা, শিক্ষক বরখাস্ত

ভারতের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সকালের সমাবেশে আল্লামা মুহম্মাদ ইকবালের একটি কবিতা "লাব পে আতি হ্যায় দু'আ" পাঠ করার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়। এ ঘটনার পর উগ্রবাদী সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্থানীয় নেতা সোমপাল সিং রাঠোর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে কথিত ধর্মীয় আবেগে আঘাত করার অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে। অথচ এই কাব্যটি বর্তমানে ভারতের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের একটি অংশ।

গত শনিবার (২৪ ডিসেম্বর) ভারতের উত্তর প্রদেশের বেরেলিতে এ ঘটনাটি ঘটে। জানা যায়, সোমপাল সিং এই মর্মে থানায় অভিযোগ করেছে যে, মুসলিম শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের মুসলিম প্রার্থনা আবৃতি করতে বাধ্য করেছেন। এ কবিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার প্রয়াস চালিয়েছেন ও হিন্দু ধর্মীয় সংবেদনশীলতাকে আঘাত করেছেন।

ভিডিওটিতে দেখা যায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিখ্যাত কবি আল্লামা ইকবালের "মেরে আল্লাহ বুরাই সে বাচানা মুঝকো" (হে আল্লাহ, আমাকে মন্দ থেকে রক্ষা করুন) কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন। জানা যায়, স্কুলে প্রায় ২৬৫ জন শিশু শিক্ষার্থী রয়েছে, যাদের অধিকাংশই মুসলিম। এ ঘটনায় স্কুলের অধ্যক্ষ নাহিদ সিদ্দিকীকে শিক্ষা বিভাগ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ যে, ভারতের শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে মুসলিম লেখকদের গল্প কবিতা অন্তর্ভূক রয়েছে। কিন্তু গুজরাটের কসাই খ্যাত নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারতে মুসলিমদের গৌরব গাথা ইতিহাস ও মুসলিম লেখকদের পাঠ্য বাদ দিচ্ছে তারা। অন্যদিকে মুসলিমদের যে কোন কাজকে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী কাজ বলে আখ্যা দিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে পুরো হিন্দু জাতিকে দাঁড় করাতে চাইছে হিন্দুত্ববাদী বিভিন্ন সংগঠন।

এর আগে দক্ষিণ ভারতীয় কর্ণাটকের সরকার সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যসূচি থেকে টিপু সুলতান ও তার বাবা হায়দার আলি সংক্রান্ত অধ্যায়টি বাদ দিয়েছিল হিন্দুত্ববাদিরা।

এরপর উগ্র সংগঠনগুলোর দাবির প্রেক্ষিতে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবুল আ'লা আল-মৌদুদী এবং মিশরের সাইয়্যেদ কুতুবের বইগুলি পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

শুধু পাঠ্যক্রমেই নয়, ভারতের প্রত্যেকটি অঙ্গন থেকে মুসলিমদের চিরতরে বিতাড়িত করার চেষ্টা করছে হিন্দুরা। আর এভাবে সংখ্যালঘু মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে সংখ্যাগুরু হিন্দু জাতির কার্যক্রমকে চূড়ান্ত গণহত্যার ঠিক পূর্বের ধাপ হিসেবে দেখছেন গণহত্যা বিশেষজ্ঞরা।

তথ্যসূত্র:

----

1. In a government school in U.P's Bareilly, students recited "Mere Allah burai se bachana mujhko... A Hindu organization filed a case against the principal Nahid and shiksha mitra Wazeeruddin, the BSA suspended - https://tinyurl.com/4xs2e4c6

2. Aligarh Muslim University drops texts of two Islamic scholars

- https://tinyurl.com/y86hdkc9

কাশ্মীরে ট্রাকে হামলা চালিয়ে ৪ মুসলিকে খুন

ভারত দখলকৃত কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদী বাহিনীর হতে গুলিবিদ্ধ হয়ে চার মুসলিম নিহত হয়েছেন। জম্মুর পাঞ্জতীর্থী-সিধরা সড়কে বুধবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ কর্মকর্তা মুকেশ সিং জানায়, বুধবার জম্মু শহরের কিছুটা দূরেই হিন্দুত্ববাদী বাহিনী একটি ট্রাককে আটকায়। শুধুমাত্র সন্দেহের বশে ট্রাকে আরোহী ৪ জনকে 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দিয়ে গুলি চালায়। হিন্দুত্ববাদী বাহিনীর বেপরোয়াভাবে চালানো গুলিতে ঐ ৪ মুসলিম নিহত হয়েছেন। আর হিন্দুত্ববাদীদের ছোঁড়া গ্রেনেডে ট্রাকে আগুন লেগে গিয়েছিল।

ঘটনাস্থল থেকে সেই ট্রাকটির চালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। পরেই গোটা এলাকা ঘিরে ফেলেছে হিন্দুত্ববাদী বাহিনী। ট্রাক চালকের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে হিন্দুত্ববাদী দখলদাররা।

এর আগে গত সোমবার জম্মুর উধমপুরে একটি 'সন্ত্রাসবাদী নাশকতার ছক' বানচালের "নাটক" জানিয়েছিল হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। পুলিশ বলেছিল, সেখান থেকে সিলিন্ডারের আকারে আইইডি, ৩০০ থেকে ৪০০ গ্রাম আরডিএক্স, সাতটি ৭.৬২ মিলিমিটার কার্তুজ ও পাঁচটি ডিটোনেটর উদ্ধার করা হয়েছে।

হিন্দুত্ববাদী বাহিনী কাশ্মীরে মুসলিমদের গুম, খুন করে বিগত তিন যুগ ধরে ভীতিকর পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে। বিশেষজ্ঞ ও বিশ্লেষকরা বলছেন যে, সন্ত্রাসী মোদী সরকার কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীতে রূপান্তর করতে বদ্ধপরিকর। সেই লক্ষেই তারা কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বাতিলসহ অন্যান্য ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Jammu: 4 militants killed in gunfight with security forces, say police - https://bit.ly/3Vwa7fy

2. কাশ্মিরে নিরাপত্তাকর্মীদের সাথে সংঘর্ষে ৪ জন নিহত- https://tinyurl.com/4xy7yrnt

---

পশ্চিমে আল-কায়েদার হামলা অব্যাহত: নিহত ১৩, আহত বহু সংখ্যক

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালি ও বুরকিনা ফাসোতে কুফরি শক্তির বিরুদ্ধে গত এক দশক ধরে লড়াই করছেন আল-কায়দা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যাঁরা ইতিমধ্যে দেশ দুটির উল্লেখযোগ্য অংশের নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং সেখানে ইসলামি শরিয়াহ্ বাস্তবায়ন করে চলছেন।

দেশ দুটিতে মুজাহিদদের গত এক দশকের তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধের মুখে যুদ্ধ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে অনেক দখলদার দেশের বাহিনী; বাকিদের বিরুদ্ধেও মুজাহিদদের সামরিক অভিযান চলমান রয়েছে।

এর ধারাবাহিকতায় গত ২৩ ডিসেম্বর বুরকিনা ফাসোর দক্ষিণাঞ্চলিয় রাজ্যের সোলি শহরে একটি সফল হামলা চালান মুজাহিদগণ। যেটি কুফরি শক্তির অংশিদার গাদ্দার বুরকিনান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ভারী অস্ত্র দ্বারা অতর্কিত চালানো হয়েছে। এতে বুরকিনান সেনাবাহিনীর অন্তত ৫ সৈন্য নিহত এবং আরও বেশ কিছু সৈন্য আহত হয়, যারা ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এই অভিযান শেষে মুজাহিদগণ সেনাবাহিনী থেকে ১টি বিকা, ৪টি ক্লাশিনকোভ, ২টি মর্টার শেল এবং অন্যান্য ৩৯টি অস্ত্র গনিমত লাভ করেন।

এর আগে গত ৯ ও ১১ ডিসেম্বর মালির সেগু ও কলাম্বায় ২টি সফল হামলা চালান মুজাহিদগণ। যার প্রথমটি সেগু রাজ্যের নাগারা এলাকায় গাদ্দার মালিয়ান সেনাবাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটির ফটকে দাড়িয়ে থাকা সেনাদের টার্গেট করে চালানো হয়। এতে ঘটনাস্থলেই ২ মালিয়ান সেনা নিহত হয় এবং আরও কিছু সেনা আহত অবস্থায় ফটকের ভিতরে ঢুকে পড়ে।

জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের (জেএনআইএম) মুজাহিদগণ তাদের অপর হামলাটি চালান কলাম্বা এলাকায়। যেখানে গাদ্দার মালিয়ান সেনাবাহিনীর একটি গাড়িকে লক্ষ্যবস্তু করে হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে গাড়ির ভিতরে থাকা অর্ধডজন সৈন্য নিহত এবং অন্যরা আহত হয়।

২৮শে ডিসেম্বর, ২০২২

হিন্দুদেরকে বাড়িতে অস্ত্র রাখতে আর "শত্রুদের" মাথা কাটার আহ্বান বিজেপির নারী সাংসদের

হিন্দুত্বাদী ভারতে উগ্র নেতা নেত্রীরা প্রকাশ্যেই মুসলিমদের শত্রু হিসেবে উল্লেখ করছে। মুসলিমদের প্রতি তাদের ভিতরে লুকানো চিরাচরিত বিদ্বেষের কিছুটা উগড়ে দিচ্ছে।

এবার বিজেপি সাংসদ প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর গত ২৫ ডিসেম্বর, রবিবার হিন্দুদের শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য বাড়িতে অস্ত্র প্রস্তুত রাখার আহ্বান জানিয়েছে। "লাভ জিহাদ" প্রসঙ্গে উল্লেখ করে ঠাকুরের মন্তব্য স্পষ্ট করে দেয়, সে মুসলমানদের শত্রু হিসাবে উল্লেখ করেছে।

সে বলেছে "অস্ত্র বাড়িতে রাখুন। সেগুলো ধারালো রাখুন। যদি শাকসবজি ভালভাবে কাটা যায়, তবে শত্রুর (মুসলমানদের) মাথাও কাটতে পারবেন। কুখ্যাত সংঘ পরিবারের এই উগ্র মহিলা কর্ণাটকের শিবমোগায় অনুষ্ঠিত হিন্দু জাগরানা বেদিকের দক্ষিণ অঞ্চলের বার্ষিক সম্মেলনে এ বক্তব্য দিয়েছে।

ভোপালের উগ্র সাংসদ আরো বলেছে, অন্তত সবজি কাটায় ব্যবহৃত ছুরিগুলি রাখতে হবে। "আপনার বাড়িতে অস্ত্র রাখুন, অন্য কিছু না হলেও, অন্তত শাকসবজি কাটতে ব্যবহৃত ছুরি যেগুলো খুব ধারালো সেগুলো রাখুন।

এই উগ্র বিজেপি সাংসদ প্রজ্ঞা ঠাকুর মামলার আসামী হয়েও প্রকাশ্যে মুসলিম বিদ্বেষী বক্তৃতা দিচ্ছে। মুসলিদের হত্যা করতে অস্ত্র রাখতে বলছে। তবুও হিন্দুত্ববাদী পুলিশ তাকে আটক করেনি। অন্যদিকে, মুসলিম যুবকদের বিনা কারণে শুধু সন্দেহের বশে আটক করে কারাগারে বন্দী করে রেখেছে।

এদিকে, বিজেপি নেতা এবং প্রাক্তন উগ্র বিধায়ক সঙ্গীত সোম গত (৫ অক্টোবর) ইউপির মিরাটের খেদা গ্রামে বিজয়া দশমীতে রাজপুত উত্তর সভা আয়োজিত আয়ুধ পূজা (অস্ত্রের পূজা) অনুষ্ঠানে হিন্দুদের অস্ত্র তুলে নিতে বলেছে।

সে আরো বলেছে, মুসলমানদের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, এসবের অবসান ঘটাতে ভবিষ্যতে ক্ষমতার পাশাপাশি অস্ত্রেরও প্রয়োজন হবে। আয়ুধ পূজা (অস্ত্রের পূজা) অনুষ্ঠানে সে হিন্দুদের আবারো অস্ত্র তুলে নিতে বলেছে।

উগ্র সোম ২০১৩ সালের মুজাফফরনগর মুসলিম গণহত্যার অন্যতম আসামী। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী বিজেপি নেতা হওয়ায় তার কোন বিচার হয়নি, আর হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। তাই সে নতুন করে মুসলিম গণহত্যার মাঠ প্রস্তুত করছে।

এমনিভাবে, ২০২২ সালের ৫ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত জনসমাবেশে প্রকাশ্যে হিন্দুত্ববাদী গায়ক ধর্মেন্দ্র পান্ডে হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দুদেরকে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বলেছে। উত্তরপ্রদেশের ইটওয়াতে বিজেপি নেতাদের উপস্থিতিতে সে এমন বক্তব্য দেয়।

উক্ত সমাবেশের ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, ধর্মেন্দ্র পান্ডে হিন্দু নারী-পুরুষদেরকে অস্ত্র কাছে রাখতে, অস্ত্র ধার দিয়ে রাখতে বলছে; যেন নরেন্দ্র মোদি যখন ভারতকে 'হিন্দুরাষ্ট্র' ঘোষণা করবে, তখন যারা এর বিরোধিতা করবে তাদেরকে হত্যা করতে পারে হিন্দুরা।

হিন্দু উগ্র ধর্মগুরু জ্যোতি নরসিংহানন্দ হরিদ্বারে ধর্ম সংসদে মুসলিম নিধনে হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়ার ডাক দিয়েছিল।

ধর্মসভায় অন্যতম আয়োজক সত্যদেব সরস্বতী বলেছে, "আমরা কোনও আইন মানি না। কাউকে ভয় পাই না।" ওই ধর্মসভার অন্যান্য বক্তারাও প্রকাশ্যেই মুসলিম নিধনের উসকানি দিয়েছিল। উগ্র হিন্দুত্ববাদী পুরোহিত স্বামী প্রবোধানন্দ প্রত্যেক হিন্দুকে অস্ত্র তুলে নিতে এবং মিয়ানমারের মতো ক্লিনজিং অপারেশন (জাতিগত নির্মূল) শুরু করতে বলেছে।

এমনিভাবে, উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ের সাংসদ সাক্ষী মহারাজ, বিজেপির এই হিন্দুত্ববাদী নেতা বাড়িতেই অস্ত্র মজুত রাখার আহ্ববান জানিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছিল। সে সরাসরি মুসলিমদেরকে আগ্রাসী হিসেবে তুলে ধরেছে। মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিতে সে অমুসলিমদের সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়ে বলেছে, 'পুলিশ কাউকে বাঁচাতে পারবে না। তাই নিজেদেরই দায়িত্ব নিয়ে আত্মরক্ষা করতে হবে।'

সে আরো লিখেছে, "এই অতিথিদের জন্য বাড়িতে কোল্ড ড্রিংক্সের বোতল(ককলেট) জমিয়ে রাখুন। তীরও সংগ্রহ করে রাখুন।"
এই ধরনের মুসলিম বিদ্বেষী মন্তব্যের ফলে হিন্দুরা মুসলিমদের উপর হামলা করতে উৎসায়িত হবে বলেই মনে করেন বিশ্লেষকগণ।

এর আগেও বেশ কয়েকবার উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছিল সাক্ষী মহারাজ। দিল্লির সাম্প্রদায়িক হিংসা নিয়েও মুখ খুলেছিল সে। সেগুলোতেও সে মুসলিমদের নিয়ে নানা বিদ্বেষমূলক কথা বলেছে।

উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা তাদের অনুসারিদের অস্ত্র সংগ্রহে রাখতে উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি অস্ত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে সাথে অস্ত্র রাখার ফ্রি লাইসেন্স করে দিচ্ছে। অন্যদিকে, মুসলিমরা নিজেদের মাঝে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মতানৈক্যে শতধা দলে বিভক্ত হয়ে আছে। পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্দি করে ইসলামিক চিন্তাবিদগণ হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের লাগাম টেনে ধরার আহ্বান জানিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

----

1. BJP MP Pragya Thakur urges Hindus to keep weapons at home, cut enemy's head - https://bit.ly/3hUwU7i

- https://bit.ly/3vo766o

2. 'মুসলিমদের মারতে অস্ত্র তুলে নিন', জেল থেকে ছাড়া পেয়েই ফের 'ঘৃণা ভাষণ' বিতর্কিত ধর্মগুরুর – https://tinyurl.com/2p9yhd2d

3. 'Weapons Will Be Needed in Future': BJP Leader Sangeet Som Issues Call to Arms (The Wire) – https://tinyurl.com/2h3whs5m

– https://tinyurl.com/3fmftdva

– https://tinyurl.com/y6zhykyw

4. Swami Prabodhanand calls on Hindus to buy weapons – https://tinyurl.com/uuzyz6a5

5. Clean India of Jihadis, Whoever Understands Quran is One': UP Hate Speech Event – https://tinyurl.com/yckmb3zu

6. 'বাড়িতে তির-ধনুক রাখুন', এবার ঘুরিয়ে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেওয়ার নিদান সাক্ষী মহারাজের – https://tinyurl.com/bdezn353

ইয়েমেনে একিউএপি-র হামলায় কর্নেলসহ হতাহত ২ ডজন গাদ্দার

জাজিরাতুল আরবের বরকতময় ভূমি ইয়েমেনে কুফুরি শক্তির বিরুদ্ধে বছরের পর বছর ধরে বীরত্বের সাথে লড়াই করে চলছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে প্রতিনিয়ত কুফফার বাহিনীর অসংখ্য সৈন্য হতাহত হচ্ছে।

চলতি ডিসেম্বর মাসেও ইয়েমেনে এধরনের কয়েক ডজন সফল হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্-র বীর মুজাহিদগণ। এসবের মধ্যে সর্বশেষ দুটি সফল হামলা চালানো হয়েছে আবয়ান রাজ্যের মুদিয়া অঞ্চলে।

প্রথম অভিযানে মুজাহিদগণ গত ২৫ ডিসেম্বর মুদিয়া জেলায় গাদ্দার আরব আমিরাতের ভাড়াটে সেনাদের একটি পদাতিক ইউনিটকে টার্গেট করেন। সেখানে মুজাহিদগণ গাদ্দার বাহিনীকে প্রথমে সফলতার টোপ গিলিয়ে বিস্ফোরকস্থলের দিকে টেনে নিয়ে আসেন। আর বিস্ফোরকস্থলে গাদ্দার সেনারা পৌঁছা মাত্রই একের পর এক মুজাহিদদের রাখা মাইনগুলো বিস্ফোরিত হতে থাকে। পাশাপাশি মুজাহিদগণও শত্রুদের টার্গেট করে গুলি ছুড়তে

থাকেন। ফলশ্রুতিতে বহু সংখ্যক গাদ্দার সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়ে যায় এবং বাকিরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

এখানে লক্ষণীয় যে, শত্রুবাহিনীকে এমন জায়গায় মুজাহিদগণ নিজেদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছেন, যে এলাকাটি গাদ্দার বাহিনীর কঠোর নিরাপত্তা লাইনের মধ্যে অবস্থিত। এ ধরনের জায়গায় ভারী অস্ত্র নিয়ে পৌঁছানো এবং যুদ্ধক্ষেত্র নির্ধারণ করা সত্যিই মুজাহিদদের সামরিক কৌশল ও সক্ষমতার প্রমাণ বহন করে।

বরকতময় এই অভিযানের একদিন পরেই আরও একটি সফল সামরিক অপারেশন পরিচালনা করেন একিউএপি মুজাহিদগণ। গাদ্দার আরব আমিরাত সেনাবাহিনীর কুইক রেসপন্স ফোর্সের কর্নেল ফাহাদ এবং জালাল আল-জাবেরের নেতৃত্বাধীন স্কোয়াডকে এই অভিযানে টার্গেট করা হয়। মাহফাদ জেলার আল-খিয়ালা উপত্যকায় মুজাহিদগণ এই অভিযানটি পরিচালনা করেন।

মুজাহিদগণ পূর্বেই উপত্যকায় তাদের পজিশন ঠিক করে গাদ্দার সেনাদের আসার অপেক্ষা করতে থাকেন। শত্রু বাহিনী উপত্যকায় আসা মাত্রই মুজাহিদগণ চতুর্দিক থেকে ভারী গুলি বর্ষণ করতে শুরু করেন।

এতে রেসপন্স ফোর্সের কর্নেল ফাহাদ প্রথমে গুরুতর আহত হয় এবং তার সাথে থাকা কমান্ডার জালাল আল-জাবেরি এবং কমান্ডার আব্দুল্লাহ আল-নাখি সহ একডজনেরও বেশি সৈন্য ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। এরপর মুজাহিদগণ ঘটনাস্থলে একাধিক মাইন বসিয়ে দেন।

পরবর্তিতে, হতাহত সেনাদের উদ্ধার করতে অন্য একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছালে মুজাহিদগণ মাইন বিস্ফোরণের পাশাপাশি দ্বিতীয় দফায় গাদ্দার সেনাদের টার্গেট করেন। এবারে আহত কর্নেল ফাহাদ সহ আরও অসংখ্য সৈন্য হতাহত হয় আলহামদুলিল্লাহ।

‘যদি পশ্চিমা সভ্যতাই চাইতাম, তবে ওসামাকে ওদের হাতে তুলে দিতাম’

আফগানিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নারীদের উপযোগী শিক্ষা পরিবেশ ও ব্যবস্থা গড়ে তোলা পর্যন্ত নারী শিক্ষা সাময়িকভাবে বন্ধ করায় বিভিন্ন সুশীল মহল থেকে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের ব্যাপারে কড়া সমালোচনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই অন্ধ ও এক চোখা সমালোচকদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী মৌলভি নিদা মোহাম্মদ নাদিম (হাফি.)।

তিনি বলেন, "আমরা এখানে পরিপূর্ণ খাঁটি ইসলাম চাই, পশ্চিমাদের কথিত আধুনিক সভ্যতার নামে বেহায়াপনা চাই না। আর যদি এমনটা চাইতাম তাহলে ২০ বছরের দীর্ঘ যুদ্ধের প্রয়োজন ছিলো না। আর ওসামা বিন লাদেনকেও নিরাপত্তা দেওয়ার কোনো মানে ছিলো না।"

গত ২৬ ডিসেম্বর সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে প্রকাশিত একটি ভিডিওত শাইখ নাদিম (হাফি.) বলেছেন, "কেউ কেউ অভিযোগের সুরে বলছেন, কেন আপনি মেয়েদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খুলছেন না, সহশিক্ষার অনুমতি দিচ্ছেন না, মহিলাদের অবাধে কাজ করার অনুমতি দিচ্ছেন না এবং জাতীয় স্বার্থে মনোযোগ দিচ্ছেন না?

"এই প্রশ্নগুলো একদিনে তাদের মাঝে তৈরি হয় নি। বরং, দখলদারিত্বের বছরগুলোতে শিক্ষার নামে এসব পশ্চিমা চিন্তাধারা তাদেরকে গেলানো হয়েছে। তাই তাদের এটা ভালোভাবে জানা উচিৎ যে, আমাদের কাছে মহান রব্বুল আলামিনের প্রেরিত ধর্ম ইসলাম অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।"

তিনি আরও যোগ করেন, "আমরা যদি পশ্চিমাদের গেলানো কথিত আধুনিক সভ্যতা চাইতাম এবং তারা যে নগ্নতাকে উন্নতি বলছে তা চাইতাম, তাহলে সেটা আমরা দুই দশক আগেই পারতাম। আমাদের সামনে সুযোগ ছিলো ওসামা বিন লাদেনকে আমেরিকার হাতে তুলে দেওয়ার এবং নারীদের স্বাধীনতার নামে সমাজকে বেহায়াপনার দিকে ঠেলে দেওয়ার। কিন্তু আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা কাফেরদের অনুরোধ গ্রহণ করার অনুমতি আমাদেরকে দেন না।

"আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা আমাদেরকে ক্ষমতা দিয়েছেন, যেন আমরা শরিয়াহ্ বাস্তবায়ন করতে পারি। আর এই শরিয়াহ্ বাস্তবায়ন ও পশ্চিমাদের বিতাড়িত করতে দীর্ঘ ২০ বছরের যুদ্ধে আমাদের অসংখ্য বোন বিধবা হয়েছেন, সন্তানরা এতিম হয়েছেন, বাবা-মা সন্তান হারা হয়েছেন। তারপরও তাঁরা নতি স্বীকার করেননি। তাহলে আমরা এখন কীভাবে পশ্চিমাদের তৈরি কতিপয় মস্তিষ্কের (লোকের) কথায় আল্লাহর শরিয়াহ্ ও জনগণের বিপক্ষে যেতে পারি!?

"তাই আমরা এখানে পরিপূর্ণ শরিয়াহ্ বাস্তবায়ন করতে এবং নারীদের নিরাপত্তার জন্য হিজাব বাধ্যতামূলক করতে বাধ্য। এর ফলে পুরো বিশ্বও যদি আমাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, এমনকি পারমাণবিক বোমাও মারা হয়, তথাপি আমরা শরিয়াহ্ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত থেকে পিছপা হবো না।"

উল্লেখ্য, ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান প্রশাসন গত সপ্তাহে সাময়িকভাবে নারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন এবং বেসরকারি ও বিদেশি সংস্থার হয়ে কাজ করা নারীদের কিছুদিনের জন্য কর্মবিরতি নেওয়ার বিষয়ে দুটি ডিক্রি জারি করে। এই ডিক্রি থেকে ইমারাতে ইসলামিয়ার প্রশাসনিক দায়িত্বরত নারী, চিকিৎসক ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলোতে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের খারিজ করা হয়।

ফটো রিপোর্ট || উইঘুরদের নিয়ে টিআইপি-র নতুন ভিডিও প্রকাশ

পূর্ব তুর্কিস্তান, বিশ্ব-মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাওয়া মুসলিমদের সোনালী ইতিহাসের গৌরবময় এক ভূমি। চল্লিশের দশকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই ভূমি দখল করেই আজকের শিনজিয়াং প্রদেশের নামকরণ করে দখলদার চীন। এরপর থেকেই সেখানে মুসলিমদের জন্য নেমে আসতে শুরু করে অন্ধকার রাতের ঘনঘটা। এই রাত কবে শেষ হবে তা আজও অজানা।

এটি এমন এক ভূমি, যেখানে দশকের পর দশক ধরে চলছে কমিউনিস্ট চীনের তাণ্ডব। এই জুলুম থেকে রেহাই পাচ্ছে না মুসলিম যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, এমনকি কোলের শিশুরাও। সেখানে লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বছরের পর বছর ফেলে রাখা হচ্ছে, মুসলিম বোনদেরকে জোরপূর্বক কমিউনিস্ট হান-চাইনিজদের সাথে রাত্রীযাপন ও বিবাহ দেওয়া হচ্ছে। ছোট্ট ছোট্ট মুসলিম শিশুদের আটকে রেখে কমিউনিস্ট চিন্তাধারা মাথায় ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে।

কমিউনিস্ট চীনের কারাগারগুলো মুসলিমদের দ্বারা এতটাই পরিপূর্ণ যে, চীন এখন মুসলিমদেরকে পিপলস লিবারেশন আর্মির গুদামে আটকে রাখছে, তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিলামে তোলা হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে যারা পেরেছেন, তাঁরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হিজরত করেছেন। তাদের বড় একটি অংশ বর্তমানে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের ছায়াতলে বসবাস করছেন, কিছু সংখ্যক শামের বরকতময় ভূমি সিরিয়ায় মুসলিমদের রক্ষায় কুফফারদের মোকাবিলা করছেন।

সম্প্রতি শামের ভূমিতে হিজরতকারী ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী "তুর্কিস্তান ইসলামিক পার্টি" (TIP) একটি ভিডিও সম্প্রচার করেছে। ভিডিওটি কমিউনিস্ট চীনের দখলদারিত্বে থাকা মুসলিম ভূমি পূর্ব তুর্কিস্তানে বসবাসরত উইঘুরদের উপর ফোকাস করে নির্মাণ করা হয়েছে। সেখানকার মুসলিমদের উপর চীনের কমিউনিস্ট পার্টির চালানো নিপীড়নের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি, শামের ভূমিতে হিজরতকারী ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সামরিক প্রস্তুতির দৃশ্যগুলো দেখানো হয়েছে।

ভিডিওটির কিছু স্ন্যাপশট দেখুন…

https://alfirdaws.org/2022/12/28/61565/

২৭শে ডিসেম্বর, ২০২২

গুরুগ্রামে মুসলিমদের নামাযে হিন্দুত্ববাদীদের বাধা

গত ২৩ ডিসেম্বর, শুক্রবার হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বজরং দলের সদস্যরা গুরুগ্রামের সেক্টর ৬৯-এ নামাজে বাধা দিয়েছে। লাইভ হিন্দুস্তানের পোস্ট করা একটি ভিডিওতে দেখা যায়, হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বজরং দলের সদস্যরা মুসলিমদের খোলা জায়গায় নামাজ আদায় করতে নিষেধ করছে।

ভিডিওতে এক উগ্রবাদী হিন্দুকে বলতে শোনা যায়, "তাদের ছয়টি স্থানে নামায আদায় করার অনুমতি আছে কিনা তা বিবেচ্য নয়।…আগামী সপ্তাহগুলিতে প্রার্থনা অব্যাহত থাকলে আমরা বিক্ষোভকে আরও বাড়িয়ে দেব।" সে আরো বলেছে, "মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টভাবে বলেছে যে খোলা জায়গায় কোনো নামাজ হবে না।"

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ডিসেম্বরে, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার বলেছিলেন যে খোলা জায়গায় নামাজ পড়া সহ্য করা হবে না এবং গুরুগ্রামের কিছু সাইট মুসলমানদের নামাজ আদায় করার জন্য সংরক্ষিত স্থান প্রত্যাহার করে।

গত বছর, গুরুগ্রামে হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলি নামাজে ব্যাঘাত ঘটানোর বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়েছিল। তারা আসলে ভারতে ইসলাম ও মুসলিমের কোন নাম-নিশানাই সহ্য করতে পারছে না।

তথ্যসূত্র:

----

1. Bajrang Dal halts namaz in Gurugram's Sector 69 (Scroll)

https://tinyurl.com/yxnsw7ns

আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলিমদের গ্রেফতার-নির্যাতনের শেষ কোথায়?

রোহিঙ্গা মুসলিমদের পদচারণায় কোলাহল আর উল্লাসে মুখরিত ছিল গোটা আরাকান প্রদেশ। দুনিয়ার সবার মতো সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার অধিকার তাদেরও ছিলো। ছিলো গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ আর বিস্তির্ণ ফসলি জমির মাঠ। কিন্তু হিংস্র বৌদ্ধদের চালানো নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে নিজ দেশ আরাকান ত্যাগ করতে বাধ্য হয় রোহিঙ্গারা।

জাতিগত নিপিড়ন চলা সত্বেও আপন ভূমি আরাকান ছেড়ে অন্যত্র যেতে চায়নি অনেক রোহিঙ্গা মুসলিম। সেখানে নিজ ভূমিতে রয়ে গিয়েছিল তাদের অনেকেই। বর্তমানে তাদের সাথে পশুর মতো আচরন করছে সন্ত্রাসী মিয়ানমার জান্তা বাহিনী আর বৌদ্ধ সন্ত্রাসী আরাকান আর্মি; কেড়ে নিয়েছে তাদের সকল মানবিক অধিকার। এমনকি নিজ এলাকার বাহিরে হাটাচলার ওপরও রয়েছে বিধিনিষেধ। ঘুম, খুন ও নারীদের ধর্ষণ তো রয়েছেই।

আরাকানে ইতিহাসের বর্বরোচিত নির্যাতন চলা সত্বেও মিয়ানমারের সরকারের রাষ্ট্রীয় নিপিড়ন বন্ধে কোন উদ্যোগ নেয়নি আন্তর্জাতিক বিশ্ব বা জাতিসংঘ। যুগ যুগ ধরেই মিয়ানমারে মুসলিমরা নিপিড়নের শিকার হয়ে আসছে। যার মধ্যে ২০১৭ সালে লাখ লাখ মানুষ নিজ দেশ ছেড়ে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদ্বাস্তু হয়েছে।

রোহিঙ্গারা আরাকান ছেড়ে পালানোর পাঁচ বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু আরাকানে ফিরে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি তাদের। এখন পর্যন্ত তারা নিজ দেশ উদ্বারে কোন উপায় বের করতে পারেনি, এবং এ ব্যাপারে কেউ তাদেরকে সাহায্যও করেনি! দালাল জাতিসংঘ তাদেরকে আরাকানে ফিরিয়ে নেয়ার গল্প শুনিয়ে পাঁচ বছর অতিবাহিত করেছে। কিন্তু বাস্তব কোন পদক্ষেপ নেয়নি! অথচ রাশিয়া উইক্রেনে আগ্রাসন শুরু করার সাথে সাতেই জাতিসংঘ সরাসরি হস্তক্ষেপ করেছে। কিন্তু আরাকান, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন ও পূর্ব-তুর্কিস্তানের ক্ষেত্রে বরাবরই সংস্থাটি ধোঁকাপূর্ণ আচরণ করে যাচ্ছে।

এ অবস্থায় কেউই যখন রোহিঙ্গাদের উদ্ধারে এগিয়ে আসছেনা, তখন নিরাপদ জীবনের সন্ধানে আরাকান ছেড়ে পালানোকেই বেঁচে নিচ্ছেন রোহিঙ্গারা। তবে এ পথও তাদের জন্য মসৃণ নয়। একদিকে ঝুঁকিপূর্ণ সাগরপথ অন্যদিকে পালানোর সময় বেশিরভাগ মুসলিম বন্দী হচ্ছেন বর্বর মিয়নমার জান্তার হাতে। গত ২০ ডিসেম্বর ১১২ রোহিঙ্গা মুসলিমকে গ্রেফতার করে মিয়ানমার। এ পর্যন্ত কয়েক হাজার রোহিঙ্গা মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে সন্ত্রাসী মিয়ানমার জান্তা সরকার। গ্রেফতারকৃতদের সর্বনিম্ন দুই থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দেয়া হচ্ছে। যা রোহিঙ্গাদের জীবনকে করে তুলছে আরও দুর্বিষহ।

মুসলিম হবার কারণে এভাবে আর কতকাল নির্যাতন সহ্য করতে হবে, তা তাদের কারোই জানা নেই। তবে এখনো রোহিঙ্গারা সেই আশায় বুক বেঁধে আছেন যে, তাদের মুসলিম ভাইয়েরা গাফিলতি ঝেড়ে ফেলে জেগে উঠেবেন, আর ময়দানে নেমে আসবেন মুহাম্মদ বিন কাসিম আর সুলাতান মাহমুদ গজনবীর ভুমিকায়। সিংস্র বৌদ্ধদের পাওনা বুঝিয়ে দিবেন কড়ায়-গণ্ডায়। তাদেরকে ফিরিয়ে নিবেন আপন ভূমি আরাকান রাজ্যে।

তথ্যসূত্র:

----

1. More than 100 Rohingya arrested near an island in Myanmar's Ayeyarwady region-- https://tinyurl.com/yc42bm7a

---

আফগানিস্তানে স্কুল ও মাদরাসা: একই মুদ্রার দুপিঠ ও সময়ের চাহিদা

উপনিবেশবাদ বহু বছর ধরে স্কুল ও মাদরাসার মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করে রেখেছে। আর এই শব্দগুলোকে যারা নেতিবাচকভাবে ব্যবহার করতে চায়, তারা আসলে মুসলিমদেরকে বিভক্তই করে মাত্র।

আফগানিস্তানে এই প্রতারণাপূর্ণ প্রবণতা প্রাথমিকভাবে আমানুল্লাহ খানের যুগ থেকে শুরু হয়ে কমিউনিস্ট শাসন ও প্রজাতন্ত্রের কালো যুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। দুর্ভাগ্যবশত এই দূরত্ব ও দ্বন্দ্বের শিকার হয়েছে অগণিত মুসলিম। অথচ তাদের সবার উদ্ভব একই ইসলামি পরিচয় থেকে।

পূর্বতন জহির শাহ ও দাউদ খানের সময়ে, কিছু আফগান যুবক রাশিয়ায় কমিউনিজমের স্কুলে গিয়েছিল। আর ফিরে এসেছিল মিথ্যা বিশ্বাস নিয়ে এবং অনুপ্রবেশ করেছিল আফগানিস্তানের সরকারি অফিসসমূহে। এই দলগুলো স্কুল-ইউনিভার্সিটির প্রতি ছিল অতিমাত্রায় আসক্ত, এবং প্রায়ই তারা ইউনিভার্সিটিতে ধর্মবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করতে শুরু করেছিল। তাই মুসলিম যুবকরা ইউনিভার্সিটি ও অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন।

এই বিপথগামী গোষ্ঠী ধর্মীয় আলেমদেরকে সমাজের জীবাণু বলে ডাকতো, আখ্যায়িত করতো প্রতিক্রিয়াশীল ও পশ্চাৎপদ হিসেবে। এমনকি এই গোষ্ঠীটি পবিত্র ধর্ম ইসলামকে বলতো সমাজের আফিম। ইসলাম তথা আলেম সমাজের প্রতি বিদ্বেষের এই দৃশ্য বর্তমানে প্রায় মুসলিম দেশেই দৃশ্যমান।

যাইহোক কমিউনিস্ট শাসনের উৎখাতের পর, দেশের বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের আস্তরণ প্রায় মুছে ফেলা হয়। আর ছড়িয়ে পড়ে ইসলামি ভাবধারা।

কিন্তু আফগানিস্তানে প্রজাতন্ত্রের সময়কালে এবং মার্কিন ও ন্যাটো, কমিউনিস্ট, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের আফগানিস্তান দখলের বিশ বছরের মধ্যে এসব বাজে ধারণার আরও একবার উত্থান ঘটে। এই ষড়যন্ত্রমূলক বিভক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্রমাগত বিকাশ লাভ করতে শুরু করে সর্বত্র।

এরপর সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্যে এবং মুজাহিদগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অগণিত ত্যাগের ফলে ইসলামি ইমারত বিজয় লাভ করে পুনরায় এসব অর্থহীন ধারণার পুরোপুরি নির্মূল করেন। ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সকল স্কুল ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিষয়বস্তু এখন ইসলামি ভাবধারার। আর তা অগ্রসর হচ্ছে মানবিক ও ইসলামি মানদণ্ডের আলোকে। উৎকর্ষের এই ধারাকে অন্যান্য মুসলিম ভূখণ্ডে ছড়িয়ে দেওয়াটাও এখন সময়ের দাবি।

বর্তমান আফগানিস্তানে স্কুল, মাদরাসা এবং অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। এদেশের সকল শিশুই মুসলিম, তারাই স্কুল বা মাদরাসা থেকে পড়াশোনা করে শিক্ষিত হচ্ছে। তারা বিশুদ্ধ এবং ইসলামি বিশ্বাসের আলোকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করছে।

এখন স্কুল ও মাদরাসার মধ্যে আর কোনো ব্যবধান নেই, নেই কোনো ঘৃণার স্থান। এই ব্যবধানগুলো দূর করা জরুরি ছিল। এদেশের সন্তানদের উচিত ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসার চেতনা নিয়ে নিজেদের অভিন্ন বাড়িতে একসাথে থাকা।

ইসলামি ইমারতের পাশাপাশি বিশ্বের সকল মুসলিমের দায়িত্ব নিজ নিজ অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই ব্যবধান মুছে ফেলা; এসব অর্থহীন বাক্যালাপ ও ধারণাগুলোর মূলোৎপাটন করতে সম্ভাব্য সকল উপায়ে কাজ করা। যেন মুসলিমদের সন্তানেরা সর্বত্রই বৈষম্যহীন ভ্রাতৃত্ববোধের একটি পরিপূর্ণ পরিষ্কার আবহাওয়ায় বসবাস করতে পারে। যেন তারা মুসলিম জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত নির্মাণ করতে পার।

অনুবাদক ও সংকলক : সাইফুল ইসলাম

২৬শে ডিসেম্বর, ২০২২

হিন্দুত্ববাদী সেনাবাহিনীর 'হেফাজতে' কাশ্মীরি মুসলিম 'নিখোঁজ'

উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার এক মুসলিম যুবক আব্দুল রশিদ দার। তাকে ১৫ ডিসেম্বর হিন্দুত্ববাদী সেনাবাহিনী বাড়ি থেকে জোরপূর্বক আটক করে নিয়ে যায়। তার সাথে পরিবারকে দেখা করতে না দিয়ে পরে জানানো হয়- তিনি সেনাবাহিনীর হেফাজত থেকে পালিয়ে গেছেন।

গত ১৫ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার রাত ৮:৩০ মিনিটের দিকে পরিবারের সাথে রাতের খাবার খাচ্ছিলেন আব্দুল রশিদ দার। তখন ৪১ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস ইউনিটের সেনা সদস্যদের একটি টিম কুপওয়ারার সীমান্ত জেলার কুনান গ্রামে তার বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ে।

আব্দুল রশিদ দারের বড় ভাই শাবির আহম্মদ দার বলেন, উঠানে ছয় থেকে সাত ডজন সৈন্য দেখতে পেয়ে তিনি দরজা খুলে দেন। "একজন সৈন্য আমাকে বলল যে, তারা রশিদকে খুঁজছে। আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম কিসের জন্য, সে উত্তর দিল তদন্তের সাথে সম্পর্কিত কিছু বিষয়ের জন্য।"

শাবির, যিনি জেএন্ডকে পুলিশের একজন বিশেষ পুলিশ অফিসার হিসাবে কাজ করেন, দ্য ওয়্যারকে তিনি জানিয়েছেন যে, সৈন্যরা তাড়াহুড়ো করে দেখেছিল এবং ঘরে ঢোকার আগে তাকে দ্রুত কাজ করার জন্য চিৎকার চেঁচামেচি করেছিল। "আমি তাদের শান্ত থাকতে বলেছিলাম কারণ আমরা কিছু অতিথিদের আতিথেয়তা করছিলাম। নৈশভোজ, কিন্তু তারা শোনেনি এবং বারবার রশিদকে তাড়া করছিল," বলেন শাবির।

পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ভয়ে রশিদকে পিছনে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাকে বাড়ির একটি কক্ষ থেকে জোরপূর্বক টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যায় এবং বাকি সৈন্যরা অন্যান্য ঘরে তল্লাশি চালায়। শাবির বলেন, "আমি আবার সৈন্যদের বলেছিলাম যে, তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ করা হয়েছে তা আমাদের জানাতে। কিন্তু তারা আবারো বলে তদন্তের সাথে সম্পর্কিত কিছু বিষয়ের জন্য তাকে নেওয়া হচ্ছে। সে পরের দিন সকালে বাড়িতে চলে আসবে।"

শাবির পুলিশ হওয়ায় নিরাপত্তা বাহিনীর তল্লাশি অভিযানে জড়িত আইন সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন; তিনি সেনাবাহিনীকে বলেছিলেন যে তার ভাইকে নিয়ে যাওয়ার আগে তাদের স্থানীয় পুলিশ এবং গ্রামের সরপঞ্চকে জানাতে হবে। তবুও তারা সকালে তাকে ছেড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে তুলে নিয়ে যায়।

১৬ ডিসেম্বর সকালে যখন পরিবারটি তাদের বাড়ি থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে ত্রেহগাম গ্রামে আর্মি ক্যাম্পে যায়, তখন সেন্ট্রি তাদের বলেছিল যে ইউনিট কমান্ডার মাঠ পরিদর্শনে এসেছেন। শাবির আহম্মেদ বলেন, "এই কথা বলে তারা আমাদের ভিতরে যেতে দেয়নি।"

সন্ধ্যায় স্থানীয় কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরিবারকে জানানো হয় যে, সেনাবাহিনী পুলিশকে জানিয়েছে, রশিদকে মারহামায় নিয়ে যাওয়ার সময় তাদের হেফাজত থেকে পালিয়ে গেছে। তিনি এখন নিখোঁজ আছেন।

'অনুমতি ছাড়া পাখি উড়তে পারে না'

"এমন খবর শুনে পরিবারটি চরম ধাক্কা খায়," কান্নার বিজড়িত কণ্ঠে শাবির বলেন, "যেখানে নিরাপত্তা সংস্থার অনুমতি ছাড়া একটা পাখিও উড়তে পারে না, সেখানে আব্দুর রশিদ নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ কিভাবে মেনে নেওয়া যায়? তাকে নিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে প্রায় শতাধিক সেনা সৈন্য ছিল। সে এভাবে অদৃশ্য হয়ে যাবে কী করে?"

রশিদের নিখোঁজ হওয়ার খবরে তার মা খেরা বেগম জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। পড়ে যাওয়ার সময় তার নাকে গুরুতর আঘাত লাগে।

"তার মা বলেছিলেন, যে সৈন্যরা তাদের গাড়িতে নিয়ে যাওয়ার আগে তিনি তার ছেলেকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। তিনি বলেন, "আমি সৈন্যদের বলেছিলাম যে তারা তাকে যে অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে সেই অবস্থায় তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।"

মা খেরা বেগম এবং তার অসুস্থ স্বামী আব্দুল ফারিক দার, তাদের দুই মেয়ে এবং ছেলে শাবির, কুনান গ্রামের দুই ডজনেরও বেশি পুরুষ ও মহিলার সাথে ২১ ডিসেম্বর বুধবার শ্রীনগরের প্রেস এনক্লেভে যায়। সেখানে তারা আবদুর রশিদ দারের প্রকৃত অবস্থা জানানোর দাবি জানায়।

প্রেস এনক্লেভের পরিবেশ যখন স্লোগান আর হাহাকারে উত্তাল হয়ে ওঠে, তখন রশিদের এক বোন, ভাই হারানোর শোকে অজ্ঞান হয়ে যায়।

তার খেরা বেগম চিৎকার করে বলেন "আমার প্রিয় পুত্রকে ফিরিয়ে দাও। আমার নিষ্পাপ ছেলেকে ফিরিয়ে দাও। আমি তার মুখ দেখতে চাই। যদি তারা তাকে ফিরিয়ে না দেয়, আমি আর্মি ক্যাম্পে গিয়ে নিজেকে আগুন ধরিয়ে দেব।" তার নাকে তখনোও ব্যান্ডেজ করা ছিল।

শত শত 'নিখোঁজ'

গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে কাশ্মীরে অশান্তি, নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজতে শত শত বেসামরিক লোক নিখোঁজ হয়েছে। কয়েকজনের লাশ পাওয়া গেলেও বেশিরভাগেরই সন্ধান পাওয়া যায়নি। মানবাধিকার কর্মীদের মতে, ১৯৮৯ সাল থেকে কাশ্মীরে ৮০০০ টিরও বেশি লোক নিখোঁজ হয়েছে। তাদের পরিবার প্রতি মাসে শ্রীনগরের প্রেস কলোনিতে তাদের অবস্থান জানানোর দাবিতে বিক্ষোভ করত। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী সরকার ২০১৯ সালে ৩৭০ ধারা বাতিলের পরে স্বজন হারাদের এই দাবি জানানোর সুযোগ টুকুও বন্ধ করে দেয়।

তথ্যসূত্র:

----

1. 'Tell Us What You Did to Him,' Family of Kashmiri Man Who Went 'Missing' in Custody Tells Army - https://bit.ly/3VphRAd

কর্ণাটকে মুদি দোকানের মুসলিম মালিককে কুপিয়ে খুন

ভারতের কর্ণাটকে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা অনেক আগে থেকেই মুসলিম ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে বয়কটের আহ্বান জানিয়ে আসছে। পাশাপশি মুসলিমদের হালাল পণ্য বর্জনের জন্য প্রচারণা চালাচ্ছে। হিন্দুত্ববাদীরা ক্যাম্পেইন করে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। সেই মুসলিম বিদ্বেষের শিকার হয়েছেন মুদি দোকানের মুসলিম ব্যবসায়ী আব্দুল জলিল (৪৫)।

গত ২৪ ডিসেম্বর শনিবার রাত ৮টার দিকে আব্দুল জালিল তার দোকানে যাওয়ার সময় কর্ণাটকের সুরথকালের কাছে কাটিপাল্লায় অজ্ঞাত ব্যক্তিরা তাকে কুপিয়ে খুন করে। তিনি তখন পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসীরা তাকে তাকে ছুরিকাঘাত করে। পরে সুরথকালের কাছে মুক্কার একটি বেসরকারি হাসপাতালে গুরুতর জখম অবস্থায় তিনি মারা যান।

দক্ষিণ কন্নড় মুসলিম ঐক্যতার সভাপতি জনাব আশরাফ বলেছেন, "মুসলমানদের উপর হামলার সূচনা করতেই উসকানি দিয়ে রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়ার জন্য এই হত্যাকাণ্ডটি করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

"স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরাগা জ্ঞানেন্দ্র এবং ম্যাঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার এন শশী কুমার দুজনেই মুদাবিদ্রিতে স্কাউট এবং গাইডদের সাংস্কৃতিক জাম্বুরিতে উপস্থিত ছিল যখন মুসলিম ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাতের ঘটনাটি ঘটেছিল। ঘটনার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা পুলিশ কমিশনার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা উচিত ছিল। কিন্তু তারা তা করেনি।"- বলেছেন ম্যাঙ্গালুরু সিটি উত্তরের প্রাক্তন বিধায়ক বি. এ. মহিনুদ্দিন বাভা।

এদিকে, ২৫ ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মিছিল থেকে (ভিএইচপি) উগ্র নেতা সুরেশ শর্মা অ্যারন শহরে বসবাসকারী সমস্ত মুসলমানদের জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, উগ্র শর্মা পুলিশ অফিসারদের সামনেই এই হুমকি দিচ্ছে।

বিশ্লেষকগণ বলেছেন, ভারতে হিন্দুত্ববাদীরা চাইছে মুসলিমদের উপর চূড়ান্ত গণহত্যা বাস্তবায়ন করতে। এ লক্ষেই হিন্দুত্ববাদীরা পরিকল্পিতভাবে মুসলিমদের উপর হামলা চালিয়ে হতাহত করছে, বাড়িঘর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। বিদ্বেষমূলক ভাষণ বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Muslim man stabbed to death in Karnataka: "Murder for political gain" allege Muslim leaders - https://bit.ly/3WmR7Sj

2. Vishwa Hindu Parishad (VHP) leader Suresh Sharma threatens to set ablaze all the Muslims living in Aaron town.Sharma made these threats infront of the police officers. - https://bit.ly/3jwTNxR

3. VIDEO LINK: - https://bit.ly/3VnIKV9

পশ্চিমবঙ্গের কারাগারে পুলিশী নির্যাতনে মুসলিমের মৃত্যু

জনাব শেখ সাবির আলি, যিনি ছয় মাস আগে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হাতে মিথ্যে মাদক মামলায় আটক হয়ে দমদম সেন্ট্রাল জেলে বন্দী ছিলেন, তিনি গত সোমবার রাতে আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মারা যান।

সাবিরের পরিবার জানিয়েছেন, কারাগারের ভেতর তাকে অধিক নির্যাতনের কারণেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

পরিবারের সদস্যরা আরও জানান, মঙ্গলবার সকালে সাবিরের স্ত্রী ফোনে তার স্বামীর মৃত্যুর খবর পান। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কাজীপাড়ার বাসিন্দা জনাব সাবিরকে বারাসত থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। সাবিরের স্ত্রী ও পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগে মামলা হয়েছে।

সাবিরের বাবা শেখ জোবেদ আলী বলেন, "আমার ছেলে মাদক ব্যবসায়র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। এতেই পুলিশের চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন সাবির। তিনি বেঁচে থাকলে পুলিশ মদ ও গাঁজা ব্যবসার টাকা পেত না। তাই পুলিশ আমার ছেলেকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করেছে।"

নিহতের স্ত্রী আসমা খাতুন বলেন, "প্রমাণের অভাবে পুলিশ আমার স্বামীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হত। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে না পেরেই তাকে জেলে হত্যা করা হয়েছে। সাবিরের একটি শিশু সন্তান আছে। যে দুনিয়ার ভাল মন্দ বুঝে উঠার আগেই তার পিতাকে হারিয়ে এতিম হয়ে গেছে।"

সাবিরের মৃত্যুর পর তার পরিবারের সদস্য ও এলাকাবাসী সাবিরের বিচারের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। যদিও এ সমস্ত অবরোধ আর বিক্ষোভ করে মুলসিমরা কখনোই ন্যায়বিচার পায়না হিন্দুত্ববাদী ভারতে।

যাকে হত্যা করা হয়েছে তিনি একজন মুসলিম। আর হিন্দুত্ববাদী প্রশাসনের কাছে মুসলিমদের রক্ত নিতান্তই মূল্যহীন। পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনকে অনেকেই মুসলিম-ঘেষা বলে প্রচার করেন; তবে এই প্রচারণা যে একেবারেই ভুল- তা পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনের মুসলিমদের প্রতি আচরণেই প্রকাশ পায়। তারা শুধু নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য ভোটের সময় মুসলিম দরদী সাজে।

ইতিপূর্বেও পশ্চিমবঙ্গের জেলে বহু মুসলিমকে হত্যা করেছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। যার একটিরও কোন বিচার করেনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তাই ইসলামি বিশ্লেষকগণ, মুসলিমদের প্রকৃত বন্ধু ও শত্রু যাচাইয়ে সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

----

1. "They killed my husband": Muslim man died in custody in West Bengal - https://tinyurl.com/47ryaf42

2. tweeter link: - https://tinyurl.com/y48s63mk

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || ডিসেম্বর ৪র্থ সপ্তাহ, ২০২২ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2022/12/26/61531/

উদ্ধারের আশায় সাগরে ভেসতে থাকা ১৮০ রোহিঙ্গা মুসলিমের করুণ মৃত্যু

দীর্ঘ এক মাস ধরে সাগরে ভেসে থাকার পর রোহিঙ্গাদের বহনকারী ট্রলারটি ভারতের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি ডুবে গেছে। ট্রলারটিতে বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়া অন্তত ১৮০ জন রোহিঙ্গা ছিলেন। এতে থাকা সবাই মারা গেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর গত ২৪ ডিসেম্বর এক টুইটে এ তথ্য জানিয়েছে।

সংস্থাটি জানিয়েছে, ট্রলারে থাকা রোহিঙ্গাদের সঙ্গে তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এ জন্য ধারণা করা হচ্ছে, সাগরে থাকা ট্রলারটি ডুবে গেছে। এবং মৃত্যু হয়েছে সবার।

গত নভেম্বরের শেষ দিকে বাংলাদেশ থেকে নৌযানটি মালয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল। যে কোন কারণে এটি গত ২ ডিসেম্বর বিকল হয়ে সাগরে দিকবিদিক ঘুরাচ্ছিল। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বিশ্ববাসীর কাছে উদ্বারের আকুতি জানিয়ে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার কাছে স্যাটেলাইট ফোনে যোগাযোগ করে আসছিল অসহায় রোহিঙ্গা মুসলিমরা। কিন্তু কেউই তাদের উদ্বারে এগিয়ে আসেনি। মানবাধিকার ও কথিত নারী অধিকার নিয়ে আফগান-সোমালিয়ার মতো মুসলিম দেশগুলোতে হস্তক্ষেপ করে আসলেও, রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের উদ্বারে কোন উদ্যোগ নেয়নি। এছাড়া রোহিঙ্গাদের বিপদের খবরটি পর্যন্ত তেমনভাবে প্রচার করেনি কোন মিডিয়া।

উল্লেখ্য যে, হিংস্র বৌদ্ধদের দ্বারা নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে নিজ দেশ আরাকান ত্যাগ করতে বাধ্য হয় রোহিঙ্গারা। এরপর প্রতিবেশি দেশগুলোতে শরণার্থী শিবিরে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হন তারা। তেমনিভাবে নতুন জীবনের সন্ধানে রোহিঙ্গাদের একটি দল গত নভেম্বর মাসের শেষদিকে বাংলাদেশ থেকে

মালয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল তিনটি ট্রলার নিয়ে। ২রা ডিসেম্বরের দিকে ট্রলারগুলো বিকল হয়ে সাগরে ভাসতে থাকলে দুইটি ট্রলার উদ্ধার করা হয়; আর ডুবে যাওয়া ট্রলারটি গত ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছিল।

এদিকে ডুবে যাবার ২দিন আগে গত ২১ ডিসেম্বর রাতে ভাসমান ট্রলারটির কাছে ৫টি ভারতীয় জাহাজ পৌঁছেছিল। কিন্তু তারা খাবার ও পানীয়ের অভাবে চরম বিপদগ্রস্ত রোহিঙ্গাদের উদ্ধার না করে চলে আসে। ঠিক কী উদ্দেশ্যে তারা সেখানে গিয়েছিল এবং কেন উদ্বার করেনি তা জানা যায়নি। গণমাধ্যমের কাছে এ বিষয়ে কথা বলতেও রাজি হয়নি হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় কোস্ট গার্ডের কর্মীরা।

দীর্ঘ এক মাস যাবৎ সাগরে ভাসছিল ট্রলারটি, ডুবে যায়নি। কিন্তু ভারতীয় কোস্ট গার্ড সেখানে পৌঁছানোর মাত্র দু'দিন পরই ট্রলারটি ডুবে যায়, যা নিয়ে সন্ধেহের সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতীয় কোস্ট গার্ড মানবাধিকার সংস্থাগুলোর উদ্ধারের আহ্বান জানানোর প্রেক্ষিতেই রোহিঙ্গা ট্রলারের কাছে গিয়েছিল, কিন্তু উদ্বার না করে ফিরে আসে। আর এর দু'দিন পরই ট্রলারটি ডুবে মারা যায় সবাই। ফলে মুসলিমবিদ্বেষী ভারতীয় বাহিনীর বর্বরতার সম্ভাবনা ও সন্দেহ ঘুরপাক খাচ্ছে সচেতন মহলে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Tragic update: Since our statement yesterday, UNHCR has received unconfirmed reports of a separate boat - with 180 Rohingya, missing in the sea. Relatives have lost contact. Those last in touch presume all are dead-

- https://tinyurl.com/2tetpp4h

ভিক্ষাবৃত্তি দূরীকরণে তালিবানের আন্তরিক পদক্ষেপ

ভিক্ষাবৃত্তি যেকোন দেশের ক্ষেত্রেই একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়। আর তাই, আফগানিস্তান পুনর্গঠনে অন্যান্য সমস্যার মতো এটিকেও যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন ইমারতে ইসলামিয়া কর্তৃপক্ষ। এই সমস্যা দূর করতে নিচ্ছেন কার্যকরী পদক্ষেপ।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত কাবুল শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে ১৯,৮২৭ জন ভিক্ষুককে ইমারতের হেফাযতে নেয়া হয়েছে। ইসলামি ইমারতের অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন ভিক্ষুক সংগ্রহ কমিটি এই দায়িত্ব পালন করছে।

সহকারী অর্থমন্ত্রীর অফিস সূত্রে জানা যায়, এই ভিক্ষুকদের মধ্যে ১১,২৮৫ জনই নারী। যাচাই-বাছাই করে দেখা যায়, তাদের মধ্যে ৪,৭৩০ জন প্রকৃত অর্থেই প্রয়োজনের স্বার্থে ভিক্ষা করছেন, আর বাকি ৬,৫৫৫ জন পেশাদার ভিক্ষুক।

এছাড়া, পুরুষ ভিক্ষুক আছে ১,৮১২ জন। তাদের মধ্যে ৬৮৪ জন প্রয়োজন মেটাতে ভিক্ষা করেছেন এবং বাকি ১১২৮ জন পেশাদার ভিক্ষুক।

সংগৃহীত ভিক্ষুকদের মধ্যে শিশু আছে ৬,৭৩০ জন। তাদের মধ্যে ২,৭৩৭ জন প্রয়োজনের স্বার্থে ভিক্ষা করেছে, বাকি ৩,৯৩১ জন ভিক্ষা করে পেশাদার হিসেবে। আর ৬২ শিশু একাকী ভিক্ষুক।

বায়োমেট্রিক্স পরীক্ষার পর, এই একাকী ভিক্ষুক শিশুদেরকে শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। সেখানে তাদেরকে খাবার দেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

ইসলামি ইমারত আফগানিস্তান প্রতিনিয়ত উপযুক্ত ভিক্ষুকদেরকে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করছে। এর আগেও বিভিন্ন জায়গায় ভিক্ষাবৃত্তি দূরীকরণে এমন পদক্ষেপ নিয়েছে ইসলামি ইমারত কর্তৃপক্ষ।

উগ্র ‘হিন্দু সেনা’র অভিযোগে মথুরার শাহী ঈদগাহ মসজিদ জরিপের নির্দেশ

উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ‘হিন্দু সেনা’র দায়ের করা মামলায় মথুরার শ্রী কৃষ্ণ জন্মভূমি মন্দির সংলগ্ন শাহী ঈদগাহ মসজিদ জরিপের নির্দেশ দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী উত্তরপ্রদেশ আদালত। অতিরিক্ত সিভিল জজ আদালত আমীন (আদালত স্টাফ) দ্বারা মসজিদটি জরিপ করার আদেশ দিয়েছে।

মথুরা আদালতে শ্রী কৃষ্ণ জন্মভূমি ইস্যুতে একটি নতুন পিটিশন দাখিল করা হলে ৮ ডিসেম্বর এ আদেশ দেওয়া হয়। পরবর্তী শুনানির তারিখ ধার্য করা হয় ২০ জানুয়ারী, ২০২৩।

শাহী ইদগাহ প্রাঙ্গণ দখল এবং সেখানে অবস্থিত বর্তমান কাঠামো ভেঙে ফেলার দাবিতে একটি মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলায় হিন্দু সেনার জাতীয় সভাপতি (অ্যাডভোকেট শৈলেশ দুবের মাধ্যমে) বিষ্ণু গুপ্তের দায়ের করা আবেদনের প্রেক্ষিতে রায় দেওয়ার সময় এই আদেশ দেয় উগ্র সিভিল জজ সোনিকা ভার্মা।

মামলার বাদী গুপ্তার দাবি, শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে ১৩.৩৭ একর জমিতে আওরঙ্গজেব শ্রী কৃষ্ণ মন্দির ভেঙ্গে ইদগাহ নির্মাণ করেছিল। যদিও এ দাবিরপক্ষে সে কোন তথ্যপ্রমাণ দিতে পারেনি।

এদিকে, কেরালার কান্নুর জেলার ইরিটিতে আরেক উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বজরং দলের সদস্যরা একটি মিছিল বের করে। মিছিল থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক স্লোগান দেয়া হয় - "অযোধ্যার রাজপথে আমরাই, যারা বাবরি ভেঙ্গেছি।"

১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদকে শহীদ করে দেয় উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। এরপর ২০১৯ সালে হিন্দুত্ববাদী সুপ্রিম কোর্ট সেই জমিতে রাম মন্দির নির্মাণ করার অনুমতি দেয়। এরপর থেকেই হিন্দুত্ববাদী দলগুলি ভারতের বিভিন্ন ঐতিহাসিক মসজিদের জায়গাগুলোকে নিজেদের দাবি করে আসছে। মসজিদের জায়গাগুলোকে হিন্দুদের তীর্থস্থান হিসাবে দাবি করছে।

বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী শক্তি ক্রমাগত স্লোগান দিচ্ছে - "অযোধ্যা তো সিরফ ঝাকি হ্যায়, কাশী মথুরা বাকি হ্যায়"। এর অর্থ হচ্ছে – "অযোধ্যা তো নিছক সূচনামাত্র, কাশী এবং মথুরা এখনও বাকি আছে"। একইভাবে বেনারসের জ্ঞানবাপী মসজিদ এবং মথুরার শাহী ঈগাহকেও তারা দখলের পায়তারা করছে।

তথ্যসূত্র:

১। UP court orders survey of Shahi Eidgah Mosque in suit filed by Hindu Sena - https://bit.ly/3Wm9I0P

২৫শে ডিসেম্বর, ২০২২

ফিলিস্তিনিদের কাপড় খুলে চেক করছে সন্ত্রাসী ইসরাইলি বাহিনী

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে অবস্থিত হেবরন শহরে সামরিক চেকপোস্টগুলোতে ফিলিস্তিনিদের নানাভাবে হেনস্থা করছে দখলদার ইসরাইল। জিজ্ঞাসাবাদ ও পরীক্ষা করার অযুহাতে পুরুষদের পাশাপাশি নারী ও শিশুদেরকেও ছাড় দেয়া হচ্ছে না। এমনকি চেকপয়েন্টে ফিলিস্তিনিদের কাপড় খুলতেও বাধ্য করছে সন্ত্রাসী ইসরাইলি সেনাবাহিনী।

সম্প্রতি মিডিল ইস্ট মনিটরের এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে ভয়ংকর এ তথ্য। স্থানীয়দের বরাতে বলা হয়, হেবরনে অবস্থিত ইসরাইলি চেকপোস্ট তেল রুমেদায় সকল ফিলিস্তিনিকে কাপড় খুলতে বাধ্য করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে আবু ইশা নামক এক ফিলিস্তিনি জানায়, "প্রতিদিন সন্ধ্যায় হয়রানি বেড়ে যায়। আমরা ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেছি। চেকপোস্টের সামনে আমরা বিক্ষোভ করেছি, কিন্তু ইসরাইলিদের কার্যক্রমে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। আমরা অনুভব করি যে আমরা একা। কিন্তু এই দখলদারদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই চালিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ্।"

শুধু মাত্র হেবরন শহরেই নয়। গোটা পশ্চিম তীরের প্রতিটি এলাকায়, প্রতিটি রাস্তার মোড়ে গড়ে তোলা হয়েছে এসব ইসরাইলি সামরিক চেকপোস্ট। ২০১১ সালের জাতিসংঘের তথ্য মতেই পশ্চিম তীরে ৫২২টি চেকপোস্ট ছিল দখলদার ইসরাইলের।

ফলে, অবরুদ্ধ গাযা উপত্যকার মতো পশ্চিম তীরও এক প্রকার অবরুদ্ধই হয়ে আছে। এক শহর থেকে অন্য শহরে প্রবেশ করতে হলে ফিলিস্তিনিদেরকে বাধ্যতামূলক ইসরাইলি চেকপোস্টের মুখোমুখি হতে হয়। আর এ সময় ফিলিস্তিনিদের নানাভাবে হয়রানি করে সন্ত্রাসী ইসরাইলি সেনাবাহিনী। তাছাড়া প্রতিনিয়তই মুসলিম যুবক ও কিশোরদের গুলি করে খুন করা হচ্ছে এসব চেকপয়েন্টে। এমনকি বৃদ্ধা নারীদেরকেও গুলি করে খুন করা হচ্ছে এসব চেক পয়েন্টে।

দখলদার ইহুদি জাতি মুসলিমদের ওপর এমন নির্যাতন চালানোর পরও দালাল জাতিসংঘ ও পশ্চিমারা একতরফাভাবে জায়নবাদী ইসরাইলকেই সমর্থন ও সামরিক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে গাদ্দার আরব শাসকগোষ্ঠী ফিলিস্তিনিদের সাহায্যের বদলে ইসরাইলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলছে।

তথ্যসূত্র:

১। Israel officers force Palestinians to strip at Hebron checkpoints - https://tinyurl.com/nhepanwr

২। Israeli checkpoint - https://tinyurl.com/5eexs3vs

ভারতীয় মুসলিম সাংবাদিকের অ্যাকাউন্ট বরখাস্ত করলো টুইটার!

ভারতে মানবাধিকার লঙ্ঘন, হিন্দুত্ববাদীদের ইসলাম বিদ্বেষের স্বরুপ উন্মোচন ও নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের নির্যাতন নিয়ে লেখালেখি করা এক তরুণ সাংবাদিক আহমদ খবীর। তিনি জামিয়া টাইমস নামক একটি নিউজ ওয়েবসাইটের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। নিয়মিতই তিনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লেখালেখি করে আসছেন। টুইটার কর্তৃপক্ষ এসব লেখাকে এটির নীতি বিরুদ্ধ সাব্যস্ত করে তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্ট বরখাস্ত করে দিয়েছে।

আহমদ খবীর জানান, গত ২২ ডিসেম্বর আমাকে টুইটারের পক্ষ থেকে একটি নোটিশ দেয়া হয় যে, সতর্ক পর্যালোচনার পর আপনার একাউন্টটি স্থগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ টুইটার কর্তৃপক্ষ মানবাধিকার ও ইসলাম বিদ্বেষী হিন্দুত্ববাদী নির্যাতন প্রচার করাকে তাদের নীতি বিরুদ্ধ বলছে।

অথচ ভারতে উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। টুইটারে বিজ্ঞাপন দিয়ে অস্ত্র বিক্রি করছে। মুসলিমদের গণহারে হত্যার হুমকি দিয়ে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত একজন উগ্র হিন্দু নেতার অ্যাকাউন্ট বরখাস্ত করা হয়নি।

২০১৭ সালে আরাকানে রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা চালানোর সময় হিংস্র বৌদ্ধরা সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে মুসলিমবিরোধী প্রচারণা চালিয়েছে। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াগুলো বৌদ্ধদের অ্যাকাউন্ট গুলোয় কোন হস্তক্ষেপ করেনি।

সোশাল প্লাটফর্মগুলো ইসলামপন্থীদের লেখা মুছে ফেলা নতুন কিছু নয়। প্রতি বছর হাজারো ইসলামপন্থীদের লেখায় হস্তক্ষেপ করে আসছে সোশ্যাল প্লাটফর্মগুলো। এর মধ্যে ফিলিস্তিনিদের আইডিগুলোতে সবচেয়ে বেশি হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। গত বছর সোশ্যাল প্লাটফর্মগুলো ১২০০ এর বেশি বার ফিলিস্তিনিদের আইডিগুলোতে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করেছে।

বর্তমান ইসলামবিরোধী বিশ্ব ব্যবস্থায় শুধুমাত্র ভারত ও ফিলিস্তিনই নয়, সারা বিশ্বের যেখানেই যারাই ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষে আওয়াজ তুলছেন, তাদেরই কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। হোক সেটা সোশ্যাল প্লাটফর্মে কিংবা অন্যান্য মাধ্যমে। সবখানেই কথিত 'মৌলবাদীদের উসকানি'র অভিযোগ তুলে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। অথচ অন্য ধর্মের উগ্রবাদী সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে গণহত্যার ঘোষণা দিলে বা অস্ত্র বিক্রি করলে, কিংবা বোমা তৈরির ভিডিও পোস্ট করলেও তাদের একাউন্টে কোন হস্তক্ষেপ করে না সোশ্যাল প্লাটফর্মগুলো। এ অবস্থায় মুসলিম জাতিকে এসব সামাজিক মাধ্যমের উপর নির্ভর না করতে, এবং মুসলিম জাতির সত্যাসত্য খবরাখবর জানতে ও জানাতে মুজাহিদদের পরিচালিত বিভিন্ন সাইট ও মিডিয়ার দিকে ঝুঁকতে পরামর্শ দিয়েছেন ইসলামী বিশ্লেষকগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. Twitter suspends account of Muslim journalist Ahmed Khabeer- https://tinyurl.com/2p8sm5vr

2. NGO: 132 violations against Palestinian content on Social Media platforms in May - https://tinyurl.com/4fv3rj2d

---

২৪শে ডিসেম্বর, ২০২২

আফগানিস্তানের বাগলানে গঠিত হলো উলামা কাউন্সিল

শরিয়তের একটি নির্দেশ হলো আলেমদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করা। ইসলামি শাসনকে শক্তিশালী ও উন্নত করতে শরীয়ার আলোকে পরামর্শ দেন আলেমগণ। এ হিসেবে বাগলান প্রদেশের উন্নতির লক্ষ্যে, আমিরুল

মুমিনীনের ফরমান অনুযায়ী কয়েকজন সম্মানিত আলেম ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বাগলান উলামা কাউন্সিল গঠিত হয়েছে।

ইসলামি ইমারতের অফিসিয়াল তথ্য অনুযায়ী, উলামা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সম্মানিত শাইখ মাওলানা কামালুদ্দিনকে। আর ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে আছেন মাওলানা আব্দুল হাই এবং মুফতি নিমাতুল্লাহ। শাইখ হাবিবুর রহমান মাজহারি কাউন্সিলের সদস্য এবং প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলীর দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছেন।

এছাড়া আরও ১৩ জন সম্মানিত আলেম ও বিশেষজ্ঞকে কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাগলান প্রদেশের উলামা কাউন্সিলের সদস্য ও কর্মকর্তারা প্রদেশটির বিভিন্ন অফিসিয়াল কাজ সম্পর্কে ইসলামি শরিয়ার আলোকে পরামর্শ দিতে বাধ্য থাকবেন। প্রদেশটির আরও উন্নতির লক্ষ্যে নির্ধারিত কাজ অনুযায়ী তাঁরা পরামর্শ দেবেন।

আর প্রাদেশিক কর্মকর্তারাও নিয়মনীতি ও উলামা কাউন্সিলের পরামর্শ মোতাবেক কাজ করতে বাধ্য থাকবেন। তাঁরাও নিয়মনীতির বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে বাধ্য।

এভাবে আলেমদের তত্ত্বাবধান ও পরামর্শে রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালিত হলে সেটি সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে, সেই সাথে ইসলামি আইনের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন ঘটবে বলে মনে করেন ইসলামি ব্যক্তিত্বরা।

২৩শে ডিসেম্বর, ২০২২

আল-কায়েদার দুই হামলায় ইয়েমেনে অন্তত ১৭ শত্রুসেনা হতাহত

আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আনসারুশ শরিয়াহ্ ইয়েমেনে তাদের সামরিক অপারেশন অব্যাহত রেখেছে। এতে প্রতি সপ্তাহেই কয়েক ডজন শত্রুসেনা নিহত এবং আহত হচ্ছে।

চলতি সপ্তাহে প্রতিরোধ বাহিনী আনসারুশ শরিয়াহ্'র যোদ্ধারা দেশটিতে বেশ কিছু অভিযান পরিচালনা করেছেন বলে জানা গেছে। এসবের ২টি হামলা চালানো হয়েছে আবইয়ানে। যার প্রথমটি চালানো হয় গত ১৬ ডিসেম্বর রাজ্যটির মুদিয়া জেলায়। হামলাটি গাদ্দার আরব আমিরাত সমর্থিত মিলিশিয়াদের একটি সামরিক কনভয় টার্গেট করে চালানো হয়েছিল।

সূত্রমতে, মুজাহিদগণ আমিরাতে ভাড়াটে মিলিশিয়াদের সামরিক কনভয়টি লক্ষ্য করে প্রথমে দূর থেকে পরপর ২টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটান। এর পরপরই মুজাহিদগণ মিলিশিয়াদের লক্ষ্য করে তীব্র হামলা চালাতে শুরু করেন। ফলশ্রুতিতে ঘটনাস্থলেই ৪ মিলিশিয়া নিহত এবং আরও ৫ এর বেশি আহত হয়। সেই সাথে মিলিশিয়াদের ২টি সাঁজোয়া যান ধ্বংস এবং অন্য একটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রাজ্যটিতে মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় সফল হামলাটি চালান গত ২১ ডিসেম্বর বুধবার। এটিও গাদ্দার আরব আমিরাতের ভাড়াটে মিলিশিয়াদের লক্ষ্য করে একটি বিস্ফোরক ডিভাইস এবং একটি ল্যান্ডমাইন দ্বারা চালানো হয়েছে। এতে ৩ গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং আরও বেশ কিছু সৈন্য আহত হয়, আহতদের এই সংখ্যা ৫ জন মনে করা হচ্ছে। আর হামলার সময় মিলিশিয়াদের একটি মোটরসাইকেলও ধ্বংস হয়েছে- আলহামদুলিল্লাহ।

সোমালিয়া | শাবাব যোদ্ধাদের হামলায় ২৩ শত্রু সেনা হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়া; দেশটিতে দখলদার কুফ্ফার জোট বাহিনী ও তাদের সমর্থিত গাদ্দার প্রশাসনের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় দাড়িয়ে আছেন প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের বীর যোদ্ধারা। আর এই বীরেরা প্রতিনিয়ত কয়েক ডজন করে শত্রুসেনাকে বধ করে যাচ্ছেন।

সেই ধারাবাহিকতায় গত ২২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারও শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে অর্ধডজন সামরিক অপারেশন পরিচালনা করছেন মুজাহিদগণ। যার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে- রাজধানী মোগাদিশু, মাহদায়ী ও আল-কাওসার শহরে মুজাহিদদের পরিচালিত হামলা।

সূত্রমতে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন এদিন তাদের বীরত্বপূর্ণ অপারেশনের একটি পরিচালনা করছেন মধ্য শাবেলি রাজ্যের মাহদায়ী শহরে। যেখানে পশ্চিমা সমর্থিত সামরিক বাহিনীর একটি কাফেলা টার্গেট করে অতর্কিত হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে গাদ্দার সোমালি সামরিক বাহিনীর এক অফিসার সহ অন্তত ৫ সৈন্য নিহত হয় এবং আরও ৮ এর বেশি গাদ্দার সৈন্য আহত হয়। সেই সাথে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর একটি সাঁজোয়া যানও ধ্বংস হয়ে যায়।

একই রাজ্যের কাওসার শহরেও এদিন আরও একটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ। হামলাটি হার্শবেলি প্রশাসনের পুলিশ প্রধানের গার্ডদের লক্ষ্য করে চালানো হয়। এতে গাদ্দার বাহিনীর অন্তত ৫ সদস্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে। একই সাথে এই অভিযানে গাদ্দার বাহিনীর একটি সামরিক যানও ধ্বংস হয়েছে।

এদিন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ তাদের অপর একটি অভিযান সফলভাবে পরিচালনা করেন রাজধানী মোগাদিশুর বারিরি শহরে। যা গাদ্দার সামরিক বাহিনীর একটি অস্থায়ী ঠিকানায় অতর্কিত চালানো হয়েছিল। এতে গাদ্দার বাহিনীর অন্তত ৫ সৈন্য হতাহত হয়েছে এবং অন্যরা পালিয়ে গেছে।

২২শে ডিসেম্বর, ২০২২

সাগরে আটকে পড়া ২০ রোহিঙ্গার মৃত্যু, বাকিদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক

শতাধিক রোহিঙ্গা নিয়ে সাগরে আটকে পড়া ট্রলারটি বর্তমানে ভারতের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি অবস্থান করছে। গত ২৫ দিন ধরে ট্রলারটি বিকল অবস্থায় সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় এ পর্যন্ত ২০ জন রোহিঙ্গা মারা গেছেন। বাকিদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার সূত্রে জানা গেছে।

২১ ডিসেম্বর রাতে ভাসমান ট্রলারটির কাছে ৫টি ভারতীয় জাহাজ পোঁছেছিল। কিন্তু তারা রোহিঙ্গাদের উদ্ধার না করে কিছু খাবার দিয়ে চলে আসে। ঠিক কী উদ্দেশ্যে তারা সেখানে গিয়েছিল তা জানা যায়নি। গণমাধ্যমের কাছে এ বিষয়ে কথা বলতে রাজি হয়নি ভারতীয় কোস্ট গার্ডের কর্মীরা।

আটকে পড়া ব্যক্তিদের স্বজন ও আরাকান রোহিঙ্গা মানবাধিকার কর্মীরা জানায়, তাদের হিসেবে এখন পর্যন্ত অন্তত ২০ জন রোহিঙ্গা মারা গেছেন। অনেকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করতে না পেরে সাগরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। আটকে পড়া ব্যক্তিদের দ্রুত উদ্ধার করা না হলে সবাই মারা যেতে পারে বলে আশংকা প্রকাশ করেছেন স্বজনরা।

উল্লেখ্য, হিংস্র বৌদ্ধদের চালানো নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে নিজ দেশ আরাকান ত্যাগ করতে বাধ্য হয় রোহিঙ্গারা। পালিয়ে তারা আশ্রয় নেয় প্রতিবেশি দেশগুলোতে, বিশেষত বাংলাদেশে। কিন্তু এখানেও শরণার্থী শিবিরে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হন তারা। এজন্য নতুন জীবনের সন্ধানে রোহিঙ্গাদের একটি দল গত নভেম্বর মাসের শেষদিকে বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল তিনটি ট্রলার নিয়ে। দুর্ভাগ্যবশত ২রা ডিসেম্বরের দিকে ট্রলারগুলো বিকল হয়ে সাগরে ভাসতে থাকে। এগুলোর মধ্যে দুইটি ট্রলার উদ্ধার করা হলেও বাকি একটি এখনও সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছে।

আর এটি উদ্ধারে কারও পক্ষ থেকেই দৃশ্যমান কোনো কার্যক্রম চোখে পড়ছে না। আসিয়ানের সদস্য কয়েকটি রাষ্ট্র তাদেরকে খাবার ও পানি দিয়ে দূরে ঠেলে দিয়েছে। এটাই যেন তাদের মানবতার সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালন! যেন, রোহিঙ্গারা সাগরের মাঝে মরে গেলেও কারও কিছু যায় আসে না!

তথ্যসূত্র:

১। Over 100 Rohingya stranded off India’s coast, many feared dead - https://tinyurl.com/3ucrh9jv

২। It is not surprising that no coordinated efforts is being made to rescue Rohingya floating on the sea for weeks when certain countries in ASEAN pushed them away by giving them food and water if they managed to embark - https://tinyurl.com/2s4sm5xh

---

জেরুজালেমে ১৩ হাজার ফিলিস্তিনির বসবাসের অনুমতি কেড়ে নিলো ইসরাইল

জেরুজালেম থেকে ১৩ হাজার ফিলিস্তিনির বাড়িঘর গুড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে বাস্তুচ্যুত করেছে দখলদার ইসরাইল। এসব ফিলিস্তিনির জেরুজালেমে বসবাস করার অনুমতি কেড়ে নিচ্ছে ইহুদিরা। দখলদার ইহুদিরা বলছে, ফিলিস্তিনিরা আর জেরুজালেমে বসবাস করতে পারবে না। তাদের বিদেশে অথবা পশ্চিম তীরে চলে যাওয়া উচিত।

নিজ ভূমি জেরুজালেম হলেও এখন দখলদার ইসরাইলের নির্দেশে ফিলিস্তিনিদের পশ্চিম তীর চলে যেতে হবে। নতুবা তাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হবে বলে হুমকি দিচ্ছে সন্ত্রাসী ইহুদিরা।

বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের পক্ষে কয়েকটি মানবাধিকার সংস্থা ইসরাইলের সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন জমা দিয়েছিল। ইসরাইলি কোর্ট বলেছে, জেরুজালেমের ফিলিস্তিনিদের এই ভূমিতে থাকার অধিকার রয়েছে। তারা এই ভূমির আদিবাসী। তাই তাদের অভিবাসী হিসাবে গণ্য করা উচিত নয়।

তা সত্ত্বেও ইসরাইলি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ফিলিস্তিনিদের আবাসিক অনুমতি কেড়ে নিয়ে বহিষ্কারের নীতি অব্যাহত রেখেছে। সম্প্রতি দালান গড়ার অনুমতি না থাকার অজুহাতে পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে শত শত ফিলিস্তিনির বাড়ি ভেঙে দিয়েছে সন্ত্রাসবাদী ইহুদিরা। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০ ডিসেম্বর দুটি ফিলিস্তিনি বাড়ি গুড়িয়ে দিয়েছে তারা।

ফিলিস্তিনিরা যদি একটি পুরাতন জানালাও সংস্কার করতে চান, ইসরাইল থেকে অনুমতি নিতে হয়। আর জেরুজালেম ও পশ্চিম তীরে খুব স্বল্প সংখ্যক ফিলিস্তিনিদেরই অনুমতি মেলে বাড়ি নির্মাণের।

অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে দখলকৃত পূর্ব জেরুজালেম ও পশ্চিম তীরে ৬ লক্ষ ইসরাইলি ইহুদি অবৈধভাবে বসবাস করছে। আর দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ইহুদিদের অবৈধ বসতির সংখ্যা।

কথিত আন্তর্জাতিক বিশ্ব ও জাতিসংঘ প্রতিবারই ফিলিস্তিনের সমস্যা সমাধানের মিথ্যা আশ্বাস শোনায়। বাস্তবে তারা অবস্থান নিয়েছে ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে। ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইহুদি আগ্রাসনকে ইসরাইলের অধিকার বলে সাফাই গাইছে। আর ইসরাইলের সকল সন্ত্রাসী কার্যক্রমকে নীরবে সমর্থন দিচ্ছে।

এ অবস্থায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায় বা জাতিসংঘের থেকে নয় বরং মুসলিম জাতিকেই নববী সুন্নাহ মোতাবেক পদক্ষেপ নেয়ার পরামর্শ হকপন্থী উলামাগণের।

তথ্যসূত্র:
১। 13,000 Palestinians stripped of their Jerusalem residency permits - https://tinyurl.com/ybm26883

আফগানিস্তানে ১৮০ মুজাহিদের বিশেষ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু আমেরিকাকে আফগানিস্তানের মাটি থেকে বিদায় করে ইসলামি ইমারত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে তালিবান প্রশাসন। এরপর থেকেই দেশ ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে ইমারতে ইসলামিয়া।

এরই ধারাবাহিকতায় আফগানিস্তানের লোগার প্রদেশে একটি বিশেষ বাহিনীর প্রশিক্ষণ চলমান। এর মধ্যে বিশেষ বাহিনীর ১৮০ জন সদস্য প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন বলে জানিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এই মন্ত্রণালয়ের অধীনেই এই বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ইসলামি ইমারত সূত্র জানিয়েছেন, গত ১৯শে ডিসেম্বর লোগার প্রদেশের শিকার কালা প্রশিক্ষণ শিবিরে দীর্ঘ ২ মাসের পেশাদার সামরিক ও ধর্মীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন ১৮০ জন সাহসী মুজাহিদ। তাঁরা এখন ইসলামি সরকার ও জাতির সেবা করতে প্রস্তুত।

প্রশিক্ষণার্থীদেরকে খুবই উন্নত ও জটিল সামরিক প্রশিক্ষণ এবং কঠিন অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা শীঘ্রই স্পেশাল বাহিনীতে কার্যকরীভাবে সেবা দেওয়া শুরু করবেন বলে জানানো হয়েছে।

এর আগে গত জানুয়ারিতে ২০০ জন স্পেশাল ফোর্স সদস্য প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। কিছুদিন আগেই ইমারতে ইসলামিয়ার বিশেষ গোয়েন্দা বাহিনী জিডিআই তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। ইমারতে ইসলামিয়ার এসকল কার্যকর পদক্ষেপের ফলে পুরো আফগানিস্তানেই খুব দ্রুত নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে আলহামদুলিল্লাহ।

তথ্যসূত্র:
১। https://tinyurl.com/2p8p3cvy

চিকিৎসার জন্য সাদাকাহ করায় ১০ মাস জেলে ছিলেন এক কাশ্মীরী ইমাম

কাশ্মীরে একটি মসজিদের সম্মানিত ইমাম ১০ মাস পরে বন্ড প্রদান করে জামিন পেয়েছেন। UAPA চার্জশিটে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে, ইমাম সাহেব "এক ব্যক্তির মেয়ের চিকিৎসার জন্য ৫০০ রুপি দিয়েছেন।"

কাশ্মীরি সেই মসজিদের ইমামের নাম জাভেদ আহমেদ লোন। সন্ত্রাস-তহবিলের একটি মামলায় জাতীয় তদন্ত সংস্থা গত ১৫ ফেব্রুয়ারি তাকে গ্রেপ্তার করেছিল। পরবর্তিতে ইমাম সাহেব ৩০,০০০ রুপি ব্যক্তিগত বন্ড দিয়ে ২০ ডিসেম্বর দিল্লির একটি আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন। জাভেদ আহমেদ লোনকে জামিন দেওয়ার সময় আদালত কেন্দ্রীয় সংস্থাকে বলেছে, কোনও ব্যক্তিকে বাড়ি তৈরি করতে বা কোনও ব্যক্তিকে তার মেয়ের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করাকে অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।

বিশ্লেষকগণ প্রশ্ন তুলেছেন, আর্থিক সহায়তা প্রদান করা অপরাধ না হলে কেন সম্মানিত একজন ব্যক্তিকে ১০ মাস জেলে আটকে রাখা হলো? কেন আবার তাকে ৩০,০০০ রুপি ব্যক্তিগত বন্ড প্রদান করে জামিন নিতে হবে?

এনআইএ অভিযোগ তুলেছিল যে, জাভেদ আহমেদ লোন মুসলিম স্বাধীনতাকামী সংগঠন জামাত-ই-ইসলামী কাশ্মীরের সদস্য ছিলেন। কিন্তু এ দাবির পক্ষে কোন প্রমাণ তারা দেখাতে পারেনি।

ইমাম সাহেব এক ব্যক্তিকে বাড়ি তৈরির জন্য কিছু আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং মেয়ের চিকিৎসার জন্য অন্য একজনকে ৫০০ রুপি দিয়েছিলেন। এটাকেই জামাত-ই-ইসলামী কাশ্মীরের-তহবিলে অর্থ দেয়া হিসেবে আদালতে অভিযোগ করে হিন্দুত্ববাদী তদন্ত সংস্থা।

এভাবেই হিন্দুত্ববাদী সংস্থাগুলো কোন ধরণের তথ্য প্রমাণ ছাড়াই মুসলিমদের হয়রানি করছে, বহু মুসলিমকে মিথ্যে মামলা দিয়ে কারাগারে আটকে রাখেছে। হিন্দুত্ববাদী সংস্থাগুলো মুসলিমদের হামলা মামলা করে কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলনকে থামিয়ে দিতে চায়। তবে হিন্দুত্ববাদীদের ত্রাস হয়ে জীবন বাজি রেখে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন তাওহিদবাদী কাশ্মীরি গেরিলা যোদ্ধারা।

তথ্যসূত্র:

১। Kashmir: Mosque imam gets bail after 10 months, UAPA chargesheet alleges “gave ₹500 to a man for daughter’s treatment” - https://tinyurl.com/5n6cu88d

---

২১শে ডিসেম্বর, ২০২২

২০ দিন ধরে সাগরে ভাসমান রোহিঙ্গা ট্রলার, উদ্বারের এগিয়ে আসছে না কেউই

রোহিঙ্গাদের বহনকারী ট্রলার বিকল হয়ে সাগরে দিকবিদিক ঘুরাচ্ছিল। এদের মধ্যে দুটিকে উদ্বার করা হয়। এগুলোর মধ্যে একটি ট্রলার এখনো শতাধিক যাত্রী নিয়ে সাগরে ভাসমান রয়েছে। এটি গত ২০ দিন ধরে সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত উদ্বারে এগিয়ে আসেনি আন্তর্জাতিক বিশ্বের কেউই।

ট্রলার তিনটির একটি গত ৮ ডিসেম্বর ভাগ্যক্রমে ভিয়েতনামের একটি গ্যাস ও তেল কোম্পানির জাহাজের নজরে আসায় উদ্ধার হয়। তবে, ভিয়েতনাম সরকার রোহিঙ্গাদের আশ্রয় না দিয়ে সন্ত্রাসী মিয়ানমার জান্তার কাছে তুলে দেয়।

অন্যদিকে দ্বিতীয় ট্রলারটি আন্দামান সাগর থেকে বাতাসে ভেসে ভারত মহাসাগরের শীলংকার উপকূলের কাছাকাছি আসে গত ১৮ ডিসেম্বর। আর সেখান থেকে ১০৪ জন রোহিঙ্গা মুসলিমকে উদ্ধার করেছে শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীর সদস্যরা। উদ্ধারকৃতদের কয়েকজন গুরুতর অসুস্থ থাকায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকীদের পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে শ্রীলংকান নৌবাহিনী। পুলিশ তাদের আদালতে তুলে তাদের ব্যাপারে করনীয় ঠিক করবে বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে বর্তমানে তৃতীয় ট্রলারটি ইন্দোনেশিয়ার মালাক্কা প্রণালীতে অবস্থান করছে বলে জানা গিয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে ট্রলারটিতে পানি ও খাবার ছাড়াই রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এবং ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন মারা গিয়েছে। দ্রুত তাদের উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন মানবাধিকার কর্মী আহ্বান জানিয়ে আসছে। কিন্তু কোন দেশ বা সংস্থা এখন পর্যন্ত তাদের উদ্ধারে এগিয়ে আসেনি। যে দু'টি ট্রলার উদ্ধার হয় সেগুলোও ভাগ্যক্রমে নজরে আসায় উদ্ধার হয়।

এদিকে গত ২০ দিন ধরে রোহিঙ্গাদের পক্ষ থেকে উদ্ধারের আকুতি জানানোর পরও কথিত উন্নত ও সভ্য বিশ্বের কেউই এগিয়ে আসেনি। তারা মানবাধিকার ও নারী অধিকার নিয়ে আফগানিস্তানসহ মুসলিম দেশগুলোতে হস্তক্ষেপ করে আসলেও, রোহিঙ্গা নারী ও শিশুদের উদ্ধারে নেই কোন তৎপরতা।

অন্যদিকে বর্তমান বিশ্বের নামধারী মুসলিম দেশগুলোর কাছে অত্যাধুনিক সব নৌযান ও উড়োজাহাজ রয়েছে। তারা শুধু নিজেদের জাহির করতে অপ্রয়োজনে মিলিয়ন ডলার ব্যয় করলেও, মাজলুম মুসলিমদের বিপদের তাদের এক ডলারও কাজে লাগছেনা।

তথ্যসূত্র:

----

1. Sri Lanka navy rescues over 100 Rohingya adrift in rough seas-
- https://tinyurl.com/yzvjrztp

2. Southeast Asian MPs call on ASEAN member states and other countries in the region to rescue boat with up to 200 Rohingya refugees-
- https://tinyurl.com/bdevmbav

3. রোহিঙ্গা উদ্ধারের ভিডিও - https://tinyurl.com/yckcjtna

পাক-সিটিডি কম্পাউন্ড এখনও টিটিপির নিয়ন্ত্রণে: কমপক্ষে ৪০ কমান্ডো নিহত

গত ১৮ ডিসেম্বর পাকিস্তানের বান্নু জেলায় অবস্থিত পাকিস্তান গাদ্দার সামরিক বাহিনীর একটি গোপন সামরিক কারাগারের নিয়ন্ত্রণ নেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-এ-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) একদল বন্দী মুজাহিদ। তাদেরকে দীর্ঘদিন ধরেই এই গোপন সামরিক কম্পাউন্ডে আটকে রাখে গাদ্দার পাকিস্তান সামরিক বাহিনী।

অবশেষে, ১৮ ডিসেম্বর টিটিপির বন্দী মুজাহিদগণ এক কাউন্টার টেরোরিজম ডিপার্টমেন্ট (সিটিডি) অফিসারকে একটি গোপন কক্ষের কাছে ধরতে সক্ষম হন। এরপর মুজাহিদগণ তাকে ইট দিয়ে আঘাত করে হত্যা করেন। পরবর্তিতে মুজাহিদগণ তার কাছ থেকে চাবি ও অস্ত্র কেড়ে নেন।

এর পরপরই টিটিপির কমান্ডার জারার হাফিজাহুল্লাহ্'র নেতৃত্বে কম্পাউন্ডে আটক অন্যান্য মুজাহিদগণ মুক্ত হয়ে বাকি সিটিডি সদস্যদের উপর হামলে পড়েন এবং তাদের অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেন। সেই সাথে কম্পাউন্ডের দায়িত্বে থাকা সমস্ত সৈন্যকে মুজাহিদগণ জিম্মি করেন।

এসময় টিটিপির কমান্ডার জারার পাকিস্তান প্রশাসনকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, যদি বন্দীদেরকে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে নিরাপদে ছেড়ে দেওয়া না হয় তাহলে জিম্মি সিটিডি কর্মকর্তাদেরকে মুজাহিদগণ হত্যা করেন। কমান্ডার জারারের এমন বক্তব্যের পর টিটিপি ও পাক-প্রশাসনের মাঝে আলোচনা শুরু হয় এবং তা দুদিন পর্যন্ত চলতে থাকে। কিন্তু পাকিস্তান গাদ্দার সেনা-প্রশাসন টিটিপির শর্ত মেনে না নিয়ে সামরিক আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়।

আলোচনা ভেস্তে গেলে ২০ ডিসেম্বর মনিব আমেরিকার সহায়তায় ঐ সিটিডি কম্পাউন্ডে সামরিক অপারেশন শুরু করে পাকিস্তান। হামলা শুরুর পর এখন পর্যন্ত পাকিস্তান-প্রশাসন বেশ কয়েক বার কম্পাউন্ডের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার দাবি করলেও তাদের এই মিথ্যা দাবিতে জল ঢালছেন টিটিপির মুজাহিদগণ।

গাদ্দার পাকিস্তান সেনারা যখনই কম্পাউন্ডে ঢুকার চেষ্টা করে, তখন টিটিপির মুজাহিদদের পক্ষ থেকে ভারী হামলার শিকার হচ্ছে।

আজ ২১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, মুজাহিদদের দীর্ঘ এই লড়াইয়ে গাদ্দার পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অন্তত ৬ অফিসার সহ ৪০ এর বেশি কমান্ডো নিহত হয়েছে। সেই সাথে সামরিক বাহিনী থেকে মুজাহিদগণ আরও অনেক অত্যাধুনিক অস্ত্র ও কয়েকটি সাঁজোয়া যান জব্দ করতে সক্ষম হয়েছেন। এসব গনিমত দিয়ে মুজাহিদগণ এখন আরও তুমুল উদ্দীপনার সাথে গাদ্দার সেনাদের নাস্তানাবুদ করে যাচ্ছেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

শাবাবের ব্যাপক আক্রমণের শিকার উগান্ডান ও কেনিয়ান সামরিক ঘাঁটিগুলি

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার পাশাপাশি প্রতিবেশি কেনিয়াতেও ব্যাপক আক্রমণ চালাচ্ছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে প্রতিদিন গাদ্দার সেনারা ছাড়াও অসংখ্য বিদেশি দখলদার বাহিনীর সৈন্যরা হতাহত হচ্ছে।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, আজ ২১ ডিসেম্বর বুধবার, সোমালি ভূমিতে আক্রমণকারী উগান্ডান বাহিনী এবং প্রতিবেশি কেনিয়াতে দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীর একাধিক অবস্থানে সামরিক অভিযান চালানো হয়েছে। আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের বীর যোদ্ধারা এসব অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

সূত্রমতে, এদিন দুটি পৃথক হামলা চালানো হয়েছে উগান্ডান সৈন্যদের সামরিক শিবির লক্ষ্য করে। এর প্রথমটি শালামবুদ এলাকায় অবস্থিত ক্রুসেডার সৈন্যদের একটি সামরিক ক্যাম্প ঘিরে ভারী অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা হামলা চালানো হয়। যেখানে আশ-শাবাব মুজাহিদিন ও উগান্ডান বাহিনীর মাঝে কয়েক ঘন্টা ধরে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যার ফলশ্রুতিতে অসংখ্য ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়। তবে সামরিক ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ ক্রুসেডারদের হাতে থাকায় এর ভিতরে হতাহতের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায় নি।

এদিন দ্বিতীয় হামলাটি হয় দানো গ্রামে, যেখানে কয়েকডজন মুজাহিদ একযোগে একটি বিদেশি সামরিক ঘাঁটিতে ভারী অস্ত্র দ্বারা হামলা চালান। ঘাঁটিটি দখলদার উগান্ডান ও আফ্রিকান ইউনিয়ন (ATMIS) সৈন্যরা যৌথভাবে পরিচালনা করছিল। এই হামলাও অসংখ্য দখলদার সৈন্য হতাহত হয় এবং সামরিক ঘাঁটির বেশ কিছু অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

এদিন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন কেনিয়ার মান্দিরা ও গারিসা অঞ্চলে ক্রুসেডার সৈন্যদের টার্গেট করে ৩টি সফল হামলা চালিয়েছেন। যার প্রথমটি চালানো হয় আইল-কালো শহরে। যেখানে কেনিয়ান সেনাদের একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে একাধিক রকেট ও তোপ-কামান দ্বারা হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে সামরিক ঘাঁটির বিভিন্ন স্থান থেকে ধোঁয়া উড়তে দেখা যায়।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হামলাটি চালানো হয় গারিসা ও বুরি শহরে। হামলা দু'টি ক্রুসেডার সৈন্যদের সাঁজোয়া যান লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে। এতে একটি সাঁজোয়া যান এবং একটি গাড়ি ধ্বংস হয়েছে। এসময় বুরিতে মুজাহিদদের চালানো হামলায় ২ কেনিয়ান সৈন্য নিহত এবং আরও কিছু সৈন্য আহত হয়। অপরদিকে গারিসা শহরেও মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় বেশ কিছু সৈন্য হতাহত হয়, তবে তার সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায়নি।

চাঁপাই সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি খুন, আহত এক

ভারতের সন্ত্রাসী বিএসএফ আবারও গুলি করে এক বাংলাদেশিকে খুন করেছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও একজন। গত ১৮ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জের জহুরপুর সীমান্তে এ হতাহতের ঘটনা ঘটে।

এর আগে গত ১৫ ডিসেম্বর লালমনিরহাটের শাহাদাত হোসেন নামে এক বাংলাদেশিকে খুন করে সন্ত্রাসী বিএসএফ। মাত্র দুই দিনের ব্যবধানে আবারও খুনের এ ঘটনা ঘটলো।

জানা গেছে, নিহত বাংলাদেশির নাম শামীম রেজা। তার লাশ এখনো ভারতেই রয়েছে। রোববার সন্ধ্যার পর কয়েকজনের একটি দলের সঙ্গে বাড়ি থেকে বের হন শামীম। তারা ভারতে যায় গরু আনতে।

বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের দুই কিলোমিটার ভেতরে বিএসএফ চাঁদনিচক ক্যাম্পের কাছে মরাগাঙ্গ নদী পার হওয়ার চেষ্টা করে তারা। এসময় বিএসএফ সদস্যরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। ফলে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন শামীম। এছাড়া হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন শরিফুল ইসলাম।

ভারতের বিএসএফ অ্যাক্ট ১৯৬৮ অনুযায়ী, পাচারকারী, চোরাকারবারি— কাউকেই কোন আঘাত করার এখতিয়ারও নেই বিএসএফের। তারপরও শুধু বাংলাদেশীদের গুলি করে মেরে ফেলা হচ্ছে। অথচ ভারতের অন্য সীমান্তগুলোর দৃশ্যপট ভিন্ন।

ভারতের সঙ্গে বৈরী চীনেরও সীমানা রয়েছে। সেখানে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করলেও গুলি ছোঁড়া হয় না। গত দুই সপ্তাহ আগেও চীন-ভারতের সেনারা সংঘর্ষে জড়িয়েছে। কিন্তু কেউ কাউকে গুলি করেনি। অথচ বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের মন চাইলেই দখলদার ইসরাইলের মতো গুলি করে বাংলাদেশীদের খুন করছে।

এর একটি কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের দালাল শাসকদের নতজানু পররাষ্ট্র নীতি। আর মূল কারণ হচ্ছে হিন্দুত্ববাদী ভারতের প্রবল ইসলামবিদ্বেষ। সীমান্তে এখন পর্যন্ত কোন হিন্দু ধর্মাবলম্বীকে বিএসএফের গুলিতে নিহত হতে দেখা যায়নি।

ভারতের উদ্ধত ইসলামবিদ্বেষ আর দালাল শাসকশ্রেণীর নতজানু নীতির কারণেই গত জুলাই মাসে ভারতের বিএসএফ প্রধান বাংলাদেশের এসে বড় গলায় বলে গেছে যে, এ যাবতকালে সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে যারা নিহত হয়েছেন, তারা সবাই অপরাধী।

আর ভারতের দাস বাংলাদেশের বিজিবি প্রধান এসব শুনেও নীরবে সন্ত্রাসী ভারতকে সমর্থন দিয়ে গেছে। সীমান্তের কাঁটাতারে ঝুলে থাকা ফেলানিদের পক্ষে সামান্য প্রতিবাদ করার হিম্মত তাদের নেই। গাদ্দার শাসকরা এভাবেই মাজলুম বাংলাদেশি মুসলিমদের রক্ত বিক্রি করে আসছে ক্ষমতার নেশায়। তারা কখনোই দেশ, জাতি ও মুসলিমদের রক্ষায় কাজ করে না।

তথ্যসূত্র:
১। সীমান্তে গুলিতে একজনের মৃত্যু, আহত ১ - https://tinyurl.com/yy6rzf4s

---

তালিবানের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা: আধুনিক সামরিক যান ও হেলিকপ্টার মেরামত

আফগানিস্তান ইসলামি ইমারতের জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সামরিক সরঞ্জাম মেরামত কার্যক্রম চলছে। এ কার্যক্রমের মধ্যে বিমান বাহিনীর জেনারেল কমান্ড আরও দুটি হেলিকপ্টার মেরামত করতে সক্ষম হয়েছেন।

জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিমান বাহিনীর জেনারেল কমান্ডের প্রযুক্তিবিদদের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এমআই-৩৫ এবং সি-২০৮ নামে দুটি হেলিকপ্টার মেরামত করা হয়েছে। এগুলো এখন অপারেশনের উপযোগী হয়েছে।

ধ্বংসপ্রাপ্ত ও অকার্যকর বিমান মেরামত ও পুনরায় কর্মক্ষম করার এই কার্যক্রম চলমান থাকবে বলে জানিয়েছে ইসলামি ইমারতের অফিসিয়াল সূত্র।

এর আগে ইসলামি ইমারতের ২১৭ উমারি বাহিনীর প্রযুক্তিগত ও পেশাদার প্রকৌশলী টিম বিভিন্ন ধরনের সামরিক বাহন মেরামত করেছিলেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ২১৭ উমারি বাহিনীর মেরামত করা বাহনগুলোর মাঝে আছে ৬০টি হামভি ট্যাংক, ১০টি ভারী ট্যাংক, আন্তর্জাতিক বাহন এবং ১০টি সামরিক অ্যাম্বুলেন্স। এই বাহনগুলো বিগত সরকারের আমলে তীব্র যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও অবহেলার কারণে নষ্ট হয়ে পড়ে ছিল।

ইসলামি ইমারত কর্তৃপক্ষ এসব আধুনিক সামরিক বাহন এবং হেলিকপ্টার মেরামত করার মাধ্যমে নিজেদের প্রযুক্তিগত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া, ইসলামি ইমারত ক্ষমতায় আসায় পর বিভিন্ন শত্রুপক্ষ তালিবানের প্রযুক্তিগত জ্ঞান নিয়ে হাসি-তামাশায় মত্ত ছিল, এই কার্যক্রমকে তাদের গালে কঠিন চপেটাঘাত হিসেবেও দেখছেন অনেকে।

শেখ হাসিনার নতুন রেসিপি: গোশতের বদলে কাঁঠাল

বাংলাদেশের কথিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন সময় নানা ধরনের খাবার রেসিপি নিয়ে হাজির হচ্ছে দেশের মানুষের সামনে। এবার গোশতের পরিবর্তে কাঁঠাল ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছে সে। গাজীপুরে শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার নিয়ে কথা বলার সময় নতুন এই রেসিপি শেখায় শেখ হাসিনা!

হাসিনা বলেছে, "এই অঞ্চলে (গাজীপুরে) প্রচুর কাঁঠাল উৎপন্ন হয়। উন্নত বিশ্বে এখন মাংস খেতে চায় না। তারা মাংসের পরিবর্তে কাঁঠালের তৈরি কাবাব, বার্গার, রোল ইত্যাদি খাচ্ছে। কাঁঠালের তৈরি এসব খাবারের দামও কিন্তু অনেক বেশি। এসব খাবারের ব্যাপক চাহিদাও রয়েছে। আমাদের দেশের উচ্চবিত্তরা বার্গার, রোল জাতীয় খাবার খেতে পছন্দ করেন।"

তাই এসব খাবারে গোশতের পরিবর্তে কাঁঠাল ব্যবহারের পরামর্শ দেয় শেখ হাসিনা। সে আরও বলে, "আমাদের এখন অনেকেই ভেজিটেরিয়ান হয়ে গেছে। মাছ খায় কিন্তু মাংস খায় না। তাদের জন্য বিকল্প কাঁঠাল।"

মানুষ গোশত খায় না, নাকি খেতে পারে না? গোশত কেনার সামর্থ্য যে দেশের মানুষের নেই, সেটা দেখেও না দেখার ভান করে থাকে হাসিনা সরকার। বর্তমানে দেশে গরু-ছাগলের গোশতের দাম পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়েছে। ২০১৪ সালে গরুর গোশতের দাম ছিল ৩০০ টাকা। কয়েক মাস আগেও দাম ছিল ৫০০ টাকার মধ্যে। এখন গরুর গোশত বিক্রি হচ্ছে ৭০০ টাকার আশেপাশে।

ভারত থেকে গরু আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর দেশে গরু-ছাগলের খামার বেশ বিস্তৃতি লাভ করেছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ২০১৭ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া — সব মিলিয়ে গবাদিপশু উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ১২তম। তারপরও গোশতের দাম এভাবে বাড়ার কারণ কী?

গোশত ব্যবসায়ী সমিতি বলছে, হাট কর্তৃপক্ষ তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ইজারা আদায় করছে। যেমন, গাবতলী গরুর হাটে ইজারা নেওয়ার শর্ত হলো, প্রতিটি গরুর সরকার নির্ধারিত খাজনা হবে ১০০ টাকা। কিন্তু এ শর্ত না মেনে ইজারাদাররা অবৈধভাবে গরুপ্রতি চার বা পাঁচ হাজার টাকাও আদায় করছে। এভাবে একটি গরু শহরের ভেতরে তিনটি হাটে স্থানান্তরিত হলেই গরুর দাম বেড়ে যায় প্রায় ১৫ হাজার টাকা। এর প্রভাব সরাসরি এসে পড়ে গোশতের দামের ওপর।

ইজাদারদের এমন জুলুমের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় প্রতিবাদ জানিয়ে উলটো আরও মারধরের শিকার হয়েছেন ব্যবসায়ীরা। প্রশাসনও নীরব ভূমিকা পালন করছে বলে অভিযোগ তাদের। কারণ, এসব ইজারাদাররা হলো ক্ষমতাসীনদের লোক। শেখ হাসিনা সরকারের ছত্রছায়াতেই এমন ইজারা-বাণিজ্য করে বেড়াচ্ছে তারা।

কিন্তু এদিকে দৃষ্টি না দিয়ে শেখ হাসিনা গোশতের পরিবর্তে কাঁঠাল ব্যবহার করে খাবার তৈরির রেসিপি শেখাচ্ছে মানুষকে। শেখ হাসিনা এমন অদ্ভুত খাবার রেসিপির কথা পূর্বেও দেশের মানুষকে শুনিয়েছে।

দেশে যখন পেঁয়াজের দাম আকাশচুম্বী, তখন পেঁয়াজের মূল্য কমানোর পরিবর্তে দেশের মানুষকে শুনিয়েছে নিজের পেঁয়াজহীন রান্নার কথা। সে নাকি পেঁয়াজ ছাড়াই রান্না করে! এরপর শুনিয়েছে মিষ্টি কুমড়া দিয়ে বেগুনি বানানোর কথা। সংসদে দাঁড়িয়ে সে বলেছে, “মিষ্টি কুমড়া দিয়েও খুব ভালো বেগুনি বানানো যায়। সেভাবেই আমরা করি, সেভাবে করা যায়।”

এছাড়া, প্রেসার কুকার ব্যবহার করে মাছের কাটা নরম করার পদ্ধতিও বলেছে হাসিনা। কিন্তু প্রেসার কুকারে রান্না করার সামর্থ্য বাংলাদেশের সব মানুষের আছে কিনা সেই খবর নেই তার।

শেখ হাসিনার এসব খাবার রেসিপি জনগণের মাঝে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। সেই সাথে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন না করে, মানুষকে রান্নার এসব ‘হাস্যকর’ রেসিপি শেখানোর চেষ্টায় সমালোচিত হয়েছে।

তবে এটা শুধু হাস্যরসের বিষয় নয়। বরং, দেশের জনগণের সাথে চরম পর্যায়ের তাচ্ছিল্য ও উপহাস। একদিকে তার সরকারের ব্যর্থতার কারণে দেশের সিংহভাগ মানুষ পর্যাপ্ত সুষম খাবার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে হাসিনা গোশতের পরিবর্তে কাঁঠাল খেতে বলে উপহাস করছে।

অবশ্য কেবল শেখ হাসিনাই নয়, তার মন্ত্রী পরিষদের অনেকেই ধারাবাহিকভাবে এ ধরনের অদ্ভুত ও বিতর্কিত মন্তব্য করে দেশের জনগণকে হেয় করছে। এর আগে পরিকল্পনামন্ত্রী এম. এ মান্নান সবাইকে কচুরিপানা খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। তার কথা হলো, "গরু কচুরিপানা খেতে পারলে আমরা কেন খেতে পারব না?"

এভাবে দেশে যখনই কোনো সংকটাপন্ন অবস্থা তৈরি হয়, তখনই কুফুরি গণতন্ত্রের ঠিকাদাররা সংকট সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ না নিয়ে জনগণকে তাচ্ছিল্য করে এসব হাস্যকর বিভিন্ন সমাধান নিয়ে হাজির হয়। একদিকে জনগণের সম্পদ লুটপাট করে নিজেরা সম্পদের পাহাড় গড়েছে, অন্যদিকে দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা দেশের মানুষের সামনে নির্লজ্জের মতো এসব আবোলতাবোল সমাধান দিয়ে যাচ্ছে।

লেখক: **সাইফুল ইসলাম**

আসামে বড় ধরনের উচ্ছেদ অভিযান, বসতি হারাবে ১০০০ পরিবার

আসামের হিন্দুত্ববাদী সরকার গত ১৯ ডিসেম্বর বাটাদ্রবা থান এলাকার আশেপাশে প্রায় ১০০০ বিঘা জমি থেকে বসতিবাড়ী উচ্ছেদ অভিযান শুরু করেছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে হিন্দুত্ববাদী দলের প্রধান ইস্যু ছিল মুসলিমদের সরিয়ে জমি পরিষ্কার করা।

এটি আসামের সবচেয়ে বড় উচ্ছেদ অভিযান যা কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসার পিটিআই সংবাদ সংস্থাকে বলেছে, উচ্ছেদ অভিযানে ৬০০ এর বেশি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

এমনিভাবে, গত ০৩ সেপ্টেম্বর শোনিতপুর জেলার বড়সলা বিধানসভা এলাকার চিতলমারী গ্রামের অন্তত ৩০০টি বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে জেলা প্রশাসন। ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তর তীরে, বর্তমানে বিজেপি বিধায়ক হিন্দুত্ববাদী গণেশ কুমার লিম্বুর প্রতিনিধিত্বে চিতলমারি মুসলিম এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। পুলিশ দিয়ে গ্রামবাসীকে ঘিরে রেখে প্রায় ৫০টি এক্সকেভেটর দিয়ে মুসলিমদের বাড়িঘর এবং অন্যান্য স্থাপনা ভেঙে ফেলা হয়।

সেই ভিটেমাটি-হারানো মুসলিমদের দাবি, তাদের কাছে সব ধরনের সরকারি নথি ও পরিচয়পত্র থাকার পরেও কেবল মুসলিম হওয়ার কারণেই তাদেরকে জোর করে উচ্ছেদ করেছে হিন্দুত্ববাদী সরকার। কিছুদিন পরপরই হিন্দুত্ববাদী আসাম সরকার মুসলিম বাসিন্দাদের আবাস স্থলে বিভিন্ন অযুহাতে উচ্ছেদ অভিযান চালায়।

এর আগে, ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে এরকম উচ্ছেদ অভিযানে সাধারণ জনতা পুলিশকে বাঁধা দিলে, পুলিশের গুলিতে একজন নাবালক সহ দুই মুসলিম মারা যান; আহত হন ২০ জনেরও বেশি। ধলপুর গ্রামে একটি প্রাচীন শিবমন্দিরকে অনেক বড় আকারে গড়ে তোলার জন্য আসাম সরকার সেখানে এই উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছিল।

হিন্দুত্ববাদীদের স্বপ্ন হচ্ছে ভারতে মুসলিমমুক্ত করে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। আর সেই লক্ষ্যেই তারা মুসলিম নির্মূলের বিভিন্ন পন্থা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

১। Largest eviction drive began in 4 Assam villages, 1000 families ‘to be cleared’ - https://bit.ly/3PNKYfq

২। Assam: Massive eviction drive underway in Sonitpur, Bengali Muslims at the receiving end (Maktoob Media) – https://tinyurl.com/yatk3jxw

৩। VIDEO LINK – https://tinyurl.com/yatk3jxw

৪। Massive Eviction Drive Underway Amid Tight Security In Assam, 299 Families Vacate 330 Acres Of Land – https://tinyurl.com/3fayadbm

---

২০শে ডিসেম্বর, ২০২২

হিন্দুত্ববাদী হাইকোর্ট থেকেও ইসলামিক স্কলারের জামিন প্রত্যাখ্যান

মোহাম্মদ উমর গৌতম একজন সম্মানিত ইসলামিক স্কলার এবং ইসলামিক দাওয়াহ সেন্টার (IDC) এর প্রতিষ্ঠাতা। উত্তরপ্রদেশের ফতেহপুরে একটি হিন্দু পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৮৪ সালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। উত্তরপ্রদেশের সন্ত্রাসবিরোধী স্কোয়াড ২০২১ সালে উমর গৌতমকে 'জোর করে ধর্মান্তরিত করার' অভিযোগে গ্রেপ্তার করে।

এলাহাবাদ হাইকোর্ট গত ১৬ ডিসেম্বর মোহাম্মদ উমর গৌতমকে জামিন দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এই বছরের মে মাসেও লখনউয়ের বিশেষ বিচারক, এনআইএ/এটিএস/অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ কর্তৃক তার জামিনের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হবার পর তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

মোহাম্মদ উমর গৌতম প্রায় ১০০০ অমুসলিমকে ইসলামের সৌন্দর্য্য ও সত্যতার দাওয়াত দিয়ে মুসলিম বানিয়েছেন। এছাড়া মুফতি জাহাঙ্গির কাসিমকেও আটক করেছে ভারতের উত্তরপ্রদেশ পুলিশ।

পুলিশের অভিযোগ, তারা জোরপূর্বক এক হাজার হিন্দুকে মুসলিম বানিয়েছে। কিন্তু, মজার বিষয় হলো, হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম হওয়া ওই এক হাজার ব্যক্তির মধ্যে কেউই এমন অভিযোগ করেননি। এমনকি

হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হওয়া ওই মুসলিমরা তার বিরুদ্ধে কখনো কোনো মামলা বা অভিযোগ করেননি। এছাড়া তারা ভারতের কোনো গণমাধ্যমের সামনেও বলেননি যে, তাদের জোর করে মুসলিম বানানো হয়েছে।

হিন্দু থেকে মুসলিম হওয়া ব্যক্তিরা ও অনেক হিন্দু পুলিশের এ দাবিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। একই সাথে তারা এটাও বলেছেন যে, অনেক হিন্দুত্ববাদী গণমাধ্যম মাওলানা উমর গৌতমকে অপরাধী বানানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত। এছাড়া তারা মাওলানার বিরুদ্ধে এসব মিথ্যা অভিযোগ নিয়ে শঙ্কিত।

সৌরভ দত্ত শর্মা মুসলিম হয়ে বর্তমানে মোহাম্মদ সুফিয়ান নাম ধারণ করেছেন। তিনি মাওলানা উমর গৌতম সম্পর্কে মুসলিম মিররকে বলেন, "আমি ২০১৩ সাল থেকে উমর গৌতমের সাথে আছি। তিনি কখনোই আমাকে মুসলিম হবার জন্য চাপ দেননি। তাকে ভারতের গণমাধ্যম খারাপভাবে চিত্রিত করছে। এ ব্যাপারটা আমাদের দেশ ভারতের জন্য ভালো নয়।"

আরেকজন নওমুসলিম দিনেশ বলেন, "আমি তখনই মাওলানা উমর গৌতমের সাথে সাক্ষাৎ করি যখন আমি বুঝতে পারি যে ইসলাম সত্য ধর্ম। তিনি ওই সময়ই আমাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলেননি। বরং, তিনি আমাকে কিছু ইসলামী বই দেন এবং তা ভালোভাবে পড়তে বলেন। তিনি আমাকে বলেন, তখনই তুমি আমার কাছে আসবে যখন ইসলাম ধর্মের প্রতি তুমি সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হবে।"

শর্মা ও দিনেশের মতো আরো অনেক ধর্মান্তরিত মুসলিম ও বহু হিন্দু মাওলানা উমর গৌতম সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতার বিষয়ে চমৎকার সব তথ্য দিয়েছেন। তাদের এসব কথার ভিডিও প্রকাশ করেছে মুসলিম মিরর, মিল্লাত টাইমস ও মাকতুব মিডিয়া।

সৌরভ দত্ত শর্মা বলেন, মাওলানা উমর গৌতম ও তার সংগঠন ইসলামিক দাওয়া সেন্টার (আইডিএলসি) ইসলামের প্রকৃত সত্য প্রচার করছে। তিনি ও তার সংগঠনের কর্মীরা ইসলাম সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা দূর করার চেষ্টা করেন। এছাড়া আইডিএলসি ধর্মান্তরিত মুসলিমদের নতুন আইনি পরিচয়পত্র দেয়। এসব পরিচয়পত্র ভারতীয় সংবিধান অনুসারে করা হয়। ভারতের সংবিধানে ব্যক্তি ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। সংবিধান অনুসারে ব্যক্তি যে কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে পারে। তারপরেও তিনি মুসলিম হওয়ায় হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন তাদের নিজেদের সংবিধানেরও কোন তোয়াক্কা করছে না। তিনি কাউকে জোরপূর্বক কিংবা প্রলোভন দেখিয়ে মুসলিম বানান নাই, তবুও হিন্দুত্ববাদীরা তার পিছনে উঠেপড়ে লেগেছে।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ইতিমধ্যেই গ্যাংস্টার অ্যাক্ট এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের (এনএসএ) অধীনে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

প্রায় ৫৫০ দিনের মত জেলে অতিবাহিত করার পরও হিন্দুত্ববাদী হাইকোর্ট মোহাম্মদ উমর গৌতমের জামিন আবেদন প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে। মুসলিম ছাড়া অন্যদের সাথে এমনটা করা হয় না। শুধুমাত্র ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষের কারণেই তারা এমনটা করছে।

তথ্যসূত্র:

১। 545 days in jail; no bail for Mohammad Umar Gautam - https://tinyurl.com/rymn88bb

২। Maulana Mohammad Umar Gautam - https://tinyurl.com/2yr2w5pp

---

১৯শে ডিসেম্বর, ২০২২

শাবাবের আরও ২টি শহর পুনরুদ্ধার: হতাহত ৬৫ এর বেশি শত্রুসেনা

সম্প্রতি সোমালিয়ার কেন্দ্রীয় হিরান ও শাবেলি রাজ্যে যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করেছে। যেখানে প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের বিরুদ্ধে ২২টি দেশের সহায়তা নিয়ে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়ছে পশ্চিমা সমর্থিত সরকারি বাহিনী। বিদেশি মনিবদের এতো বিপুল সমর্থন পাওয়া সত্ত্বেও ভয় আর পরাজয় পিছু ছাড়ছে না সোমালি বাহিনীর।

স্থানীয় সূত্রমতে, সোমালি বাহিনী ও হারাকাতুশ শাবাবের মাঝে নতুন করে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর, শুধু গত ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বরের মধ্যেই ৪২টি এলাকায় সোমালি বাহিনীর উপর শতাধিক হামলা চালিয়েছেন শাবাব যোদ্ধারা। যাতে পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার সোমালি সামরিক বাহিনীর অসংখ্য সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে। এসব লড়াইয়ের মাধ্যমে শাবাব মুজাহিদিন গাদ্দার বাহিনী থেকে পুনরুদ্ধার করেছেন ৬টি শহর। গণিমত পেয়েছেন অসংখ্য সাঁজোয়া যান, অস্ত্র ও গোলাবারুদ।

সর্বশেষ গত ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর মুজাহিদগণ আরও ২টি শহর পুনরুদ্ধার করেছেন। এরমধ্যে রয়েছে দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলি রাজ্যের আল-কাউসার শহর। যেখানে মুজাহিদদের তীব্র হামলায় সোমালি বাহিনীর অন্তত ১৯ সৈন্য নিহত এবং আরও ২৩ এর বেশি সৈন্য আহত হয়েছে। বাকিরা শহরটি ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

শত্রুর কবল থেকে পুনরুদ্ধার করা দ্বিতীয় শহর হচ্ছে কেন্দ্রীয় হিরানের প্রাদেশিক রাজধানী থেকে ৩০ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত তারজান্তি শহর। যেখানে মুজাহিদদের তীব্র লড়াইয়ে সোমালি বাহিনীর ১৪ সৈন্য নিহত এবং আরও ৯ এর বেশি সৈন্য আহত হয়। প্রচণ্ড এই লড়াইয়ে আহত ও অন্য সৈন্যরা প্রাদেশিক রাজধানীর দিকে পালিয়ে যায়। ফলে যুদ্ধ শেষে মুজাহিদগণ অগণিত অস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেন আলহামদুলিল্লাহ্।

ব্রেকিং নিউজ || পাকিস্তানে সামরিক কারাগার মুজাহিদদের দখলেঃ একদিনে টিটিপির ৯ হামলা

পাকিস্তানে সম্প্রতি মুজাহিদদের হামলার বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় গতকাল ১৮ ডিসেম্বর এক দিনেই গাদ্দার সেনা-প্রশাসনের উপর ৯ টি সফল হামলা চালিয়েছে টিটিপি। এর মধ্যে একটি সামরিক কারাগার দখল করে গাদ্দার সেনাদের জিম্মি করার ঘটনাও রয়েছে, যা এখনো চলমান।

স্থানীয় সূত্রমতে, ১৮ ডিসেম্বর পাকিস্তান জুড়ে টিটিপির মুজাহিদদের চালানো হামলাগুলোর মধ্যে ৩টি ছিল উত্তর ওয়াজিরিস্তানে এবং ২টি দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে। বাকি ৩টি হামলা একটি করে খাইবার, চাতরাল ও কোয়েটায় চালানো হয়েছে।

প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুখপাত্রের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মুজাহিদদের এসব অভিযান গাদ্দার পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অন্তত ১৪ সেনা নিহত এবং আরও ৭ সেনা আহত হয়েছে। অভিযান চলাকালে মুজাহিদগণ শত্রু বাহিনীর একটি ড্রোন ও ১টি গোয়েন্দা ক্যামেরা ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছেন- আলহামদুলিল্লাহ।

আর কারাগার দখলের ঘটনাটি ছিল এমন যে- গত ১৮ ডিসেম্বর বান্নু জেলার পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সিটিডি কারাগারের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন টিটিপির একদল বন্দী মুজাহিদ। যাদেরকে উক্ত কারাগারে বছররের পর বছর ধরে আটকে রেখেছিল পাকিস্তান সামরিক বাহিনী।

পরে টিটিপির কমান্ডার শাইখ জারার হাফিজাহুল্লাহ্'র নেতৃত্ব বন্দী মুজাহিদগণ কারাগারের ভিতরে সেনাদের সাথে সংঘর্ষে জড়ান এবং সেনাদের থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেন। এরপর থেকেই মুজাহিদগণ সেনাদেরকে জিম্মি করে কারাগারের দখল নেন এবং মুজাহিদদের নিরাপদে মুক্তির বিনিময়ে জিম্মিদের ছেড়ে দেওয়ার শর্ত দেন। এনিয়ে এখনো টিটিপি ও ইসলামাবাদ প্রশাসনের মাঝে বৈঠক চলছে।

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || ডিসেম্বর ৩য় সপ্তাহ, ২০২২ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2022/12/19/61423/

দুই ফিলিস্তিনি সহোদরকে গাড়ি চাপা দিয়ে খুন করলো সন্ত্রাসী ইহুদিরা

এবারে দুই ফিলিস্তিনি সহোদরকে খুন করেছে দখলদার ইহুদিরা। কোন ইহুদি সেনা তাদের গুলি করে মারেনি, বরং, ইহুদি সেটলাররা এই দুই ভাইকে নির্মম ভাবে গাড়ি চাপা দিয়ে খুন করেছে।

১৭ ডিসেম্বর রাতে পশ্চিম তীরের নাবলুস এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। বিবরণ অনুযায়ী, নাবলুসের একটি রাস্তায় নিহত ভাইদের একটি গাড়ি বিকল হয়ে পড়ায় গাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে ঠিক করছিলেন তারা। ঐ সময়

ইহুদিদের একটি গাড়ি দ্রুত গতিতে তাদের ওপর দিয়ে চালিয়ে দেয়। এরপর দ্রুত স্থান ত্যাগ করে ঐ ইহুদি সন্ত্রাসীরা। এতে ঘটনাস্থলেই এক ভাই নিহত ও অন্য ভাইকে হাসপাতালে নেয়ার পর নিহত হয়।

সেখানে উপস্থিত নিহতদের তৃতীয় ভাই জানিয়েছেন, "আমরা গাড়িটি রাস্তার যে পাশে দাঁড় করিয়েছিলাম, জায়গাটি বেশ প্রশস্ত ছিল। কিন্তু ইহুদিরা ইচ্ছে করেই আমাদের ওপর গাড়ি উঠিয়ে দেয়।"

ইহুদিরা যখনই কোন ফিলিস্তিনিকে খুন করে দখলদার ইসরাইলি প্রশাসন ওই খুনিদেরকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা দেয়, রাষ্ট্রীয় খেতাব দেয়। ফলশ্রুতিতে উগ্র ইহুদিরাও এখন ফিলিস্তিনিদের খুন করাকে গর্ব ও অহংকারের বিষয় মনে করে।

ডিসেম্বরের শুরু দিকে এক ইহুদি সেনা এক ফিলিস্তিনি যুবককে বর্বরোচিতভাবে খুন করে। এ ঘটনার পর দখলদার ইসরাইলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বেনি গান্টজ সেই খুনি সেনাকে বীর বলে ঘোষণা দেয়।

এছাড়াও ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনে গণহত্যায় অংশ নেয়া ইহুদিদের অনেকেই এখন ইসরাইলি মিডিয়ায় গর্ব ও অহংকারের সাথে খোশগল্প করছে যে, "আমরা ফিলিস্তিনিদের হত্যা করেছি, তাদের নারীদের ধর্ষণ করেছি।"

হত্যা ও ধর্ষণের ব্যাপারে এরকম প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি তখনই করা সম্ভব, যখন রাষ্ট্র ও বিশ্ব ব্যবস্থা সেই হত্যা ও ধর্ষণকে অপরাধ মনে না করে। এমন পরিস্থিতিতে মুসলিম উম্মাহর উচিৎ নিজেদের মধ্যে ঐক্য ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। নয়তো অচিরেই মুসলিমদের প্রতি এই আগ্রাসন সারা বিশ্বেই মারাত্মক আকার ধারণ করবে।

তথ্যসূত্র:

১। Two Palestinians brothers killed in hit-and-run by settler – https://tinyurl.com/mvdswkzh

২। ফিলিস্তিনিদের আমারা হত্যা-ধর্ষণ করেছি, হাসতে হাসতে বলছে এক ইহুদি - https://tinyurl.com/43ffnj67

ভারতে হিন্দু উগ্রবাদীদের ব্যাপক মারধরের শিকার তিন মুসলিম ব্যক্তি

ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) শাসিত কর্ণাটক রাজ্যে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা ৪৫ বছর বয়সী জনাব ইসহাক সাহেবকে নির্মমভাবে মারধর করেছে। অভিযোগ তুলেছে তিনি বাসে এক হিন্দু মহিলার ব্যাগ ধরে রেখে তাকে সাহায্য করার সময় খারাপ ব্যবহার করেছেন।

ঘটনার সূত্রপাত হয়- ইসহাক নামের ওই ব্যক্তি একটি বাসে বসে ছিলেন, তখন এক হিন্দু মহিলা তার কাছে এসে তার ব্যাগ ধরতে বলে। তিনিও সরল মনে তাকে সাহায্য করার জন্য ব্যাগটি ধরে রেখেছিলেন। পরে তার স্টপেজ এলে হিন্দু মহিলা তার ব্যাগ নিয়ে বাস থেকে নেমে যায়।

হিন্দু বাস চালক ইসহাকের বিরুদ্ধে মহিলার সাথে দুর্ব্যবহার করার মিথ্যা অভিযোগ করে এবং তাকে হিন্দু উগ্রপন্থী একটি দলের হাতে তুলে দেয়। উগ্র হিন্দুরা ইসহাককে নির্মমভাবে লাঞ্ছিত করে, প্রচণ্ড মারধর করে। এমন বিনা কারণে মারধরের পরেও পুলিশ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

কর্ণাটকের আরেক জায়গায় - "দাউদ" নামে এক মুসলিম যুবককে মাথার খুলির টুপি পরার জন্য কোনও কারণ ছাড়াই হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা আক্রমণ করে। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের উগ্র সদস্যরা তাকে রশি দিয়ে খুটির সাথে বেঁধে গুরুতরভাবে মারধর করে।

এদিকে, ভারতের ইটাওয়ার ভরথানায়, ২০₹ রুপি লোন লেনদেনের কারণে অটো চালক মোহাম্মদ সেলিমকে হিন্দুত্ববাদীরা বেধড়ক মারধর করে। মারধরের দুঃখে সেলিম রেলওয়ে ট্র্যাকে একটি সুপার ফাস্ট ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়ে আত্মহত্যা করে। জানা যায়, সতীশ, বিকাশ, লালজি, উমেশ, লাল্লা, অরুণ এবং রবিরা মাত্র ২০₹রুপির কারণে চরমভাবে লাঞ্চিত করে মারধর করে। এটা কি নিছক লেনদেনের কারণে হতে পারে না। বরং সেলিম মুসলিম ছিল বিধায় তারা এমন ব্যবহার করেছে। যার ফলে একজন মানুষ নিজের জীবন শেষ করে দেওয়ার ইচ্ছে করতে পারে।

হিন্দুদের সচেতন করার নামে সকল উগ্রবাদী হিন্দু সংগঠনের সদস্যরা মুসলমানদের উপর হামলা চালানোকে নিত্যদিনের রুটিনে পরিণত করেছে। দিন দিনে এমন ঘটনা শুধু বেড়েই চলেছে। মুসলিমদের পিটিয়ে মারাকে তারা সাধারণ বিষয়ে পরিণত করছে, যাতে করে নির্দ্বিধায় মুসলিম গণহত্যা বাস্তবায়ন করা যায়।

হিন্দু চরমপন্থী আধাসামরিক সংগঠনের প্রধান মোহন ভাগবত আরো শাখা সম্প্রসারণের আহ্বান জানিয়েছে। কুখ্যাত হিন্দুত্ববাদী আধাসামরিক সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত বলেছে, ভারতের প্রতিটি গ্রামে সংগঠনের একটি শাখা থাকা উচিত। আসলে এর মাধ্যমে তারা ব্যাপক ভিত্তিক মুসলিম গণহত্যা শুরু করার তোড়জোড় চালাচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Muslim man beaten by Hindu extremists - https://tinyurl.com/2yuh9j7y

vide olink: - https://tinyurl.com/mr3jazby

2. Muslim man who helped Hindu woman brutally assaulted in Karnataka - https://tinyurl.com/sf5npnzs

3. इटावा के भरथना में दबंगों ने उधारी के 20₹ के लेनदेन के चलते ऑटो चालक सलीम को बुरी तरह पीटा,पिटाई से दुखी सलीम ने रेलवे ट्रैक पर सुपर फास्ट ट्रेन के आगे खड़े होकर अपनी जान दे दी! सतीश,विकास,लालजी,उमेश,लल्ला।

- https://tinyurl.com/yck6t2pn

মুসলিমদের গলা কেটে ও গুপ্ত হত্যা চালিয়ে হত্যার আহ্বান উগ্র হিন্দু নেত্রীর

হিন্দুত্ববাদী ভারতে ঘনীভূত হচ্ছে মুসলিম গণহত্যার ঘনঘটা। গণহত্যা শুরু করতে যেন তর সইছে না উগ্র হিন্দুদের। একের পর এক উগ্র হিন্দু নেতা-নেত্রী, ধর্মগুরুরা প্রকাশ্যে মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালানোর আহ্বান জানাচ্ছে।

এবার ঝাড়খণ্ড রাজ্যের ধানবাদের কাটরাসে হিন্দুত্ববাদী বজরং দলের অনুষ্ঠানে হিন্দুত্ববাদী উগ্র নেত্রী বাল বিদিশা লাডলি শরণ একটি ঘৃণাত্মক মুসলিম বিদ্বেষী বক্তৃতা দিয়েছে। সে গুজরাটে ২০০২-এর গণহত্যার উল্লেখ করে আবারো মুসলিমদের "গলা কেটে দিতে" এবং "চোরাপথে হত্যা করতে"(গুপ্তহত্যা চালাতে) আহ্বান জানিয়েছে।

এর আগে গত ২৫ নভেম্বর শুক্রবার, ২০০২ সালের গুজরাট মুসলিম গণহত্যার কথা তুলে ধরে একটি কটাক্ষমূলক বক্তৃতা দিয়েছিল হিন্দুত্ববাদী ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সে বলেছে, ২০০২ সালে মুসলিমদের "উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল।" ফলে তারা মাথা উচু করার মত কার্যকলাপ বন্ধ করে দিয়েছে।

গত ২২ ডিসেম্বর ২০২১ সালে, উগ্র হিন্দুত্ববাদী পুরোহিত স্বামী প্রবোধানন্দ প্রত্যেক হিন্দুকে অস্ত্র তুলে নিতে এবং মিয়ানমারের মতো ক্লিনজিং অপারেশন (জাতিগত নির্মূল) শুরু করতে বলেছে।

সে হিন্দুত্ববাদী জনতার উদ্দেশ্যে বলছে, সকল হিন্দুকে অস্ত্র কিনতে হবে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে মিয়ানমারের মতো জাতিগত নির্মূল অভিযান চালাতে হবে। মুসলিমদের মারতে হবে। এছাড়া বিকল্প কোন পথ নাই। সে সামরিক বেসামরিক সকল হিন্দুকে মুসলিম গণহত্যায় অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানায়।

হিন্দুত্ববাদী এই উগ্র নেতা প্রকাশ্যে তার অনুসারীদেরকে বলেছিল- "কুরআন বুঝে" এমন প্রত্যেক মুসলিমকে হত্যা করতে হবে। সে আরো বলেছিল, "প্রত্যেক হিন্দুর উচিত বাড়িতে অস্ত্র রাখা। আপনি যখন তা করবেন, আপনি রাম এবং কৃষ্ণের আশীর্বাদ পাবেন। 'জিহাদিদের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে আপনাদের এখন অস্ত্র দরকার।"

ভারতের কথিত বিচার ব্যাবস্থা যদি তাদের বিরুদ্ধে সঠিক কোনো ব্যবস্থা নিত, তাহলে কখনোই তারা অন্যদের গণহত্যা চালাতে উৎসাহ দিতে সাহস করতো না বলেই মনে করেন বিশ্লেষকগণ। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী বিচার ব্যাবস্থা কখনোই তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে মুসলিমদের পক্ষে কথা বলেনি, বলবেও না। এটাই ভারতীয় উপমহাদেশের বাস্তবতা।

হিন্দুত্ববাদী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের শীর্ষ নেতারা প্রকাশ্য দিবালোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এমন অর্থনৈতিক বয়কট ও গণহত্যার আহ্বান করলেও, দালাল মিডিয়াগুলো এব্যাপারে কথা বলেনি।

বেশ কয়েক বছর ধরে চলমান উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসী অত্যাচার এবং কথিত প্রশাসনের নীরব ভূমিকা গোটা উপমহাদেশে হিন্দুত্ববাদের উগ্র অভ্যুত্থানকে ত্বরান্বিত করেছে; যা ক্রমেই এখন চূড়ান্ত মুসলিম গণহত্যায় রূপলাভ করছে। এটাও স্পষ্ট যে, প্রচলিত কোন আইন-আদালত বা পশ্চিমা গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা কেউই মুসলিমদের রক্ষায় এগিয়ে আসবেনা।

হক্বপন্থী উলামাগণও তাই বরাবরই মুসলিমদেরকে পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করতে এবং সেই অনুযায়ী নিজ ও পরিবারের জান-মাল-ইজ্জত-আব্রুর হেফাজতের প্রস্তুতি নিতে বলে আসছেন, নববী মানহাজ অনুযায়ী।

তথ্যসূত্র:

----

1. At Bajrang Dal event, Hindu extremist leader Baal Vidisha Ladli Sharan delivered a hate speech. She made reference to Gujarat 2002, called for “cutting throats” & “kill!ng people at crossroads. - https://tinyurl.com/4syurr9j

2. Swami Prabodhanand calls on Hindus to buy weapons – https://tinyurl.com/uuzyz6a5

3. Clean India of Jihadis, Whoever Understands Quran is One’: UP Hate Speech Event – https://tinyurl.com/yckmb3zu

4. ‘Weapons Will Be Needed in Future’: BJP Leader Sangeet Som Issues Call to Arms (The Wire) – https://tinyurl.com/2h3whs5m

5. “They were taught lesson in 2002,” Amit Shah brings up Gujarat Muslim genocide in campaign – https://tinyurl.com/mv6bs66k

---

১৮ই ডিসেম্বর, ২০২২

কেনিয়ায় শাবাবের হামলায় কমপক্ষে ১০ ক্রুসেডার নিহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় গত ১৫ ডিসেম্বর পরপর ৩টি সফল হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল মুজাহিদিন। এতে ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক কনভয় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সহ ১০ শত্রুসেনা হতাহত হয়েছে।

সূত্রমতে, শাবাব মুজাহিদিন এসব অভিযানের প্রথমটি পরিচালনা করেছেন কেনিয়ার মান্দিরা অঞ্চলের রামু এলাকায়। সেখানে রাস্তার পাশে মুজাহিদদের সেট করা একটি আইইডি বিস্ফোরণের কবলে পরে কেনিয়ান বাহিনীর একটি সামরিক টহল দল। ফলশ্রুতিতে ক্রুসেডার বাহিনীর অন্তত ৮ সৈন্য নিহত এবং আরও বেশ কিছু সৈন্য আহত হয়।

একই অঞ্চলের জাবিবার এলাকায় মুজাহিদদের সেট করা আরও একটি আইইডি বিস্ফোরণের কবলে পড়ে কেনিয়ান বাহিনী। এতে আরও ২ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়।

শাবাব মুজাহিদগণ তাদের তৃতীয় সফল হামলাটি চালান কেনিয়ার গারিসা রাজ্যে। সূত্রমতে, রাজ্যটির কেন্দ্রীয় শহরে একটি কেনিয়ান সামরিক কনভয় টার্গেট করে অতর্কিত হামলা চালান মুজাহিদগণ। ফলে একটি সামরিক যান ধ্বংস এবং অন্য একটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসময় সাঁজোয়া যানে থাকা সকল শত্রু সেনা হতাহতের শিকার হয়। তাদের সংখ্যা সঠিক জানা যায়নি।

---

১৭ দিনে টিটিপির ৪০ হামলা: অন্তত ৯৫ নাপাক সৈন্য হতাহত

নভেম্বর মাসের শেষলগ্নে গাদ্দার ইসলামাবাদ প্রশাসনের সাথে দীর্ঘদিনের যুদ্ধবিরতি চুক্তি সমাপ্তির ঘোষণা করেছে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)। পাকিস্তান সেনা-প্রশাসন কর্তৃক বারবার যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘনের কারণে টিটিপি এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে।

যুদ্ধবিরতি চুক্তি সমাপ্তির পর, ১লা ডিসেম্বর থেকে পাকিস্তান জুড়ে হামলা বাড়িয়েছে প্রতিরোধ বাহিনী (টিটিপি)। দিন দিন এসব হামলা আরও তীব্র আকার ধারণ করছে। প্রতিনিয়ত হতাহত হচ্ছে পশ্চিমাদের ক্রীড়নক গাদ্দার পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অসংখ্য সৈন্য।

টিটিপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্রের দেওয়া তথ্য মতে, যুদ্ধবিরতি চুক্তি সমাপ্তির পর চলতি মাসের শুরু থেকে গত ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত মুজাহিদগণ পুরো পাকিস্তান জুড়ে প্রায় ৪০টি সফল অভিযান পরিচালনা করছেন। এতে গাদ্দার পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অন্তত ৯৫ সদস্য হতাহত হয়েছে। মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়েছে আরও কমপক্ষে ১০ পুলিশ সদস্য। ভবিষ্যতে যুদ্ধে না-জড়ানোর শর্তে এ সকল বন্দীদেরকে পরবর্তিতে মুজাহিদগণ মুক্তি দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, গত নভেম্বর জুড়ে টিটিপি পাকি-সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ৫৯টি প্রতিরোধ অভিযান চালিয়েছেন। এতে কমপক্ষে ১০০ নাপাক সৈন্য হতাহত হয়। অপরদিকে চলতি মাসের প্রথম ভাগেই মুজাহিদগণ ৪০টি

হামলার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। এসব অভিযান ও শত্রু হতাহতের সংখ্যা অন্য যেকোন মাসের তুলনায় দ্বিগুণ। সেই সাথে টিটিপির এসব হামলা থেকে এই বার্তা স্পষ্ট যে, সামনের সময়গুলো পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর জন্য খুবই ভয়াবহ হতে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ।

সোমালিয়ায় শাবাবের হামলায় ১৪ ইথিওপীয় সৈন্য নিহত, একটি শহর পুনরুদ্ধার

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় যুদ্ধ আরও তীব্র আকার ধারণ করছে। সেখানে প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবকে রুখতে ফের জোটবদ্ধ হতে শুরু করেছে কুফফার দেশগুলো। যুদ্ধের এই উত্তপ্ততার মাঝেও কুফফার বাহিনীকে নাকানিচুবানি খাওয়াচ্ছেন মুজাহিদগণ।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ১৬ ডিসেম্বর সোমালিয়ায় ৬টিরও বেশি এলাকায় তীব্র সংঘর্ষ হয়েছে পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার সামরিক বাহিনী ও প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের মধ্যে। এরমধ্যে উপসাগরীয় অঞ্চলে ইথিওপিয়ান বাহিনীর সাথে দীর্ঘ ৩ ঘন্টার একটি লড়াই হয় শাবাব যোদ্ধাদের।

সূত্রমতে, হিরান রাজ্যের দিনুনাই এবং বাইদোয়া শহরের মধ্যে এই সংঘর্ষটি হয়। সেখানে ইথিওপিয়ান কুফফার বাহিনীর একটি সামরিক কনভয়কে লক্ষ্যবস্তু করে হামলা চালান মুজাহিদগণ। হামলাটি রাস্তায় বসানো একটি আইইডি বিস্ফোরণের সাথে সাথে শুরু হয়।

এরপর লড়াই তীব্র থেকে আরও তীব্র আকার ধারণ করে। এক পর্যায়ে কুফফার ইথিওপিয়ান বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। এসময় মুজাহিদদের হামলায় ইথিওপীয় সামরিক বাহিনীর অন্তত ১০ সৈন্য নিহত এবং আরও কমপক্ষে ৪ সৈন্য আহত হয়েছে। ধ্বংস হয়েছে ৩টি সামরিক যান।

ইথিওপিয়ান বাহিনী দিনুনাই শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলে সেখানে সোমালি প্রশাসনের মিলিশিয়াদের সাথে তীব্র সংঘর্ষে জড়ান শাবাব মুজাহিদিন। সেখানে মুজাহিদদের হামলায় অসংখ্য সোমালি গাদ্দার সৈন্য হতাহত হয়। বাকিরা ইথিওপিয়ান বাহিনীর মতো শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফলে মুজাহিদগণ দীর্ঘ ১০ ঘন্টার তীব্র লড়াই শেষে দিনুনাই শহর পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন।

১৭ই ডিসেম্বর, ২০২২

ভারতে ১২ বছরের পুরানো মামলায় ৩৪ মুসলিমকে কারাদণ্ড

গত ১৩ ডিসেম্বর মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশ রাতলামের একটি দায়রা আদালত ১২ বছরের পুরানো এক দাঙ্গার মামলায় ৩৪ জন মুসলিমকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। দাঙ্গার ঘটনাটি ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১০ রাতে ঘটেছিল।

মঙ্গলবার শুনানির সময়, অতিরিক্ত সেশন জজ লক্ষ্মণ কুমার ভার্মা ১২ বছরের পুরানো দাঙ্গা মামলায় ৩৪ মুসলিমকে বিভিন্ন ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে। যার মধ্যে IPC-এর 147, 148, 150, 353, 332, 427, 435 এবং 34 অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং ৫ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে।

পাবলিক প্রসিকিউটর তরুন শর্মা বলেছে, এই মামলায় মোট ৩৮ জন আসামি ছিল। যার মধ্যে ২ আসামি বিচার চলাকালীন মারা গেছে। ৩৪ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা করা হয়েছে। একজনের বিরুদ্ধে এখনও শাস্তি ঘোষণা করা হয়নি।

৩৫ জনের মধ্যে ২১, ২২, ২৪ বছরের ছেলেরাও অন্তর্ভুক্ত; অথচ দাঙ্গার সময় তাদের বয়স ছিল ৯, ১০, ১২। তাহলে কি ৯, ১০, ১২বছরের বাচ্চারা দাঙ্গা করতে পারে? নাকি এতে করে এটাই প্রমাণ হচ্ছে যে, হিন্দুত্ববাদীদের সাজান আদালত শুধু মুসলিম হওয়ায় তাদেরকে মনগড়া শাস্তি দিচ্ছে?

এদিকে গোধরা ট্রেনে পাথর নিক্ষেপ করার মিথ্যা অভিযোগে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ফারুক নামে এক মুসলিম যুবকের জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত, তবে ১৭ বছর জেলে কাটানোর পর।

২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০২-হিন্দুত্ববাদী নেতা কর্মীদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ফলে অযোধ্যা থেকে করসেবকদের বহনকারী সবরমতি এক্সপ্রেসের S-6 কোচের ভিতরে আগুন লেগে ৫৮ জন নিহত হয়েছিল। গোধরা হত্যাকাণ্ড গুজরাটে মুসলিম গণহত্যার সূত্রপাত করে। গণহত্যার সময় ২০০০ জনেরও বেশি মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছিল। আর এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই ঐ মুসলিমের সাজা হয়েছিল যাবজ্জীবন! মরেছেও মুসলিম, সাজাও পেয়েছে মুসলিম- এই হচ্ছে মুসলিমদের প্রতি হিন্দুত্ববাদীদের 'ন্যায়বিচার'।

তথ্যসূত্র :

----

1. Ratlam riots case: Sessions court convicts 34 persons, sentences them to 5 years imprisonment - https://tinyurl.com/3nb6zc24

2. Muslim youth spent 17 years in jail for 'stone-pelting Godra train' gets bail - https://tinyurl.com/3jvb7ujy

3. 35 convicted in 12-year-old riot - https://tinyurl.com/mrx5pb9w

---

পাক-তালিবানে আরও ৩ প্রতিরোধ বাহিনীর যোগদান: দেশজুড়ে বাড়ছে হামলার তীব্রতা

ভারত ভাগের সময় পাকিস্তানের (বাংলাদেশ ও পাকিস্তান) জন্মের লক্ষ্যই ছিলো তাওহীদের কালিমাকে এই ভূখন্ডে বুলন্দ করা। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত এই ভূখন্ডের ক্ষমতালোভী শেখ মুজিব আর জিন্নাহ-ভুট্টোরা সেই লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে সরে যায়। তাঁরা তাওহীদের নামে প্রতিষ্ঠা হওয়া এই ভূখন্ডের জনগণের উপর চাপিয়ে দেয় বৃটিশদের রেখা যাওয়া কুফরি শাসনব্যবস্থা। এরমধ্যমে এই ভূখন্ডের জনগণ বৃটিশদের গোলামি থেকে বের হয়ে বৃটিশদের গোলামদের গোলামে পরিণত হয়।

আর গোলামির এই জিঞ্জির থেকে এই ভূখন্ডের তাওহিদবাদী জনগণকে বের করে আনতে সময়ে সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেন উলামায়ে কেরাম। সেই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয় তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান নামক ইসলামি একটি সশস্ত্র প্রতিরোধ বাহিনী। যারা বর্তমান পাকিস্তান প্রশাসনের সাথে একাধিকবার এনিয়ে বৈঠকেও বসেন। কিন্তু পাকিস্তান প্রশাসন প্রতিবারই বৈঠক চলাকালে চুক্তি লঙ্ঘন ও বিশ্বাসঘাতকতা করে।

সম্প্রতিও এমনই একটি আলোচনা চলছিলো গত কয়েক মাস ধরে। কিন্তু তা পাকিস্তান সেনা-প্রশাসনের লাগাতার বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ভেস্তে যায়। ফলে প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) নতুন করে দেশ জুড়ে সামরিক অভিযান পরিচালনার ঘোষণা দেয়। তার পর থেকে চলতি মাসের প্রথম ১৫ দিনে পাকিস্তান জুড়ে প্রায় ৩১টি সফল সামরিক অপারেশন পরিচালনা করছেন মুজাহিদগণ। এতে অসংখ্য নাপাক সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে।

আর এই হামলার মধ্য দিয়েই গাদ্দার ইসলামাবাদ প্রশাসনের বিরুদ্ধে লড়াইরত ৩টি ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপিতে নতুন করে যোগ দিয়েছে। যেখানে গত কয়েক বছর ধরেই এই অঞ্চলের বিভিন্ন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনীর টিটিপিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয় সূত্রমতে, গত জুলাই থেকে এখন পর্যন্ত টিটিপিতে একীভূত হওয়া প্রতিরোধ বাহিনীর সংখ্যা ২১-টিতে পৌঁছেছে। এর আগের মাসগুলোতেও আরও অর্ধডজন গ্রুপ টিটিপিতে একীভূত হয়েছে। আর টিটিপিতে এই যোগদান প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত রয়েছে।

অন্যদিকে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান সীমান্তের অন্যতম উপজাতীয় অঞ্চল কুররাম এজেন্সি থেকে আহমাদ, খাইবার অঞ্চলের সাইদুল্লাহ এবং উত্তর ওয়াজিরিস্তান থেকে সিরাজুদ্দিন মাদাখেলের নেতৃত্বাধীন মুজাহিদিনরাল, সম্প্রতি টিটিপির আমীর মুফতি নূর ওয়ালী মেহসুদ (হাফি.) এর প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা করেছেন।

এই ঘোষণার ফলে পাকিস্তানে টিটিপির শক্তিমত্তা আরও বৃদ্ধি পাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। কেননা সবগুলো দল এক ও অভিন্ন লক্ষ্য ও কর্মপন্থায় কাজ করলে দ্বীনের গাদ্দার পাকি সেনা-প্রশাসন আরও কোণঠাসা হবে; আর পাকিস্তান-কাশ্মীর সহ গোটা উপমহাদেশে দ্বীন কায়েমের কাজ ত্বরান্বিত হবে ইনশাআল্লাহ্।

ইয়েমেনে আল-কায়েদা নেতাকে ধরতে ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুরস্কার ঘোষণা সন্ত্রাসী আমেরিকার

আফগানিস্তানের পর দখলদার পশ্চিমা শক্তির জন্য সবচাইতে বড় আতংকের নাম ছিলো ইয়েমেন। আফগানিস্তানের পর এই দেশটিতেই সাংগঠনিকভাবে সবচাইতে শক্তিশালী ছিলো আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী "আনসারুশ শরিয়াহ্"। ইয়েমেন থেকেই ইসলাম-বিরোধী শক্তিগুলোর এক একটি হৃৎপিণ্ডে অসংখ্য হামলার নেতৃত্ব দিয়েছে আল-কায়েদা। ফলে সব সময়ই আল-কায়েদার এই শাখাটি ছিলো মার্কিন প্রশাসনের জন্য সবচাইতে বড় আতংকের নাম।

সম্প্রতি ইয়েমেনে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের টুইট বার্তা আবারও তারাই ইঙ্গিত দিয়েছে। টুইট বার্তায় বলা হয়েছে, আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখা আনসারুশ শরিয়াহ্'র সিনিয়র আমীর শাইখ আবু আইমান আল-মিসরির (হাফি.) বিষয়ে গোয়েন্দা তথ্য প্রদানের জন্য ৫ মিলিয়ন ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে।

https://twitter.com/USEmbassyYemen/status/1603004868939186183?t=-mDuR4IGUHI_l9cl2UoHmw&s=19

বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে যে, শাইখ আবু আইমান আল-মিসরি আল-কায়েদা আরব উপদ্বীপের নেতৃস্থানীয় প্রশাসকদের মধ্যে অন্যতম একজন। আর এজন্যই এই মুজাহিদ নেতাকে নিয়ে এতো ভয় সন্ত্রাসী অ্যামেরিকার।

উল্লেখ্য যে, ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০২২ সালের নভেম্বর থেকে ইয়েমেনে নতুন করে আল-কায়েদার অবস্থান লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালানো শুরু করেছে। তাদের হামলা এমন সময় শুরু হয়েছে, যখন মুজাহিদগণ ইয়েমেনের আবয়ান ও শাবওয়াহ রাজ্যে আরব আমিরাতের ভাড়াটে মিলিশিয়াদের নাকানিচুবানি খাওয়াচ্ছেন।

ইয়েমেনে এখন তাই সর্বাত্মক যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। আর তাই নিজেদের 'বন্ধু' গাদ্দার আরব আমিরাতের বাহিনী ও তাদের সহযোগী মিলিশিয়াদের সাহায্যার্থেই নতুন করে অ্যামেরিকা এই হামলা শুরু করেছে। আর অবধারিতভাবেই মার্কিনীদের এই হামলার ফলে কিছুটা সুবিধা পাবে শিয়া ইরান সমর্থিত হুথিরা। যদিও ইরান ও অ্যামেরিকা মুখে একে অপরের প্রতি শত্রুতার ঘোষণা দেয়, কিন্তু ইরাক-আফগান-ইয়েমেন সব জায়গাতেই দেখা গেছে যে, মার্কিনী হামলার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সুবিধাভোগী হয়েছে ইরান নেতৃত্বাধিন শিয়া রাফেজি গোষ্ঠী।

মালি || জাতিসংঘের সামরিক কনভয়ে আল-কায়েদার হামলায় ৭ সেনা হতাহত

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দখলদার জাতিসংঘের সামরিক বাহিনীকে লক্ষ্য করে হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএম। সাম্প্রতিক এক হামলায় কুফফার সংঘটির অন্তত ৩ সেনা সদস্য নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

মালিতে ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হতে যাওয়া ইমারাতে ইসলামিয়াকে রুখতে, দেশটিতে সামরিক আগ্রাসন চালিয়েছিল ইউরোপ ও পশ্চিমা দেশগুলো সহ জাতিসংঘের কথিত "MINUSMA" জোট বাহিনী। যার অধীনে

বাংলাদেশ সহ কথিত মুসলিম দেশগুলোর ১২ হাজারেরও বেশি সৈন্য অংশগ্রহণ করে। এরপর থেকেই মালিতে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএম-এর নিয়মিত লক্ষবস্তুতে পরিণত হচ্ছে কুফ্ফার এই সংঘটির সৈন্যরা।

সেই ধারাবাহিকতায় জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) এর মুজাহিদগণ গত ১৬ ডিসেম্বর মালির উত্তরাঞ্চলে একটি হামলা চালান। যা দেশের উত্তরাঞ্চলীয় টিমবাকটু শহরে জাতিসংঘের টহলদলের উপর চালানো হয়েছে। এর ফলে জাতিসংঘের ৩ সদস্য নিহত এবং আরও ৪ সদস্য আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে ২ দখলদার সেনার অবস্থা গুরুতর। যাদেরকে টিম্বক্টুর মিনুসমা সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সূত্রমতে, হামলার শিকার জাতিসংঘের উক্ত সামরিক বাহিনীটি নাইজারের ছিল। তবে হামলার সময় ঘটনাস্থলে থাকা মালিয়ান এক গাদ্দার সৈন্যও নিহত হয়েছে।

"সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ ইসলামি শাসনকে স্থিতিশীল করে": আমিরুল মুমিনিন

ইসলামি ইমারত আফগানিস্তানের সুপ্রিম লিডার, সম্মানিত আমিরুল মুমিনিন শাইখুল হাদিস মৌলভী হাইবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা ইমারার আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ) মন্ত্রণালয়ের ৩৪টি প্রদেশের প্রধানদের সাথে সাক্ষাত করেছেন। ইসলামি ইমারতের মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ ১২ই ডিসেম্বর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আমিরুল মুমিনিন উক্ত মন্ত্রণালয়ের প্রাদেশিক প্রধানদেরকে ধৈর্য ও উদ্যমতার সাথে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে পরামর্শ দিয়েছেন। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ ইসলামি আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, এগুলো ইসলামি শাসনকে দৃঢ়তা দেয়, স্থিতিশীল করে। এছাড়া সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা মুসলিমদের দায়িত্বও।

আমিরুল মুমিনিন 'আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার' মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ডের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন, তাঁদের এই কর্মপ্রচেষ্টা আসলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ। এরপর তিনি এই মন্ত্রণালয়ের প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন এবং এর উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করে দোয়া করেন।

পরে মন্ত্রণালয়টির প্রধানগণ নিজেদের ভাবনা ও পরামর্শগুলো আমিরুল মুমিনিনের সাথে বলেন এবং এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করার নিশ্চয়তা দেন।

উল্লেখ্য, বৈঠকটিতে আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খলিফা সিরাজউদ্দীন হক্কানিও উপস্থিত ছিলেন বলে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

১৬ই ডিসেম্বর, ২০২২

ভোপালে হাজারের ওপর বাড়িঘর ভাংচুরঃ খোলা আকাশের নিচে মুসলিমদের মানবেতর জীবন যাপন

ভারতের ভোপালের ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানা থেকে সবেমাত্র আধা কি:মি: দূরে বসবাসকারী ১০০০-এরও বেশি মুসলিম পরিবার খোলা আকাশের নীচে মানবেতর জীবন যাপন করছে। কারণ তাদের নির্মিত বাড়িগুলি সম্প্রতি হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন ভেঙে দিয়েছে।

এই মুসলিম পরিবারগুলি, যারা গত ৩০ বছর ধরে রেলওয়ের জমিতে বসবাস করছিল, তাদের ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডি ত্রাণ তহবিল ব্যবহার করে পুনর্বাসন করার কথা ছিল।

এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে, হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন বাড়িগুলি ভাঙার নোটিশ জারি করে এবং ১২ ডিসেম্বর থেকে ভাঙচুর প্রক্রিয়া শুরু করে।

গ্যাস লিক-আক্রান্তদের জন্য কাজ করা একজন কর্মী জানিয়েছে যে, নামেমাত্র কিছু পরিবারকে ওয়াকফ বোর্ডের জমিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অথচ সেখানে আরও ১১০০ পরিবার রেলপথের ধারে মানবেতর জীবন যাপন করছে। যাদের বসবাসের বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই।

“তারা গত ৩০ বছর ধরে এখানে বসবাস করছিল। ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানার বিপজ্জনক বর্জ্যের কারণে, তারা যে এলাকায় বসবাস করছিলেন সেটি অত্যন্ত দূষিত। তাই পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার ২০১০ সালে কেন্দ্র থেকে ৪০ কোটি রুপি তহবিল ঘোষণা করে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো এই দরিদ্র পরিবারগুলো নামে তহবিল ঘোষণা করলেও পরিবারগুলো ভাগ্য পরিবর্তন হয়নি। পুরো টাকাটাই হিন্দুত্ববাদী নেতা কর্মীদের পকেটে ঢুকেছে। দরিদ্র পরিবারগুলো আগের মতোই দুঃখ দুর্দশা এবং বিপদজনক পরিবেশে জীবন যাপন করছে।

তাদের পুনর্বাসন এর কোন ব্যবস্থা না করেই তাদের জীবন যাপনের বাড়ীঘরগুলো ভেঙ্গে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। সারাদিন খেটে খাওয়া মানুষ দিনশেষে মাথা গোঁজার যে আশ্রয়টুকু ছিল, সেই আশ্রয়টুকুও ভেঙে দিয়েছে পাষাণ হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

নিজেদের শেষ অবলম্বন টুকু হারিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন মুসলিম পরিবারগুলো। খোলা আকাশের নিচে রেলপথের ধারে মানবেতর জীবন যাপন করছে।

ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে কয়েকজন জানিয়েছেন আমরা বিভিন্ন নেতা-মন্ত্রীদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো তাদের কাছ থেকে আমরা ভরসা পাইনি।

ভুক্তভোগী একজন মুসলিম জানিয়েছেন আমরা হিন্দুত্ববাদী নেতা কর্মীদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছি। ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে কয়েকজন জানিয়েছেন আমরা বিভিন্ন নেতা-মন্ত্রীদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো তাদের কাছ থেকে আমরা ভরসা পাইনি।

ভুক্তভোগী একজন মুসলিম জানিয়েছেন আমরা হিন্দুত্ববাদী নেতা কর্মীদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছি।

এভাবেই হিন্দুত্ববাদীদের ধোঁকা, প্রতিহিংসা আর জুলুমের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে অভিভাবকহীন ভারতীয় মুসলিমদের জীবন। তাদের অনিশ্চিত জীবন আরও অনিশ্চিত হয়ে রয়েছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের গণহত্যার হুমকির মুখে।

তথ্যসূত্রঃ
1. Bhopal: Over 1K families on streets as illegal houses demolished (The Siasat)
- https://bit.ly/3PFebsL
- https://bit.ly/3Fz2cZ5

ফের বাংলাদেশিকে গুলি করে হত্যা করল সন্ত্রাসী বিএসএফ

ফের এক বাংলাদেশিকে গুলি করে হত্যা করেছে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সন্ত্রাসী বাহিনী বিএসএফ। খুন করার পর লাশ নিয়ে যায় বিএসএফ। গতকাল (১৫ ডিসেম্বর) লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার জগতবের সীমান্তে এ ঘটনা ঘটে। নিহত যুবকের নাম শাহাদাত হোসেন। তার একটি দেড় বছর বয়সের ছেলে সন্তান রয়েছে।

এলাকাবাসী জানায়, বৃহস্পতিবার ভোরে ভারতীয় গরু ব্যবসায়ীদের সহায়তায় বাংলাদেশি গরু ব্যবসায়ীদের একটি দল গরু পার করতে থাকে। এ সময় বিএসএফ সদস্যরা গুলি ছোড়ে। এতে বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই শাহাদাত হোসেনের মৃত্যু হয়। এরপর লাশ বিএসএফ সদস্যরা নিয়ে যায়। এখন পর্যন্ত লাশ ফেরত দেয়নি সন্ত্রাসী ভারত।

ভারতের বিএসএফ অ্যাক্ট ১৯৬৮ অনুযায়ী, পাচারকারী, চোরাকারবারি— কাউকেই একটা আঘাত করার এখতিয়ারও নেই বিএসএফের। তারপরও গুলি করে মেরে ফেলা হচ্ছে। অথচ ভারতের অন্য সীমান্তের দৃশ্যপট ভিন্ন। ভারতের সঙ্গে বৈরী চীনেরও সীমানা রয়েছে। সেখানে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করলেও গুলি ছোঁড়া হয়না। গত তিনদিন আগেও চীন-ভারতের সেনারা সংঘর্ষে জড়িয়েছে, কিন্তু কেউ কাউকে গুলি করেনি।

অথচ বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের যখন তখন মন চাইলেই দখলদার ইসরাইলের মতো গুলি করে হত্যা করছে। এর একটি কারণ হচ্ছে দালাল শাসকদের নতজানু পররাষ্ট্র নীতি, আর দ্বিতীয়ত ও প্রধানত হিন্দুত্ববাদী ভারতের প্রবল ইসলামবিদ্বেষ। আমরা কিন্তু এখনো সীমান্তে কোন হিন্দু ধর্মাবলম্বীকে বিএসএফের গুলিতে নিহত হতে শুনিনি এখনো।

ভারতের উদ্ধত ইসলামবিদ্বেষ আর দালাল শাসকশ্রেণীর নতজানু নীতিড় কারণেই গত জুলাই মাসে ভারতের বিএসএফ প্রধান বাংলাদেশের এসে বড় গলায় বলে গেছে যে, এ যাবতকালে সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে যারা নিহত হয়েছেন, তারা সবাই অপরাধী। আর ভারতের সেবাদাস বাংলাদেশ বিজিবি প্রধান এসব শুনেও নীরবে সন্ত্রাসী ভারতকে সমর্থণ দিয়ে গেছে।

সীমান্তের কাঁটাতারে ঝুলে থাকা ফেলানিদের পক্ষে সামান্য প্রতিবাদ করার হিম্মত তাদের নেই। গাদ্দার শাসকরা এভাবেই মাজলুম বাংলাদেশি মুসলিমদের রক্ত বিক্রি করে আসছে ক্ষমতায় নেশায়। তারা কখনোই দেশ, জাতি ও মুসলিমদের রক্ষায় কাজ করছেনা।

তথ্যসূত্র:

১। লালমনিরহাটে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত- - https://tinyurl.com/4t66nhcc

---

১৫ই ডিসেম্বর, ২০২২

স্বামীকে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে গণধর্ষণঃ ক্রমবর্ধিষ্ণু অপরাধ প্রবণতার সমাধান কি?

দেশে প্রতিনিয়তই বাড়ছে অপরাধ প্রবণতা। হত্যা, ধর্ষণ, ধর্ষণের পর খুনের মতো বর্বরোচিত ঘটনাগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে দেশে।

এবার খুলনা নগরীতে ঘটেছে এক লোমহর্ষক ঘটনা। পুলিশ পরিচয় দিয়ে একদল যুবক স্বামী-স্ত্রিকে তুলে নিয়ে যায় একটি বাসায়। সেখানে স্বামীকে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে সংঘবদ্ধভাবে ধর্ষণ করে যুবকরা। গতকাল ১৪ ডিসেম্বর রাত ৯টার দিকে নগরীর আড়ংঘাটা থানার বাইপাস সড়কের একটি বাসায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, রাত সাড়ে ৮টার দিকে ভুক্তভোগী স্বামী-স্ত্রী আড়ংঘাটা বাজার এলাকায় ঘুরতে বের হয়। সেখানে চার অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি নিজেদের পুলিশ পরিচয় দিয়ে তাদের গতিরোধ করে। পরে দুজনের দেহ তল্লাশি করা হয়। তাদের কাছে কিছু না পেয়ে নিকটবর্তী একটি বাড়িতে নিয়ে যায় ওই চারজন। সেখানে প্রথমে ওই ব্যক্তিরা স্বামীকে বেঁধে ফেলে এবং তার স্ত্রীকে বাড়ির ছাদে নিয়ে পালাক্রমে পাশবিক নির্যাতন করে।

ভুক্তভোগীর স্বামী জানায়, ধর্ষণের সময় তারা ভিডিও ধারণ করে রাখে। ঘটনাটি কাউকে জানানো হলে ইন্টারনেটে ভাইরাল করে দেবে বলে হুমকি দেয় যুবকরা। এরপর রাত ১২টার দিকে ছাড়া পান ওই স্বামী-স্ত্রী। ভুক্তভোগী ওই নারী বর্তমানে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ভারতীয় অপরাধপ্রবণ টিভি সিরিয়াল ক্রাইম পেট্রোল ও সিআইডির প্রভাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের মানুষ যে অপরাধের কথা কল্পনায় করতে পারতো না, এ ধরনের অপরাধ এখন অহরহ ও মামুলি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের উঠতি বয়সের যুবক-যুবতিরা আজ এই সিরিয়াল দেখে আয়ত্ত করছে অপরাধের নিত্য নতুন কৌশল। আর এর ফলেই দেশজুড়ে আজ এমন ঘটনা ঘটছে। এবং অপরাধীদের বেশ কয়েকজন ভারতীয় সিরিয়ালের কথা স্বীকার করে পুলিশের কাছে জবানবন্দীও দিয়েছে।

আর শিশুদেরকে এমনকি ধর্ষণ ও হত্যা করে লাশ টুকরো টুকরো করে একেক টুকরো একেক জায়গায় পুঁতে রাখার ঘটনাও এখন নিয়মিত বিরতিতে ঘটে চলেছে। বাবা-মা আদরের সন্তানের পুরো শরীর না পেয়ে আলাদা আলাদা কয়েকটি অঙ্গ-প্রত্তঙ্গ দাফন করছেন - এই দৃশ্যও এখন দেখতে হচ্ছে হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের শিকার এদেশের মুসলিমদেরকে।

এছাড়াও সমাজে ব্যাপকহারে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়েছে। অপরাধীরা অপরাধ করার পরও তাদের শাস্তি হচ্ছে না। সর্বোপরি ইসলামি শরিয়াহ শাসন ব্যবস্থা না থাকায় দেশে কোন নিরাপত্তা নেই মানুষের। মানবরচিত আইনের অধিনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোও জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে গণতান্ত্রিক এলিট শাসকশ্রেণীর হুকুম তামিলেই ব্যস্ত সময় পার করছে। এজন্য প্রয়োজনে তারা অপরাধিকে বানাচ্ছে নিরপরাধ, আর নিরপরাধকে সাব্বস্ত করছে অপরাধি।

অন্যদিকে, সম্প্রতি আফগানিস্তানে ইসলামি শরিয়াহ ভিত্তিক শাস্তি অপরাধীদের উপর প্রকাশ্যে প্রয়োগ করা হচ্ছে। ফলে সেখানে এ ধরনের অপরাধ এখন শুন্যের কোটায় নেমে এসেছে। এভাবে ইসলামী শরীয়াহ্‌র ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে আফগান তালিবানরা ৪০ বছরের যুদ্ধবিদ্ধস্ত একটি দেশকে এক বছরের মধ্যে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও রিরাপত্তার একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন আলহামদুলিল্লাহ্‌। যদি এভাবে গোটা পৃথিবীতে ইসলামি অনুশাসন প্রয়োগ করা হতো তাহলে অপরাধীরা এ ধরণের অপরাধ করার চিন্তাও করতো না।

গোটা মুসলিম উম্মাহ তাই এখন আফগান মুসলিমদের আদলে ইসলামী শরিয়াহ ফিরিয়ে আনার আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে বলে মনে করা হয়।

তথ্যসূত্রঃ

১. পুলিশ পরিচয়ে দেহ তল্লাশির পর স্বামীকে আটকে রেখে স্ত্রীকে গণধর্ষণ

- https://tinyurl.com/2p96zupn

মৃত্যুমুখে ট্রলারে সমুদ্রে ভাসমান রোহিঙ্গা মুসলিমরাঃ জানাচ্ছেন উদ্ধারের আকুতি

সাগারের কিনারায় মৃত ডলফিন বা তিমি ভেসে এসেছে। কেন কী কারণে তিমিগুলো মারা গেল- এ নিয়ে মিডিয়াগুলোকে প্রায়ই দৌড়ঝাঁপ করতে দেখা যায়, গবেষণা চলে বিস্তর। কিন্তু গত দু'সপ্তাহ ধরে ২০০ জন নিপিড়িত রোহিঙ্গা মুসলিমদের বহনকারী দুটি ট্রলার বিকল হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে সাগরে।

ট্রলার থেকে ফোনে বার বার সাহায্য ও উদ্ধারের আকুতি জানাচ্ছে বিপদগ্রস্থ রোহিঙ্গা মুসলিমরা। কিন্তু তাদেরকে মানবিক সহায়তা কিংবা উদ্ধারে কোন রাষ্ট্রই এখন পর্যন্ত এগিয়ে আসেনি। যে মিডিয়া মৃত তিমির জন্য এতো মায়াকান্না করতো সেই মিডিয়া এখন রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিপদে কোন মায়াকান্না নেই। এমনকি বিপদের খবরটিও প্রচারেরও নেই কোন আগ্রহ।

এদিকে বিকল হয়ে দিকবিদিক ঘুরে ফেরা দু'টি রোহিঙ্গা ট্রলারের একটি ইন্দোনেশিয়ার মালাক্কা প্রণালীতে অবস্থান করছে বলে জানা গিয়েছে। দ্রুত তাদের সাহায্যের প্রয়োজন জানিয়ে ফোনে কথা বলেছে ট্রলারের মাঝি। মিয়ানমারের মানবাধীকার কর্মী অং কিয়াউ মো ফোনে তাদের সাথে কথা বলে এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানিয়েছেন, "সাগরে ভাসমান রোহিঙ্গা ট্রলারটি থেকে ফোনে আমাকে জানানো হয়েছে যে, তাদের দ্রুত সাহায্য ও উদ্ধারের প্রয়োজন। ট্রলারে অবস্থানকারী রোহিঙ্গারা ক্ষুধা ও ডিহাইড্রেশনের কারণে মারা মারা যাচ্ছেন। এবং গত দুইদিন আগে তাদের খাবার শেষ হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে ট্রলারটি মালাক্কা প্রণালীতে নোঙর করা হয়েছে, যা ইন্দোনেশিয়া থেকে বেশি দূরে নয়। দ্রুত তাদের সাহায্য ও উদ্ধার প্রয়োজন নতুবা তারা সবাই মারা পড়ার আশংকা রয়েছে।"

উল্লেখ্য যে, গত নভেম্বরের শেষ দিকে বাংলাদেশ থেকে তিনটি ট্রলার মালয়েশিয়ার অভিমুখে রওয়ানা দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনটি ট্রলারই বিকল হয়ে পড়ে। ফলে এগুলোতে থাকা রোহিঙ্গারা চরম বিপদের মুখোমুখি হয়ে সাগরে ভাসতে থাকে। এর আগে গত ৮ ডিসেম্বর আন্দামান সাগরে ভাসতে থাকা একটি ট্রলার থেকে ১৫৮ জন রোহিঙ্গাকে উদ্বার করে ভিয়েতনামের অফশোর গ্যাস ও তেল কোম্পানি। এরপর তাদেরকে অমানবিকভাবে সন্ত্রাসী মিয়ানমার জান্তা সরকারের কাছে তুলে দেয়া হয়। অথচ মিয়ানমার জান্তার নির্যাতন থেকে বাঁচতেই তারা গত পাঁচ বছর ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল।

এদিকে, জান্তার হাতে তুলে দেয়া রোহিঙ্গাদের পরবর্তীতে আর কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। ধারণা করা হচ্ছে তাদেরকে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করেছে বর্বর জান্তা সরকার।

আজ ভাসমান রোহিঙ্গা মুসলিমদের উদ্ধার করতে কিংবা তাদের মুখে অন্তত একটু খাবার তুলে দিতে কাউকে পাশে পাওয়া যাচ্ছে না। মুসলিমদেরকে তাই জালেমদের তৈরি করা কৃত্রিম সীমান্তের পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে এক উম্মাহ হয়ে নিজেদের সমস্যা নিজেদেরকেই সমাধান করতে পরামর্শ দিয়ে আসছেন ইসলামী বিশ্লেষকগণ।

প্রতিবেদক : মুহাম্মাদ ইব্রাহীম

তথ্যসূত্রঃ

1. Urgent rescue required!!
The Rohingya boat floating in the sea called a few minutes ago and told me that people people are dying due hunger and ddehydration. The boat is anchored and seems that they are in in the Strait of Malacca, not far Indonesia -
- https://tinyurl.com/yw8ernw2

১৪ই ডিসেম্বর, ২০২২

অপরাধীদের মুক্তির প্রতিবাদে বিলকিস বানুর আবেদন: হিন্দুত্ববাদীদের টালবাহানা

২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গায় বিলকিস বানুকে গণধর্ষণ এবং তার পরিবারের একাধিক সদস্যকে খুন করে উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীরা। সেই ১১ জনের মুক্তির বিরুদ্ধে বিলকিস বানো ১৩ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টে একটি আবেদন দায়ের করেন।

বিলকিস বানু বলেছেন যে, এসমস্ত দোষীর মুক্তি কেবল আবেদনকারীর জন্যই নয়, আমার প্রাপ্তবয়স্ক কন্যাদের জন্য ও আমার পরিবারের জন্য হুমকি স্বরুপ। প্রমাণ থাকার পরেও হিন্দুত্ববাদীদের এমন একপেশে রায়ে সকলকেই হতবাক হয়েছেন।

এমন অন্যায় রায়ের প্রতিবাদ জানিয়ে বিলকিস বানুর পক্ষ থেকে অ্যাডভোকেট শোভা গুপ্তার মাধ্যমে দায়ের করা পিটিশনে বলেছিলেন, "সমস্ত দোষীর মুক্তি শুধুমাত্র আবেদনকারীর জন্যই নয়, তার প্রাপ্তবয়স্ক কন্যাদের জন্য, তার পরিবারের জন্যই, সমাজের জন্যও ঝুঁপিপূর্ণ।

বিলকিস বানু বলেছিলেন যে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত, বিচলিত। তার ১১ জন ধর্ষকের আকস্মিক মুক্তি এবং সমাজে তাদের উপস্থিতি নিয়ে তিনি হতাশাগ্রস্ত। কারণ তারা এতটাই পাষাণ যারা তাকে নির্মমভাবে গণধর্ষণ করেছিল যখন তিনি পাঁচ মাসের গর্ভবতী ছিলেন। এবং তার আত্মীয় স্বজনদের খুন করেছে, জার মধ্যে এক ছোট মেয়েকে ইট দিয়ে মাথা থেতলে হত্যা করেছিল এই পাষণ্ডরা।

তাই বিলকিস বানু অপরাধীদের মুক্তি দেওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টে আবেদন দায়ের করেছেন। বিচারপতি অজয় রাস্তোগি এবং বেলা এম ত্রিবেদীর একটি বেঞ্চে ১৩ ডিসেম্বর আবেদনটি পেশ করা হয়।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গার সময় গণধর্ষণ এবং তার আত্মীয়দের হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত ১১ জনের অকাল মুক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে বিলকিস বানোর আবেদনের শুনানি করবে

বলে জানিয়ে দেয়। মঙ্গলবার, ১৩ ডিসেম্বর বিচারপতি ত্রিবেদী আবেদনের শুনানি থেকে সরে দাঁড়ায়। বিচারপতি ত্রিবেদী তার সিদ্ধান্তের কোনো কারণ জানায়নি।

বিলকিস বানো, রিট পিটিশনের পাশাপাশি, সুপ্রিম কোর্টের ১৩ মে এর আদেশের পুনর্বিবেচনার জন্য একটি আবেদন দাখিল করেছিলেন যার মাধ্যমে এটি গুজরাট সরকারকে ১১ জন যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্তদের মওকুফের আবেদন বিবেচনা করতে বলেছিল।

কিন্তু ভিকটিম মুসলি হওয়ায় মূলত কোন পদক্ষেপ না নিয়ে বিচারপতি ত্রিবেদী আবেদনের শুনানি থেকে সরে দাঁড়ায়। বিশ্লেষকগণ হিন্দুত্ববাদী আদালত ও বিচারকের এমন সিদ্ধান্তকে বিচারের নামে প্রহসন ও টালবাহানা হিসেবে আখা দিয়েছেন।

হিন্দুত্ববাদী আদালত কখনো মুসলিমদের পক্ষে কথা বলেনি। বিলকিস বানো দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও ন্যায় বিচার পাননি। উল্টো তাকে করা হয়েছে হয়রানি। গোমূত্র পানকারী হিন্দুত্ববাদীদের থেকে এর অধিক কিছু আশা করাটাই অনুচিত, কারণ এখন তারা মুসলিমদের গণহত্যা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. SC to hear Bilkis Bano’s plea against rapists’ release on Tuesday
- https://tinyurl.com/rkm27wxa

2. SC to consider early listing of Bilkis Bano’s review plea over remission of 11 convicts
- https://tinyurl.com/bdb3r6j

3.Supreme Court Justice Bela Trivedi Recuses From Hearing Bilkis Bano's Plea
- https://bit.ly/3VXAhZI

- https://bit.ly/3UX6aAg

মসজিদের দেয়াল ও গম্বুজের সাথে সাদৃশ থাকায় রেলওয়ে স্টেশনের রং পরিবর্তন

মুসলিমদের মসজিদের সবুজ দেয়াল ও গম্বুজের সাথে রেলস্টেশনের সাদৃশ্য থাকায় আন্দোলনে নামে উগ্র হিন্দু সংগঠন হিন্দু জাগরণ বেদিক। উগ্র সংগঠন হিন্দু জাগরণ বেদিকের চাপের পর গত ১৩ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার কালাবুর্গী রেলওয়ে স্টেশন, যা পূর্বে গুলবার্গা রেলওয়ে স্টেশন নামে পরিচিত ছিল, সেটিকে সবুজ থেকে সাদা রং করা হয়।

তাদের মতে, সবুজ দেয়ালসহ গম্বুজ আকৃতির রেলওয়ে স্টেশনটি একটি 'মসজিদের' ছাপ বহন করে। তারা হুমকি দেয় যদি ১৫ দিনের মধ্যে সবুজ রং অপসারণ করা না হয়, তাহলে পুরো রেলস্টেশনটি জাফরান রঙে রাঙানো হবে। হুমকির পরপরই স্টেশনের দেয়াল সাদা রং করা হয়।

উগ্র হিন্দু কর্মী লক্ষ্মীকান্ত সাধ্বী বলেছে, রেলওয়ে স্টেশন বিল্ডিং "সবুজ ছাড়া অন্য কোনও রঙে আঁকা উচিত। কন্নড় পতাকার হলুদ এবং লাল রংও ব্যবহার করা যেতে পারে। তা না হলে রেল ভবন জাফরান রঙে রাঙানো হবে।

এর আগে গত ১৪ নভেম্বর, কর্ণাটক মাইসুরুর বাস স্টপ গম্বুজের মতো কাঠামো হওয়ায় পরিবর্তন করেছে। উগ্র বিজেপি সাংসদ প্রতাপ সিমহা বলেছে, "যদি দুপাশে দুটি ছোট গম্বুজ সহ একটি বড় গম্বুজ কাঠামো থাকে তবে এটি একটি মসজিদ হিসাবে বিবেচিত হয়।"

বিজেপি সাংসদ প্রতাপ সিমহা হুমকি দিয়ে বলেছিল যে, যদি সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীরা তিন থেকে চার দিনে পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সে নিজেই একটি বুলডোজার নিয়ে আসবে এবং মসজিদের মতো দেখতে বাস শেল্টারটি ধ্বংস করবে।

হিন্দুত্ববাদীদের মাঝে ইসলামবিদ্বেষ এতটাই জঘন্য পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা এখন আর ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে কোন না কোনভাবে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোকেও সহ্য করতে পারছে না। তারা মুসলিমদের ইতিহাস, অবদান ও চিহ্ন মুছে দিয়ে চায় গোটা ভারত থেকে মুসলিমদের নির্মূল করতে চায়। সেই লক্ষ্যেই তারা কাজ করে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Karnataka: Green railway station repainted after Hindutva protests (Siasat) - https://tinyurl.com/4k3tf643

2. রং পরিবর্তনের ভিডিও - https://tinyurl.com/yr8r6r3s

১৩ই ডিসেম্বর, ২০২২

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ৩০তম বার্ষিকী পালন করায় ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলা

গত ৬ ডিসেম্বর আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ৩০তম বার্ষিকী উপলক্ষে একটি কর্মসূচি পালন করেছেন। ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠানটি করার 'ঠুনকো' কারণ দেখিয়া গত ১০ ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশ পুলিশ আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

অনুষ্ঠান চলাকালে মুসলিম শিক্ষার্থীরা ৬ ডিসেম্বরকে ব্ল্যাক ডে বা 'কালো দিবস' বলে পোস্টারিং করে। অনুষ্ঠানটির পর থেকেই হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিম ছাত্রদের বিরুদ্ধে মাঠে নামে। হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর অন্যায় হুমকি বাস্তবায়নে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলা করে।

গত ৭ ডিসেম্বর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি শহরে একটি মহাপঞ্চায়েত করে এবং মুসলিম ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানায়। বিজেপির যুব শাখা ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা বলেছিল ১২ ডিসেম্বর, সোমবারের মধ্যে এই মামলায় কাউকে গ্রেপ্তার করা না হলে তারা আলিগড় পুলিশ সুপারের অফিসে বিক্ষোভ মিছিল করবে।

হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো ছাত্রদের তৈরি পোস্টার এবং ফয়েজ আহমেদ ফয়েজের গজল "হাম দেখেঙ্গে" থেকে একটি নির্দিষ্ট শ্লোক ব্যবহার করার বিষয়েও আপত্তি জানায়।

এফআইআর-এর অনুলিপি অনুসারে জানা যায়, পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা 505 (statements conducting to public mischief বা জনসাধারণকে উসকে দেওয়া), 188 (disobedience to order duly promulgated by public servant বা সরকারি কর্মচারী দ্বারা যথাযথভাবে প্রচারিত আদেশের অবাধ্যতা), 295-এ (acts intended to outrage religious feelings বা ক্ষোভের উদ্দেশ্যে ক্রিয়াকলাপ) ধর্মীয় অনুভূতি) এবং 298 (uttering words, etc with deliberate intent to wound the religious feelings of any person বা কোন ব্যক্তির ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে শব্দ উচ্চারণ করা)।এর অধীনে মামলা করেছে।

ফরিদ নামে একজন মুসলিম ছাত্র মাকতুব মিডিয়াকে বলেন, "সেদিন আমরা যে ছাত্র সমাবেশ করেছিলাম, সেখানে আপত্তিকর কিছু ছিল না এবং সব অভিযোগই ভিত্তিহীন।...এই ছাত্র সমাবেশ কোন ধর্মের বিরুদ্ধে ছিল না। ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২-এ, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মাধ্যমে মুসলিমদের কলিজায় আঘাত দেওয়ার পাশাপাশি সংবিধানকেও উপহাস করা হয়েছিল। এই কারণেই আমরা একত্রিত হয়েছিলাম এবং বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছি।...আমাদের পরীক্ষার চলছে। এরই মাঝখানে সেই অনুষ্ঠানের কারণে আমাদের মানসিকভাবে হয়রানি করা হচ্ছে।

এমএ প্রথম বর্ষের আরেকজন ছাত্র সালমান গৌরী বলেন, "আমরা কখনই কোনো ধর্মকে আঘাত করিনি।... ষড়যন্ত্র করে আমাদের ফাঁসানো হয়েছে। সালমান তখন প্রশ্ন করেন, ছাত্ররা কি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আলোচনাও করতে পারবে না?"

আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ওয়াসিম আলি মাকতুব মিডিয়াকে বলেন: "৬ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো প্রতিবাদ হয়নি। মাত্র কয়েকজন ছাত্র তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে জড়ো হয়েছিল। ছাত্রদের বিরুদ্ধে

দায়ের করা এফআইআর নিয়ে আলাদা তদন্ত চালাচ্ছে জেলা প্রশাসন। আমরা এবং আমাদের ছাত্ররা আমাদের পূর্ণ সম্ভাব্য সহযোগিতার সাথে তদন্তের প্রস্তাব দিতে প্রস্তুত। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে।"

হিন্দুত্ববাদী ভারতে কথিত গণতান্ত্রিক কাথাম মেনে কেউ প্রতিবাদ করলেও সেটা সহ্য করা হবে না- এতাই এখন সেখানকার বাস্তবতা। অর্থাৎ, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা কোন অধিকার বা আইনের তোয়াক্কা করে না, যে অধিকার বা আইনগুলো তারা নিজেরাই নির্ধারণ করেছিল।

তথ্যসূত্র:

----

1. Aligarh Muslim University students booked for '30 years of Babri' program - https://bit.ly/3uMQPrB

ইসরাইলি স্নাইপারের গুলিতে ফিলিস্তিনি কিশোরী নিহত

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের জেনিন শহরে ফের এক কিশোরীকে হত্যা করেছে দখলদার ইসরাইলি বাহিনী। গত ১১ ডিসেম্বর মধ্যরাতে শহরে সামরিক অভিযানকালে ইসরাইলি স্নাইপাররা ১৬ বছরের ওই কিশরীকে গুলি করে হত্যা করে। কিশোরীর নাম জানা মাজদি জাকারনেহ।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, গুলিতে হত্যার শিকার হওয়ার সময় জাকারনেহ তার নিজ বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়েছিল। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, শিশুটির মাথায় গুলি করা হয়েছে। অভিযানের সময় ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে অন্তত আরও দুই ফিলিস্তিনি মুসলিম আহত হয়েছে।

স্থানীয় সময় ১১ ডিসেম্বর রাত ১০টার দিকে জেনিন শহর এবং সেখানকার শরণার্থী শিবিরে অভিযান চালায় সন্ত্রাসী ইসরাইলের বিশেষ বাহিনী। এ সময় সেখানে ধরপাকড় চালায় তারা। এক পর্যায়ে তারা ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায়। এ সময় দুই ভাইসহ তিন যুবককে অপহরণ করে ইসরাইলি বাহিনী।

এ বছর প্রতিদিনই কোন না কোন ফিলিস্তিনিকে খুন করছে সন্ত্রাসী ইসরাইল। এরপরও কথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বা আরব বিশ্ব কেউই কোন প্রতিবাদ করছে না। ফলে সন্ত্রাসী ইসরাইল দিন দিন আরও বেপরোয়াভাবে আগ্রাসন চালাচ্ছে। ২০২২ সালে ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর, পূর্ব জেরুজালেম ও গাজা উপত্যকায় ২২৫ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে দখলদার বাহিনী। তাদের মধ্যে ৫০ এরও বেশি শিশু। এছাড়াও এ বছর গ্রেফতার করা হয়েছে সাড়ে ছয় হাজার ফিলিস্তিনিকে। যাদের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য নারী ও শিশুও।

তথ্যসূত্র:

----

1. Palestinian child shot dead by Israeli sniper in Jenin - https://tinyurl.com/rnxyhept

---

১১ হাজারের বেশি শিশু নিহত, ইয়েমেন যুদ্ধে...

ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধে ১১ হাজারেরও বেশি শিশু নিহত কিংবা পঙ্গু হয়েছে। গতকাল ১২ ডিসেম্বর জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ এ তথ্য জানিয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে মারাত্মক এই মানবিক সংকটে শিশুদের হতাহতের বিষয়ে ইউনিসেফ বলছে, 'প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি হতে পারে।' এছাড়াও দুর্ভিক্ষের ফলে অনাহারে আরও হাজার হাজার শিশু মৃত্যুঝুঁকিতে রয়েছে।

ইয়েমেনে ২০১৪ সালে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। দ্রুত রাজধানী সানা দখল করে নেয় ইরান সমর্থিত শিয়া সন্ত্রাসী হুথিগোষ্ঠী। ক্ষমতাচ্যুত দালাল সরকারকে ফেরাতে পরের বছরই হস্তক্ষেপ করে মার্কিন মদদপুষ্ট সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত জোট বাহিনী।

একদিকে হুতিদের আক্রমণ, অন্যদিকে সৌদি আরবের বর্বরোচিত বিমান হামলা; এর সঙ্গে আবার যুক্ত রয়েছে সৌদি জোটের অবরোধ। পাশাপাশি আমেরিকা, রাশিয়া, ইরান, চীন ও সৌদি আরব নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে-কেউ কেউ দালাল ইয়েমেনের সরকার ও কেউ কেউ সন্ত্রাসী শিয়া হুতিগোষ্ঠীকে সহায়তা দিচ্ছে।

ফলে ইয়েমেনের সাধারণ মানুষ চরম বিপর্যয়ে মুখে পতিত হয়েছে। জাতিসংঘের হিসেব মতে এ যুদ্ধের কারণে এখন পর্যন্ত ৩ লাখ ৭৭ হাজারেরও বেশি মানুষের প্রাণ গেছে। এবং ৪৬ লাখ ইয়েমেনি দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়াও ১ কোটি ৬২ লাখ মানুষ খাদ্যসংকটে রয়েছে এবং ইতোমধ্যেই ৫০ লাখ মানুষ দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন। এসবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী শিশু ও নারীরা।

ইয়েমেনে সন্ত্রাসী শিয়া হুথিগোষ্ঠী ও গাদ্দার সৌদি জোটের আগ্রাসনে এত বেশি ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সত্বেও কথিত বিশ্ব-সম্প্রদায় বা জাতিসংঘ কোন পদক্ষেপ নেয়নি। মাঝে মধ্যে দু'একটি বিবৃতি দিয়েই তাদের দায় সেরেছে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, দালাল জাতিসংঘ মুসলিম যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশগুলোতে সমস্যা সমাধানের জন্য কখনোই কোন পদক্ষেপ নেয়নি। উল্টো যুদ্ধবিদ্ধস্থ দেশগুলোতে শিশু ও নারীদের পুষ্টিহীনতার অযুহাতে টিকা প্রয়োগকে একমাত্র সমধান হিসেবে প্রচার করছে। অবস্থা এমন যেন টিকা দিলেই ইয়েমেনের শিশু ও নারীদের সব সমাধান হয়ে গেল। তাদের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা ও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার বিষয়ে কোন পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

তবে ইয়েমেনে চলমান আগ্রাসন শুরুর পর থেকেই সেখানকার আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট আনসারুশ শরিয়াহর মুজাহিদরা প্রতিরোধ জিহাদ শুরু করেছেন। এবং গাদ্দার সৌদি জোটের ভাড়াটে বাহিনী ও সন্ত্রাসী শিয়া

হুথিগোষ্ঠীর উপযুক্ত পাওনা বুঝিয়ে দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ্। তাদের মাধ্যমে জাযিরাতুল আরব কেন্দ্রিক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণীর হাদিসসমূহ বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করছেন অনেক মুসলিম।

আর, তাদের মাধ্যমে হয়তো আল্লাহ্ তাআলা ইয়েমেনের বঞ্চিত শিশুদের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার জীবনে ফিরিয়ে আনবেন ইনশাআল্লাহ্।

প্রতিবেদক : ইউসুফ আল-হাসান

তথ্যসূত্র:

1. Yemen war has killed or maimed over 11,000 children: UN
- https://tinyurl.com/22y68r3y

মুসলিম যুবকদের হিন্দুত্ববাদী বজরং সন্ত্রাসীদের হুমকি, মারধর

গত ১০ ডিসেম্বর শনিবার রাতে মেঙ্গালুরুর উরওয়া স্টেশন সীমানায় দুই মুসলিম যুবককে হয়রানি করে মারধরের হুমকি দিয়েছে উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীরা। রাত ১১.৩০ মিনিটের দিকে ঘটনাটি ঘটে, যখন তারা রাতের খাবারের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন।

পুলিশ কর্মকর্তারা বলেছে, হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর সদস্যরা ১০ ডিসেম্বর রাতে শহরে ঘোরাঘুরি করার সময় হয়রানিমূলক বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকে। মুসলিম যুবকদের পাশেই কিছু মেয়ে ছিল। হিন্দুত্ববাদীরা এ বিষয়টিকে লাভ জিহাদ আখ্যা দিয়ে মুসলিমযুবকদের হয়রানি ও মারধরের হুমকি দেয়।

এদিকে সম্প্রতি সোস্যাল মিডিয়ায় পোস্ট হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, গরু পরিবহন করায় হিন্দুত্ববাদী বজরং দলের সন্ত্রাসীরা এক মুসলিম যুবককে মারধর করছে। তার কাছে বিরাট অঙ্কের চাঁদা দাবি করছে। অথচ, বিশ্বে গরুর মাংস রপ্তানিতে ভারত অন্যতম। আর গোটা ভারতে গরুর মাংস রপ্তানিতে আলিগড় প্রথম। গরুর মাংস রপ্তানিত করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার প্রচুর বিদেশী মুদ্রা আয় করে। আর এই ব্যবসায়ের সাথে জড়িয়ে রয়েছে বিজেপি ও আরএসএসের বড় বড় নেতার নাম!

তবুও যারা গরু নিয়ে আসে তাদের কাছ থেকে বজরংদলের সন্ত্রাসীরা টাকা আদায় করে, টাকা না দিলে তারা তাদের তাড়া করে এবং আক্রমণ করে।

হিন্দুত্ববাদী পুলিশ সদস্যদের সহায়তায় এই সমস্ত কাজ করা হচ্ছে, এই সংস্থার কাছে পিস্তল থেকে শুরু করে রাইফেল পর্যন্ত অস্ত্র রয়েছে। যার লাইসেন্সও সাধারণ মানুষকে দেওয়া হয় না। তাদের কাছে অস্ত্র কোথা থেকে আসে এবং কেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয় না- তা অত্যান্ত পরিতাপের বিষয়। পুলিশের সহায়তায় অনেক কিছুই ঘটছে, কিন্তু কে ব্যবস্থা নেবে যখন ব্যবস্থা গ্রহণকারীরাই সহযোগিতা করছে। অন্যদিকে, মুসলিমদেরকে শুধু সন্দেহের বশেই কারাগারে বন্দী করে রাখে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

তথ্যসূত্র:

----

1. Mangaluru: Bajrang Dal members allegedly attack Muslim men - https://tinyurl.com/bdcnfxz9

2. गाड़ी पर जानलेवा हमला करते हुए वीडियो फेसबुक में उपलोड करते हैं, मानो कानून इनकी मुट्ठी में हो, - https://tinyurl.com/mpr3k3nj

3. মুসলিম ব্যক্তিকে মারধর করার ভিডিও - https://tinyurl.com/36zywv86

4. हिंदू वादी संगठन बजरंगदल का गरीब मुस्लमानों पर कहर, - https://tinyurl.com/bddcbzdn

---

কাবুলে হোটেলে হামলার ঘটনা ৩ হামলাকারীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমাপ্ত

গতকাল ১২ ডিসেম্বর ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের শাহরি নাউ এলাকার একটি হোটেল সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়। হোটেলটিতে মূলত চীনা নাগরিকদের যাতায়াত বেশি ছিল।

ধারণা করা হচ্ছিল, খারেজি গোষ্ঠী আইএস সদস্যরা এই হামলা চালিয়ে থাকতে পারেন; তবে সেটি এখনো নিরপেক্ষ সূত্র থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

তবে হামলার পরপরই অতি দ্রুত ঘটনাস্থল মুক্ত করতে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করেন ইমারতে ইসলামিয়ার নিরাপত্তা বাহিনীর যানবাজ মুজাহিদগণ। এরপর সফলভাবে ৩ হামলাকারীকে হত্যার মাধ্যমে তাদের অভিযান সমাপ্ত হয় আলহামদুলিল্লাহ্।

ইমারতে ইসলামিয়ার মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ (হাফি.) ঘোষণা করেছেন, কাবুলের শাহরি নাউ এলাকার একটি হোটেলে হামলার ঘটনাটি ৩ হামলাকারীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে।

হোটেলের সকল অতিথিকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং কোনো বিদেশী নিহত হয়নি। তবে উপরের তলা থেকে লাফিয়ে পড়ে ২ বিদেশি অতিথি আহত হয়েছেন।

হোটেলে উদ্ধার অভিযানের এই সফলতাকে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের নিরাপত্তা সক্ষমতার জলজ্যান্ত প্রমাণ বলে অভিহিত করেছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, এই ঘটনা প্রমাণ করেছে যে, আফগান নিরাপত্তা বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে স্থানীয় ও বিদেশি নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান করতে সক্ষম এবং যথেষ্ট দক্ষ।

তথ্যসূত্র :

----

1. Operation against attack on hotel in Kabul ended with elimination of all attackers; Mujahif

- https://tinyurl.com/ynyehekc

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || ডিসেম্বর ২য় সপ্তাহ, ২০২২ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2022/12/13/61309/

১২ই ডিসেম্বর, ২০২২

সাড়ে ছয় হাজার ফিলিস্তিনিকে চলতি বছর আটক করেছে দখলদার ইসরাইল

ফিলিস্তিনে গত কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আগ্রাসন দখলদার ইসরাইল। প্রতিদিনই খুন, গ্রেফতার, উচ্ছেদ ও দখলদারিত্ব বৃদ্ধি করছে ইসরাইল। এটিকে রীতিমতো যুদ্ধ বললে ভুল হবে না। গত আগস্টে অবরুদ্ধ গাজায় বিমান হামলা চালিয়ে ৫২ জনকে হত্যা করে তারা। এরপর গাজা হামলা বন্ধ হলেও পশ্চিম তীরে যে আগ্রাসন চলছে, তা যেন কোনভাবেই যেন শেষ হবার নয়। এ আগ্রাসনে চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে এখন পর্যন্ত হত্যা করা হয়েছে ২২১ জনকে।

অন্যদিকে চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে এখন পর্যন্ত সাড়ে ছয় হাজার ফিলিস্তিনিকে থেকে আটক করেছে দখলদার ইসরাইল। এর মধ্যে ১৫৩ জন নারী এবং ৮১১টি শিশু রয়েছে। প্রতিনিয়ত সন্ত্রাসবাদী ইসরাইলের গ্রেফতার ও খুনের আগ্রাসনে অতিষ্ঠ ফিলিস্তিনিদের জীবন। রাত-দিনের কোন পার্থক্য নেই যখন যাকে ইচ্ছা তাকেই তুলে নিচ্ছে ইসরাইল। এমনকি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে কনেকে তুলে নেয়ার মতো বর্বরতার নজির স্থাপন করেছে ইসরাইল।

'দি প্যালেস্টাইনিয়ান প্রিজনার্স ক্লাব' নামে ফিলিস্তিনের একটি নিরপেক্ষ ও বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা এই তথ্য জানিয়েছে। সংস্থাটির দেয়া তথ্যমতে- অধিকৃত পশ্চিম তীর থেকে এসব নারী-পুরুষ ও শিশুকে আটক করেছে বর্বর ইহুদিবাদীরা।

সংস্থাটি বলছে, আটক ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ২,১৩৪ জনকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিটেনেশনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ইসরাইলি সেনারা যে সমস্ত ফিলিস্তিনিকে আটক করে, তাদেরকে কথিত অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিটেনশন দেয়া হয়। অধিকৃত ফিলিস্তিনজুড়ে ইসরাইলের ২৩টি কারাগার রয়েছে এবং এ সমস্ত কারাগারে আটক ফিলিস্তিনিদেরকে রাখা হয়েছে।

এই আইনে যে সমস্ত ফিলিস্তিনিকে আটক করে কারাগারে রাখা হয়, তারা কখনো জানতে পারেন না তাদের অপরাধ কী এবং তাদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক কোনো অভিযোগ এনে বিচার প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করা হয় না। ফলে তারা ইসরাইলি আদালতে নিজেদেরকে রক্ষার জন্য কোনো আইনি সহায়তাও পান না। এই সমস্ত বন্দির আটকের মেয়াদ শেষ হয়ে এলে আবার সাজার মেয়াদ ছয় মাস বাড়িয়ে দেয়া হয়। এভাবে বছরের পর বছর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিটেনশনে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি আটক রয়েছেন।

মানবাধিকার সংস্থাটি জানিয়েছে, আটক সাড়ে ছয় হাজার ফিলিস্তিনির মধ্যে ৬০০ বন্দী মারাত্মক রকমের বিভিন্ন রোগে ভুগছেন। এ সমস্ত ব্যক্তি মারাত্মক অসুস্থ থাকলেও তাদের ওপরে বিভিন্ন সময়ে নির্যাতন করা হয়। আটক ফিলিস্তিনিদেরকে খুবই অমানবিক পরিস্থিতির মধ্যে রাখা হয়েছে, তারা ঠিকমতো চিকিৎসা সেবা পান না বরং উল্টো অসুস্থতার জন্য চরম উপেক্ষার শিকার হন।

এভাবে অন্যায়ভাবে ফিলিস্তিনিদের বন্দী করে রাখা পুরোপুরি আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী। তবে ইসরাইল বরাবরই আন্তর্জাতিক আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে ফিলিস্তিনিদের বন্দী করেই যাচ্ছে। আর দালাল জাতিসংঘ ইসরাইল প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই অবৈধ রাষ্ট্র হওয়া সত্বেও স্বীকৃতিদান সহ সকল অন্যায় জুলুমকে নিরবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিবেদক : ইউসুফ আল-হাসান

তথ্যসূত্র:

1. 6,500 Palestinians detained by Israel in 2022-
- https://tinyurl.com/bdd7296u

২ বছর পর মিয়ানমার কারাগার থেকে ৩৭ জনের মুক্তি, নতুন গ্রেফতার ১২

মিয়ানমারের রাজধানী ইয়াঙ্গুনের পার্শবর্তী এলাকা থেকে ১২ জন রোহিঙ্গা মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে দেশটির পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ৮ ডিসেম্বর একটি গাড়িতে অবস্থান করছিল এসব রোহিঙ্গারা। পুলিশ তাদের কোন কারণ ছাড়াই গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়।

সন্ত্রাসী মিয়ানমার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে দেশটির বহিরাগত মনে করে, এজন্য অঘোষিতভাবে রোহিঙ্গাদের আরাকান রাজ্যের বাহিরে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা দিয়ে রেখেছে সন্ত্রাসী জান্তা। এছাড়াও সম্প্রতি যারাই নির্যাতনের মুখে দেশ ছেড়ে পালতে চাচ্ছে তাদেরকেই আটক করছে মিয়ানমার। এবং গ্রেফতারকৃতদের কয়েক বছরের জন্য শ্রমসহ কারাদণ্ডও দিচ্ছে।

এসব কারাভোগী রোহিঙ্গাদের ৩৭ জন নারী-শিশু গত ৮ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছে। তাঁরা গত দুই বছর ধরে মিয়ানমারের কারাগারে বন্দী ছিল। তাদের মধ্যে ৪ বছরের এক শিশুও কারাভোগ করেছে। বর্তমানে প্রায় ২ হাজারের অধিক রোহিঙ্গা বর্বর জান্তার কারাগারে আটক রয়েছে।

অন্যদিকে গত ৮ ডিসেম্বর আন্দামান সাগরে ভাসতে থাকা একটি ট্রলার থেকে ১৫৮ জন রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করে ভিয়েতনামের অফশোর গ্যাস ও তেল কোম্পানি। পরে উদ্ধারকৃত রোহিঙ্গাদের অমানবিকভাবে মিয়ানমারের কাছে তুলে দিয়েছিল ভিয়েতনাম। বর্তমানে তাদের কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না। ধারনা করা হচ্ছে তাদেরকেও বন্দী করতে পারে সন্ত্রাসী মিয়ানমার।

তথ্যসূত্র:

----

1. 12 Rohingyas are arrested in Hley Hku Township Yangon - https://tinyurl.com/4wf3z2dh

2. 37 Rohingya young girls released after two years of imprisonment in Pathein are being handed over to the Muslim community in Pathein while waiting to be sent back to Rakhine with the arrangements of the Junta. The victims include minor as young as 4 years old - https://tinyurl.com/yhfbrdy2

ইসরাইলি আগ্রাসনে লোমহর্ষক খুনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করলো বিশ্ব

ফিলিস্তিনে দখলদার ইহুদি আগ্রাসনের যেন শেষ নেই। প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে নিহত ফিলিস্তিনিদের সংখ্যা। এর সাথে ফিলিস্তিনিদের চাপা দিতে হচ্ছে স্বজন হারানোর বেদনা। তবে এগুলোর মধ্যেও এমন কিছু ঘটনা রয়েছে, যা মেনে নেওয়াটা সহ্য সীমার বাইরে।

এমনই এক ঘটনা ঘটেছে ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের জেনিন শহরে। গতকাল (৯ ডিসেম্বর) সন্ত্রাসী ইসরাইলি সেনারা গুলি করে খুন করে এক ফিলিস্তিনি মুসলিমকে। লাশটি উপুড় হয়ে পড়েছিল একটি দোকানের সামনে।

কিছু সময় পর এক যুবক সেখান দিয়ে যাবার সময় লাশ দেখতে পায়। এবং উপর হওয়া লাশটিকে চিহ্নিত করার জন্য বারান্দা থেকে টেনে রাস্তায় আনে, এবং লাশ সোজা করতেই মিলল এক লোমহর্ষক ঘটনা। এই লাশ অন্য কারো নয়, বরং খুন হওয়া ব্যাক্তি তার আপন ভাই। এ ঘটনায় যুবক একদম বাকরুদ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করতে দেখা যায়। লোমহর্ষক এ ঘটনাটি সিসিটিভি ফুটেজে থেকে মিলেছে।

এমন দৃশ্য ফিলিস্তিনে নিয়মিত ঘটনা। দখলদার সেনারা মায়ের সামনেই কেড়ে নিচ্ছে তার সন্তানকে। পিতার সামনে থেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে সন্তানকে, প্রতিবাদ করলেই করা হচ্ছে গুলি। ফলে দেখা ছাড়া আর কিছুই করতে পারছে না ফিলিস্তিনিরা।

ফিলিস্তিনে কী এভাবেই চলবে ইহুদি আগ্রাসন! আর কতদূর পোঁছালে মুসলিম বিশ্বের ঘুম ভাঙবে- এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে জনমনে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Happened yesterday in Jenin; a young man was pulling the body of a dead Palestinian, who was killed by the lsraeli occupation forces… - https://tinyurl.com/mpsh3rm3

১১ই ডিসেম্বর, ২০২২

মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা ছড়াতে ভারতীয় ANI মিডিয়ার দ্বিচারিতা

হিন্দুত্ববাদী ভারতে সর্বত্রই জ্বলছে মুসলিম বিদ্বেষের আগুন। হিন্দুত্ববাদী নেতাকর্মী ও ধর্মীয় গুরুরা মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে মুসলিম গণহত্যার মাঠ প্রস্তুত করে যাচ্ছে। পাশাপাশি, মুসলিম বিদ্বেষের পালে হাওয়া দিয়ে একেরপর এক প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে হিন্দুত্ববাদী মিডিয়াগুলো। জনমনে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ গেঁথে দিতে প্রতিনিয়ত সন্দেহের বশে, কোন ধরণের তদন্ত ছাড়াই মুসলিমদের নাম উল্লেখ করে অপরাধী হিসেবে চালিয়ে দিচ্ছে

হিন্দুত্ববাদী মিডিয়াগুলো। অন্যদিকে, হিন্দুরা খুন ও ধর্ষণের মত নিকৃষ্ট অপরাধ করলেও তাদের নাম উল্লেখ করছে না। হিন্দুত্ববাদী অপরাধের নিউজগুলো সেভাবে প্রচারও করছে না।

ভারতীয় ANI (এএনআই) মিডিয়ার দ্বিচারিতা ও তাদের কূটকৌশলের কয়েকটি নমুনা তুলে ধরা হলো:

Pic 1. Accused Muslim, ANI mentions the name of the accused.
Pic 2. Accused not Muslim, ANI avoids mentioning the name of the accused.
This isn't the first time @ANI has done this.
One more Interesting pattern, check the Retweets, quote tweets and replies to both the tweets. pic.twitter.com/AM3Tq0ea7P

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) December 10, 2022

এই নিউজে অভিযুক্ত ব্যক্তিটি মুসলিম, তাই ANI মিডিয়া অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করেছে।

https://e.top4top.io/p_2536nqzqt1.jpg

এই নিউজে অভিযুক্ত ব্যক্তিটি মুসলিম নয়। তাই ANI অভিযুক্তের নাম এড়িয়ে গেছে, যদিও হিন্দু ব্যক্তির অপরাধ মুসলিম ব্যক্তির থেকেও বেশি। এটাই প্রথম এমন করেছে তা নয়। বরং, সকল নিউজের ক্ষেত্রেই অভিযুক্ত মুসলিম হলে নাম উল্লেখ করে ব্যাপকভাবে হাইলাইট করে প্রচার করে হিন্দুত্ববাদী মিডিয়াগুলো।

https://b.top4top.io/p_2536tqe8e1.jpg

এই নিউজে অভিযুক্ত ব্যক্তিটি মুসলিম। তাই অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করেছে ANI।

https://f.top4top.io/p_2536ynmmc1.jpg

এখানেও অপরাধীদের নাম উল্লেখ করে নাই। কারণ, এরা হিন্দু।

এটা কোন গোপন বিষয় নয় যে, ANI আসলে বিজেপির হয়ে মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা ছড়ানোর জন্য কাজ করা হলুদ মিডিয়ার একটি অংশ। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মুসলিম নাম দেখতে দেখতে এ ধারণা তৈরী হওয়াটা স্বাভাবিক যে, সব অপরাধ মুসলিমরাই করে থাকে। আর হিন্দুরা মারাত্মক অপরাধ করলেও তাদের নাম প্রকাশ করে না হিন্দুত্ববাদী মিডিয়াগুলো। কিছুদিন পর হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন হিন্দু অপরাধীদের ছেড়ে দিলেও সেগুলো মিডিয়াতে আসে না, কেউ টেরও পায় না। এভাবেই হিন্দুত্ববাদী মিডিয়াগুলো সুকৌশলে মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ ছড়িয়ে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

------

1. Pic 1. Accused Muslim, ANI mentions the name of the accused. Pic 2. Accused not Muslim, ANI avoids mentioning the name of the accused. -https://tinyurl.com/3c9f67s7

ব্রেকিং || পাক-আফগান সীমান্তে ফের তীব্র সংঘর্ষ: হতাহত ৪৮

বৃটিশদের তৈরি কল্পিত ডুরান্ড লাইন পাক-আফগান বাহিনীর মাঝে বছরের পর বছর ধরে চলে আসা সংঘর্ষের ক্রীড়নকের ভূমিকা পালন করছে। আফগানিস্তানে ইমারাতে ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠার হওয়ার পর ডুরান্ড লাইনে এই সংঘর্ষ আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে। এতে অসংখ্য সৈন্য হতাহত হচ্ছে।

১১ ডিসেম্বরও কল্পিত এই ডুরান্ড লাইনের চমন এলাকায় ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান ও বৃটিশদের গোলাম গাদ্দার পাকিস্তান সেনাদের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ হয়েছে। প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী, এই সংঘর্ষে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট ৭ জন নিহত এবং আরও কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়েছে। বিপরীতে ইমারাতে ইসলামিয়ার ১ জন সীমান্তরক্ষী শহিদ এবং বেসামরিক নাগরিক সহ আরও ১২ জন আহত হয়েছেন।

সূত্র মারফত জানা যায়, ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের সীমান্তরক্ষীরা চমন সীমান্তে একটি সামরিক পোস্ট বসাচ্ছিলেন। এতে পাকিস্তানের গাদ্দার সামরিক বাহিনী মুজাহিদদের বাঁধা দেয়। এই সূত্র ধরেই উভয় বাহিনীর মাঝে বাকবিতন্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে গুলাগুলি শুরু হয়। এসময় উভয় পক্ষ ভারী অস্ত্র ব্যবহার করে। এই সংঘর্ষ টানা ৪ ঘন্টা ধরে চলতে থাকে।

সংঘর্ষ শুরু হলে, ইমারাতে ইসলামিয়া সীমান্তে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পাকি সেনাদের কঠিন হস্তে দমন করেন। মাটিতে পড়ে থাকা পাকি বাহিনীর বেশ কিছু আহত এবং মৃতদেহের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। হতাহতদের মধ্যে সাতটি মৃতদেহ এবং ৩০ জন আহত সেনাকে চমনের সিভিল হাসপাতাল স্থানান্তর করা হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

স্থানীয়দের মতে, রাতেও ঐ সীমান্ত এলাকায় দুই সামরিক বাহিনীর মাঝে উত্তেজনা বিরাজ করছে। সীমান্ত উভয় দেশের শতশত সেনা ভারী অস্ত্র শস্ত্র ও সাঁজোয়া যান নিয়ে টহল দিচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত নভেম্বরও সীমান্তে পাকি-বাহিনী কর্তৃক মুসলিম নারীদের অপমান ও সড়ক নির্মাণে বাঁধা দেওয়ায় উভয় দেশের সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে পরপর দুটি সংঘর্ষ হয়েছে। সেসময় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অন্তত ১৭ সৈন্য নিহত এবং আরও কয়েক ডজন সৈন্য আহত হয়েছিল।

এবার হায়দ্রাবাদে হালাল বিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে হিন্দুত্ববাদী দলগুলো

হিন্দুত্ববাদী ভারতে মুসলিমদের জন্য গরু জবাই করা, গরুর গোশত খাওয়া ও বহন করা অনেক আগে থেকেই অঘোষিত নিষেধ হয়ে আছে। উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা 'হালাল জিহাদ' ট্যাগ লাগিয়ে এসকল বিষয়ে মুসলিম বিদ্বেষী প্রচারণা চালাচ্ছে।

ইতিপূর্বে কর্ণাটক সহ অনেক রাজ্যে মুসলিমদের হালাল খাবারের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে উগ্র প্রশাসন ও হিন্দু সন্ত্রাসীরা। এমনকি মুসলিমদের বয়কটের আহ্বানও জানিয়েছে তারা।

এবার হায়দ্রাবাদে হিন্দুত্ববাদী দলগুলো 'হালাল জিহাদ' বিরোধী প্রচারণা শুরু করেছে।

১১ ডিসেম্বর বিকেল ৫টায় কাচিগুড়ার বদরুকা কলেজে এমনই একটি অনুষ্ঠান হবার প্রচারণা প্রকাশিত হয়েছে। 'H2H বিজনেস' নেটওয়ার্কিং এবং 'সনাতন হিন্দু সংঘ' নামে দুইটি সংগঠন এই আয়োজন করেছে।

উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলো বিশ্বব্যাপী ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনকারী হালাল পণ্য নিয়ে 'উদ্বেগ' প্রকাশ করছে। ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) জনপ্রতিনিধিরা হালাল পণ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কারণ, তারা মনে করে যে এটি হিন্দুদের ব্যবসাগুলিকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। হিন্দু ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলোর উদ্দেশ্যে প্রচারিত একটি বার্তায় তারা জানিয়েছে, "হালাল আমাদের হিন্দু ব্যবসায়ীদের অর্থনীতিকে ধ্বংস করছে। এই হালালের বিরুদ্ধে আমাদের ক্রুসেডের ধারাবাহিকতায় আসুন আমরা বুঝার চেষ্টা করি যে, কিভাবে হালাল আমাদের অজান্তেই আমাদের প্রত্যেককে প্রভাবিত করছে। চলুন এই অনুষ্ঠানে যোগদান করি, হালালের বিরুদ্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করি এবং হালাল নামক এই দানবকে শেষ করি।"

হালাল, মুসলমানদের জন্য এমন একটি শব্দ যার দ্বারা বুঝা যায় এটি মুসলিমদের জন্য অনুমোদিত। হালাল গোশত বলতে বোঝায়, যে প্রাণীগুলো আল্লাহ তা'আলা খাওয়া জায়েজ করেছেন। দীর্ঘ মেয়াদে ধীরে ধীরে মুসলিমদের ঈমান ধ্বংস করারর ষড়যন্ত্র থেকেই উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা এমন পদক্ষেপ নিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

1.Hyderabad: Hindutva groups to hold awareness program on 'Halal Jihad' (The Siasat) -https://tinyurl.com/mrysyfm7

---

২০০ রোহিঙ্গা বহনকারী দুটি ট্রলার আন্দামান সাগরে নিখোঁজ

কমপক্ষে ২০০ রোহিঙ্গা বহনকারী দুটি ট্রলার মালয়েশিয়ার কাছাকাছি আন্দামান সাগরে গত দুই সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ রয়েছে। গত কয়েকদিন আগেই ট্রলারের মাঝি সেটেলাইট ফোনে জানিয়েছিল যে খাবার ও পানীয়ের অভাবে ইতোমধ্যে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।

রোহিঙ্গা মানবাধিকার কর্মীরা মালয়েশিয়া সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন তারা যেন দ্রুত এসকল রোহিঙ্গাদেরকে উদ্ধারের পদক্ষেপ নেন। নতুবা তারা নিশ্চিত মৃত্যুর ঝুঁকিতে রয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

আর আগে গত ৮ ডিসেম্বর আন্দামান সাগরে ভাসতে থাকা একটি ট্রলার থেকে ১৫৮ জন রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করে ভিয়েতনামের অফশোর গ্যাস ও তেল কোম্পানি। এরপর তাদেরকে অমানবিকভাবে মিয়ানমার জান্তা সরকারের কাছে তুলে দেয়া হয়। অথচ মিয়ানমার জান্তার নির্যাতন থেকে বাঁচতেই তারা গত পাঁচ বছর ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, জান্তা সরকারের কাছে হস্তান্তরের সময় উদ্ধারকৃত রোহিঙ্গা মুসলিমরা হাউমাউ করে কাঁদছেন। এছাড়াও রোহিঙ্গাদেরকে শারিরিক নির্যাতন করার দৃশ্যও ভিডিওতে দেখা গেছে।

উল্লেখ্য যে, গত নভেম্বর মাসের শেষের দিকে বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল ট্রলারগুলো। দুর্ভাগ্যবশত গত এক সপ্তাহ আগে ট্রলারগুলোর ইঞ্জিন বিকল হয়ে সাগরে ভাসতে থাকে। এগুলোর মধ্যে একটি উদ্ধার হলেও বাকী দু'টি এখন সাগরে নিখোঁজ রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। Two more boats are still missing while one was rescued by Off shore gas and oil company and handed over to the Junta of Myanmar - https://tinyurl.com/mr9w7u2s

২। Activists appeal for rescue of Rohingya refugees stranded at sea in leaking boat - https://tinyurl.com/dzb9aey3

৩। REPORTS THAT VIETNAM(?) HAS HANDED THE RESCUED 158 Rohingya to the Myanmar navy - https://tinyurl.com/mtecsz56

৪। News of a boat carrying Rohingya floating in the sea near Thailand – https://tinyurl.com/4dub8de8

১০ই ডিসেম্বর, ২০২২

হিন্দুত্ববাদী ছাত্র সংগঠনের মুসলিম গণহত্যা ও গণ ধর্মান্তরকরণের চক্রান্ত ফাঁস

সম্প্রতি হিন্দুত্ববাদী বিজেপির ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) গ্রুপের চ্যাট এবং বার্তার স্ক্রিনশট ফাঁস হয়েছে। সেই ফাঁস হওয়া হোয়াটসঅ্যাপ বার্তাগুলিতে হিন্দু ছাত্ররা মুসলিমদের গণহত্যা, গণ ধর্মান্তর কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যায়।

চ্যাটটি দিল্লি টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটির (DTU) ABVP হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রুপটির নাম "ABVP DTU Freshers", চ্যাট এবং বার্তাগুলির স্ক্রিনশটগুলিতে এই গ্রুপের বেশ কয়েকজন সদস্যকে গণহত্যা এবং মুসলিমদের গণধর্মান্তর নিয়ে আলোচনা করতে দেখায়।

চ্যাটের একজন সদস্য পরামর্শ দিয়েছে যে, একটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় বোমা বিস্ফোরণ বা "অন্যান্য দুর্ঘটনা" ঘটিয়ে "অধিকাংশ মুসলমানকে নির্মূল করার" পরিকল্পনা করা যায়। অন্যদিকে অন্য একজন "ভাগওয়া লাভ জিহাদ" চালানোর জন্য মুসলিম মহিলাদের "ক্রয় বা অপহরণ" করার পরামর্শ দিয়েছে।

উল্লেখ্য, ভারতে দিন দিন হিন্দু কর্তৃক মুসলিম নারীদের অপহরণ, ধর্ষণ, জোরপূর্বক বিয়ে করার ঘটনা বেড়েই চলেছে।

কথোপকথনের মাঝে অন্য একজন বলেছে যে, মুসলিম সম্প্রদায়কে নির্মুল করে দেওয়ার জন্য একটি গণহত্যা বা মুসলমানদের গণ বন্ধ্যাকরণের পরিকল্পনা করা উচিত এবং তা দ্রুত চালানো উচিত। সে এও মতামত দিয়েছে যে, হিন্দু মহাসভা বা অন্যান্য হিন্দুপন্থী ও হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলিকে "মুসলিম মেয়েদের বিয়ে এবং তাদের হিন্দুতে ধর্মান্তরিত করার বিষয়ে একটি কোর্স শুরু করা উচিত।

অথচ, উগ্র হিন্দুরাই লাভ জিহাদের অবান্তর অভিযোগে প্রতিনিয়ত মুসলিমদের পিটিয়ে হতাহত করছে।

গতকাল ৯ ডিসেম্বর, মধ্যপ্রদেশ ইন্দোরে, "লাভ জিহাদের" অভিযোগে দুই মুসলিমকে পিটিয়েছে বজরং দলের গুণ্ডারা।

লাভ জিহাদ হল হিন্দু একটি ষড়যন্ত্র তত্ত্ব যা মুসলিম পুরুষদেরকে হিন্দু নারীদেরকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে বাধ্য করার জন্য অভিযুক্ত করে।

এছাড়া, গত বৃহস্পতিবার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় দিল্লিতে মুসলিম ছাত্র ও অ্যাক্টিভিস্টদের উপর হামলা চালিয়েছে হিন্দুত্ববাদী ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। প্রায় ৩৬ টি সংগঠনের যৌথ ফ্রন্ট 'ক্যাম্পেইন অ্যাগেইনস্ট স্টেট রিপ্রেশন'-এর সদস্যরা জানিয়েছে যে, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে প্রচারণা চালানোর সময় তারা অখিল ভারতী বিদ্যার্থী পরিষদ (ABVP) – রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ছাত্র শাখার সন্ত্রাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন।

প্রচারণার পাঁচজন সদস্য সহিংসতায় গুরুতর আহত হয়েছেন। মুসলিম নেতাকর্মীরা জানান, তাদের ওপর পাথর, লাঠিসোঁটা ও রড দিয়ে হামলা করা হয়েছে।

হিন্দুত্ববাদী ভারতে মুসলিম গণহত্যা বাস্তবায়নে কাজ করছে সকল শ্রেণির উগ্র হিন্দুরা। ছাত্র থেকে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা সকলেই মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে মুসলিম গণহত্যার মাঠ প্রস্তুত করছে। তাদের পরিকল্পনা- যার সামান্য কিছু প্রকাশিত হচ্ছে- তা থেকেই অনুমান করা যায়, তারা মুসলিমদের নির্মূলে কতটা উন্মত্ত হয়ে আছে।

তথ্যসূত্র:

১। Leaked WhatsApp messages of ABVP group shows students discussing Muslim genocide, mass conversion (Vartha Bharati) - https://tinyurl.com/2479suyc

২। Indore, Madhya Pradesh Bajrang Dal goons beat two Muslim men over accusations of "Love Jihad." - https://tinyurl.com/52hj47km

৩। Delhi: Student, Activists Campaigning for G.N. Saibaba's Release Allegedly Attacked by ABVP Members –https://tinyurl.com/v3h2nz9

[ভিডিও] আল-কায়েদার হামলায় বুরকিনান বাহিনীর ফের ৫০টিরও বেশি যান ধ্বংস

সম্প্রতি পশ্চিম আফ্রিকার একাধিক দেশে সামরিক কার্যক্রম বাড়িয়েছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম)। এর মধ্যে বুরকিনা ফাসো অন্যতম। দেশটিতে আল-কায়েদার ক্রমাগত হামলায় দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে গাদ্দার পুতুল প্রশাসন। সেই সাথে বিভিন্ন শহরের নিয়ন্ত্রণও হারাচ্ছে পশ্চিমা সমর্থিত সরকার।

এই ধারাবাহিকতায় 'জেএনআইএম' মুজাহিদিন গত ৯ ডিসেম্বর দেশটিতে দুঃসাহসী একটি অপারেশন পরিচালনা করছেন। কেয়া-ডোরি অঞ্চলে বুরকিনান সেনাবাহিনীর জন্য সরবরাহকারী একটি কনভয় লক্ষ্য করে হামলাটি চালানো হয়েছে। এতে কনভয়ের ৫০টিরও বেশি ট্যাংকার ধ্বংস হয়েছে।

https://twitter.com/SonniMaiga/status/1601277336728457217?t=6oKwpvmj-1Q6S4EXDzcI6Q&s=19

উল্লেখ্য যে, এর আগেও গত সেপ্টেম্বরে সামরিক বাহিনীর জন্য সরবরাহকারী একটি কনভয়ে অতর্কিত হামলা চালান 'জেএনআইএম' মুজাহিদিন। তাতে সামরিক বাহিনীর ৯০টিরও বেশি সাঁজোয়া যান ধ্বংস হয়। সেই সাথে ৬৫ জন্য সৈন্যকে মুজাহিদগণ হত্যা করেন। এই হামলার ঘটনায় বুরকিনান প্রশাসন এবং সামরিক বাহিনী চরম সামরিক এবং অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়ে। ফলশ্রুতিতে দেশটিতে সামরিক অভ্যুত্থানের মতো ঘটনা ঘটেছে।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, আল-কায়েদার এ ধরনের হামলার মাধ্যমে বুরকিনান সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ড ভেঙে যাচ্ছে। এতে মুজাহিদদের জন্য রাজধানী বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত হচ্ছে।

হুদুদ বিরোধীদের কড়া জবাব দিলো ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান

সম্প্রতি আফগানিস্তানে ইমারতে ইসলামিয়া প্রকাশ্যে হুদুদ কায়েম করা শুরু করেছেন। এতে তথাকথিত সুশীল শ্রেণী ও মানবাধিকার সংরক্ষণের নামে মানবাধিকার ভক্ষক পশ্চিমা দেশগুলোর চুলকানি শুরু হয়ে গেছে।

এ সকল ধোঁকাবাজদের উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের মুখপাত্র জবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিযাহুল্লাহ।

হুদুদ কায়েমের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মহল থেকে ব্যক্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতাশা প্রকাশ করেছেন জবিহুল্লাহ মুজাহিদ। তিনি বলেন, এটা খুবই দুঃখজনক যে, কিছু দেশ এবং সংস্থা এখনও আফগানিস্তান সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাচ্ছে না।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, "আফগানিস্তানের জনগণের মধ্যে ৯৯ শতাংশই মুসলিম। ইসলামি শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য পাহাড়সম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে।"

"আমেরিকা ও ইউরোপ সহ বিশ্বের অনেক দেশেই মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির বিধান রয়েছে। এরপরও ইসলামি শাস্তি প্রয়োগ করার কারণে আফগানিস্তানের সমালোচনা করার অর্থ হচ্ছে – হয় তারা পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাচ্ছে না অথবা ইসলামের সাথে তাদের শত্রুতা রয়েছে, অথবা তারা মুসলিমদের বিশ্বাস, বিধান ও আভ্যন্তরীণ বিষয়ের ব্যাপারে শ্রদ্ধা রাখে না। এটা স্পষ্ট ভাবেই ভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে অযাচিত হস্তক্ষেপ যা অত্যন্ত নিন্দনীয়।"

তালিবান প্রশাসন ঠিক যেভাবে ত্যাগ তিতিক্ষা ও সাহসিকতার সাথে আগ্রাসী আমেরিকাকে আফগানিস্তান থেকে বিতাড়িত করেছেন, এখনও ঠিক সেভাবেই ইসলাম ও মুসলিমদের সম্মান সমুন্নত করে যাচ্ছেন।

অন্যদিকে, বিশ্বের অন্যান্য নামধারী মুসলিম শাসকরা পশ্চিমাদের চাপে এবং নিজেদের গদি টিকিয়ে রাখার জন্য ইসলাম ও মুসলিমদেরকে বিক্রি করে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত।

তথ্যসূত্র:

১। Reaction of spokesman of the IEA Regarding Criticizing of Islamic Laws - https://tinyurl.com/25mbjrwh

---

হিন্দুত্ববাদীদের স্বরূপ উদঘাটন করে বই লেখায় মুসলিম লেখক আটক

আরএসএস, ভিএচপিসহ অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর স্বরূপ উদঘাটন করে একটি বই লিখেছেন মুসলিম লেখক ফারহাত খান। হিন্দুত্ববাদীদের অপকর্ম ও তাদের ভবিষ্যৎ পলিকল্পনার কথা তুলে ধরায় এই মুসলিমের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদের অবমাননা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলো।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) সদস্যরা ইন্দোরের গভর্নমেন্ট নিউ ল কলেজে প্রতিবাদ জানানোর পর ৩ ডিসেম্বর খানের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। এবিভিপি হল উগ্র হিন্দুত্ববাদী আরএসএস এর ছাত্র সংগঠন।

এবিভিপি এর সদস্যরা অভিযোগ করে যে, খানের বইতে হিন্দু এবং হিন্দুত্ববাদী সংগঠন যেমন আরএসএস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের বিরুদ্ধে আপত্তিকর বিষয়বস্তু রয়েছে এবং এটি ২০১৭ সাল থেকে শিক্ষার্থীদের শেখানো হচ্ছে।

উগ্র হিন্দুত্ববাদী ছাত্র সংগঠনটি আরও অভিযোগ করে, বইটিতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে একটি ধ্বংসাত্মক আদর্শ হিসাবে দেখানো হয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং অন্যান্য হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি একটি হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং অন্যান্য সম্প্রদায়কে দাস বানাতে চায় বলে মিথ্যা তথ্য বইটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ফারহাত খান ছাড়াও গভর্নমেন্ট নিউ ল কলেজের অধ্যক্ষ ইনাম উর রহমান ও মির্জা মজিজ বেগ নামে এক অধ্যাপকের বিরুদ্ধে মামলা করেছে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। মামলাটি ভারতীয় দণ্ডবিধির 153A (বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা প্রচার) এবং 295A (ধর্মীয় অনুভূতিকে ক্ষুব্ধ করার উদ্দেশ্যে কাজ) এর অধীনে দায়ের করা হয়।

গত ৮ ডিসেম্ববর, মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র জানিয়েছে, ফারহাত খান যখন পুনেতে একটি হাসপাতালে ডায়ালাইসিস করছিলেন, তখন তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ইন্দোর-ভিত্তিক মুসলিম লেখক ফারহাত খান গুরুতর কিডনি রোগে ভুগছিলেন এবং নিয়মিতভাবে ডায়ালাইসিসের প্রয়োজন ছিল। অথচ, উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা এমন গুরুতর অসুস্থ মানুষকে ডায়ালাইসিস চলাকালীন আটক করেছে।

'আমার ল পাবলিকেশন্স' প্রতিনিধি হিতেশ ক্ষেত্রপাল বলেছেন, বইটির প্রথম সংস্করণ ২০১৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। আমরা ২০২১ সালে বইয়ের কিছু অংশ সম্পর্কে হিন্দুত্ববাদীদের অভিযোগ জানতে পারি। তখন আমরা এটির লেখক ডঃ ফারহাত খানের সাথে আলোচনা করি। তারপর সেগুলো পরিবর্তন করেছিলাম যেন হিন্দুত্ববাদীদের রোষানল থেকে বাঁচা যায়। তবুও হিন্দুত্ববাদীদের ক্ষোভ কমেনি।

উল্লেখ্য, ভারতকে একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র বানানোর ঘোষণা উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতারা বহু আগে থেকেই প্রকাশ্যে দিয়ে আসছে। বাক স্বাধীনতার সবক দেয়া এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র এই লেখককে শুধুমাত্র তার মুসলিম পরিচয়ের কারণেই হয়রানি করছে; সত্য প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করছে।

তথ্যসূত্র: ১। Madhya Pradesh Police arrest author of book with purported ‘objectionable content’ about Hindus - https://tinyurl.com/ycysnr37

০৯ই ডিসেম্বর, ২০২২

সোমালি বাহিনী থেকে আরও দুই শহর পুনরুদ্ধার করেছে আশ-শাবাব

সম্প্রতি সোমালিয়ার হিরান রাজ্যে ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব ও পশ্চিমা সমর্থিত সরকারি বাহিনীর মধ্যে তীব্র লড়াই চলছে। এসব সংঘর্ষে শত্রু বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে প্রতিরোধ বাহিনী তাদের হাতছাড়া হওয়া এলাকাগুলো পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ।

স্থানীয় সূত্র মতে, গত ৭ ও ৮ ডিসেম্বর রাজ্যটির আরও ২টি শহর পুনরুদ্ধার করেছেন আশ-শাবাব প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

সূত্র মতে, গত ৭ ডিসেম্বর হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন রাজ্যটির আলিগুদুদ জেলার আল-ফুরকান শহরে অতর্কিত হামলা চালান। সেখানে পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার বাহিনী ও হারাকাতুশ শাবাবের মাঝে তীব্র লড়াই সংঘটিত হয়। কয়েক ঘন্টার তীব্র লড়াইয়ে সোমালি সামরিক বাহিনীতে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটে। ফলে শত্রু সেনারা আল-ফুরকান শহর ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়।

একই ভাবে, ৮ ডিসেম্বর সকালে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন হিরানের প্রাদেশিক রাজধানী বালডাওয়েনের উপকণ্ঠে অবস্থিত বিরহানি শহরে একটি ভারী সশস্ত্র হামলা চালিয়েছেন। প্রায় অর্ধশতাধিক মুজাহিদ একযোগে শহরের প্রধান সামরিক ঘাঁটি ঘিরে তীব্র আক্রমণ শুরু করেন। এতে গাদ্দার সোমালি বাহিনীর অসংখ্য সৈন্য হতাহত হয় এবং বাকিরা পালিয়ে যায়। ফলে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন সামরিক ঘাঁটি ও শহরের নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হন।

এই শহরগুলো বিজয়ের পূর্বে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন রাজ্যটির দক্ষিণ-পূর্ব উপকণ্ঠে অবস্থিত বোকো, বুরদার, নুরফানাক্স এবং তারেজান্তে শহরগুলি পুনরুদ্ধার করেছেন- আলহামদুলিল্লাহ।

কাশ্মীর || ফের এক মুসলিম সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করলো হিন্দুত্ববাদী পুলিশ

আবারও কাশ্মীরের এক মুসলিম সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করেছে দখলদার হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। গ্রেপ্তারকৃত সেই সাংবাদিকের নাম খলিদ গুল। তিনি কাশ্মীরের ইসলামাবাদ জেলার একজন সিনিয়র মুসলিম সাংবাদিক বলে জানিয়েছে দখলদার পুলিশ বাহিনী।

দখলদার পুলিশ বাহিনীর এক কর্মকর্তা জানায়, খালিদ গুলকে ২০১৭ সালে দায়ের করা একটি পুরানো মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

খালিদ গুল পূর্বে কাশ্মীরের ব্যুরো চিফ হিসেবে গ্রেটার কাশ্মীর পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন। তবে মাস কয়েক আগে সেখান থেকে পদত্যাগ করেন তিনি।

উল্লেখ্য যে, কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদীরা নিজেদের সন্ত্রাসীমূলক কর্মকাণ্ড ঢাকতে বিগত ৩০ বছর ধরেই সেখানের মুসলিম সাংবাদিকদের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালাচ্ছে। যারাই কাশ্মীরের স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলছে তাদেরকেই বন্দী কিংবা গুম বা খুন করছে।

এমনকি এই হিন্দুত্ববাদীরা নিজেদেরকে 'হিরো' হিসেবে উপস্থাপন করতে ও স্বাধীনতাকামীদের 'সন্ত্রাসী' ট্যাগ দিতে সাংবাদিকদের ওপর নিজেদের প্রভাবও খাটাচ্ছে। ফলে অনেক সাংবাদিককে বাধ্য হয়েই সত্য প্রচার থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে।

তথ্যসূত্রঃ

----

1. Police arrests senior Kashmiri journalist Khalid Gul - https://tinyurl.com/yckpe6tw

---

পাকিস্তানের ডিআই-খানে টিটিপির হামলা: হতাহত ৩, অনেক গনিমত লাভ

সম্প্রতি পশ্চিমা ক্রীড়নক পাকিস্তান প্রশাসন ও দেশটির জনপ্রিয় প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) মধ্যকার দীর্ঘদিনের যুদ্ধবিরতি ভেঙ্গে গেছে। এরপরই দেশের বিভিন্ন স্থানে হামলা বাড়িয়েছেন টিটিপি মুজাহিদগণ। এতে প্রতিদিন গাদ্দার পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বহু সংখ্যক সৈন্য হতাহত হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রমতে, গত ৮ ডিসেম্বর পাকিস্তানের ডিআই-খান প্রদেশে পরপর ৩টি হামলা চালিয়েছেন টিটিপি মুজাহিদগণ। এরমধ্যে প্রথম হামলাটি চালানো হয় ট্যাঙ্ক জেলার তোরকারা এলাকায়। সেখানে পোলিও কর্মীদের ছদ্মবেশে গাদ্দার পাকিস্তান সেনারা মুজাহিদদের উপর হামলা চালানোর চেষ্টা করে। ফলে মুজাহিদিনরা তীব্র পালটা আক্রমণ পরিচালনা করেন। এতে গাদ্দার বাহিনীর অন্তত ৩ সৈন্য হতাহত হয় এবং বাকিরা পালিয়ে যায়।

দ্বিতীয় হামলার ঘটনাটি ঘটে ডেরা ইসমাইল খান জেলার কোট-পুলক এলাকায়। সেখানে দেশটির পুলিশ বাহিনীর একটি ইউনিটকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করেন মুজাহিদগণ এবং কোন গুলাগুলি ছাড়াই তাদেরকে বন্দী করেন।

এরপর তাদের সাথে থাকা অস্ত্রগুলো বাজেয়াপ্ত করে তাদেরক সুস্থাবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয়। গত মাসেও মুজাহিদগণ এরকম ১৫ পুলিশ সদস্যকে বন্দী করার পর ছেড়ে দিয়েছেন।

অন্য হামালাটি চালানো হয়েছে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের পাটওয়ালাই এলাকায়। সেখানে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর জন্য খাবার সরবরাহকারী একটি ট্রাক আটক করেন মুজাহিদগণ। যানবাহনে বোঝাই পণ্যগুলির মধ্যে ছিলো আটা, চিনি, চাল, শাকসবজি, ফল, চা এবং অন্যান্য পণ্য। মুজাহিদগণ প্রয়োজনীয় মালামাল টিটিপির কেন্দ্রে পৌঁছে দেন এবং অবশিষ্ট মালামাল ধ্বংস করেন - আলহামদুলিল্লাহ। এদিকে ট্রাক চালক বেসামরিক নাগরিক হওয়ায় মুজাহিদগণ ট্রাকসহ তাকে নিরাপদে ছেড়ে দেন।

এবিষয়ে টিটিপির মুখপাত্র জানান, “আমরা ইতিমধ্যেই সেনাবাহিনীকে সমর্থন না করার জন্য সাধারণ জনগণকে জানিয়েছি। তা সত্ত্বেও এই বিষয়ে অভিযোগ পেয়েছি। মুজাহিদগণ এখনও এসব চালক এবং বেসামরিক যানবাহনকে যেতে দিচ্ছে, তবে ভবিষ্যতে এই বিষয়টির সুরাহা করা হবে। তাই এ বিষয়ে বেসামরিক নাগরিকদের সতর্ক হওয়া উচিৎ।”

মালিতে দ্বীন কায়েমের লড়াই প্রসারিত করার ঘোষণা আল-কায়েদার

২০১৩ সাল থেকেই পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে আন্তর্জাতিক কুফ্ফার শক্তি ও আঞ্চলিক গাদ্দার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে একযোগে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিনোধ বাহিনী 'জেএনআইএম'| সেই সূত্র ধরেই সম্প্রতি দেশটি 'কাই' রাজ্যে পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার মালিয়ান সেনাবাহিনীর অবস্থানে সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

সেই সাথে মালির সর্বত্র শরীয়াহ কায়েম না হওয়া পর্যন্ত সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে হামলা চালিয়ে যাবার ঘোষণা দিয়েছে দলটি। জেএনআইএম-এর মিডিয়া আউটলেট 'আয-যাল্লাকা' মিডিয়া প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এমনটি ঘোষণা করেছে দলটি। যেখানে গত ৬ ডিসেম্বর পরিচালিত একটি হামলার দায়ও স্বীকার করেছেন মুজাহিদগণ।

রিপোর্টে বলা হয়, গত মঙ্গলবার মালির কাই রাজ্যের নিমাজালা অঞ্চলে মালিয়ান সেনাবাহিনীর একটি সুরক্ষিত অবস্থানে এ্যামবুশ হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এতে বহু সংখ্যক গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে। তবে হামলার লক্ষ্যবস্তু স্থানটি শত্রুপক্ষের আওতায় থাকায়, মুজাহিদগণ অভিযান শেষে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। ফলে হামলার ক্ষয়ক্ষতির সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান জানা যায়নি।

বিবৃতিতে আরও যোগ করা হয়, "জামায়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন (জেএনআইএম) গাদ্দার মালিয়ান সেনাবাহিনীর উপর পুরো দেশ জুড়ে, পূর্ব-পশ্চিম এবং উত্তর-দক্ষিণ সবদিক থেকে হামলা চালাতে থাকবেন। আর এই হামলা অব্যাহত থাকবে, যতদিন না আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়িত হচ্ছে, ইনশাআল্লাহ।"

শাবাবের হামলায় তটস্থ সোমালি বাহিনী: গোয়েন্দা প্রধানসহ হতাহত ২১

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় গত কয়েকদিন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবকে সম্মুখ লড়াইয়ে কিছুটা কম দেখা গেলেও, টার্গেট কিলিং অপারেশনে সরব দেখা গেছে। এতে গাদ্দার সোমালি প্রশাসনের শীর্ষ ২ গোয়েন্দা কর্মকর্তাসহ ৭ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হতাহত হয়েছে।

শাহাদাহ এজেন্সির তথ্য অনুযায়ী, গতকাল ৮ ডিসেম্বর মধ্যরাতে এধরণের একটি টার্গেট কিলিং অপারেশন চালানো হয়েছে জিজু রাজ্যের লুউক এবং দোলা শহরের সংযোগকারী সড়কে। মুজাহিদদের এই হামলার শিকারে পরিণত হয় রাজ্যটির ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি সার্ভিসের কমান্ডার-ইন-চীফ আব্দুল রহমান বাকাল কোকি এবং তার ডেপুটি আব্দুল্লাহ কিনি। হামলায় গোয়েন্দা প্রধান নিহত এবং তার ডেপুটি আহত হয়েছে।

সূত্রটি জানায়, হামলায় আহত হওয়া ডেপুটি গোয়েন্দা প্রধান আব্দুল্লাহ কিনি পূর্বে জিজু রাজ্যের বালাদ হাওয়া এবং দোলা শহরের গোয়েন্দা সংস্থার কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিল।

আশ-শাবাব জানায়, বাকাল কোকির হত্যা এবং আব্দুল্লাহ কিনির আহত হওয়ার ঘটনাটি জিজু রাজ্যে ধর্মত্যাগী মুরতাদ প্রশাসনের মুখে একটি চপেটাঘাত। একই সাথে ক্ষতিগ্রস্থ শত শত মুসলমানের পক্ষ এটি প্রতিশোধ নেওয়ার একটি প্রক্রিয়া। এই দুই অফিসারের হাতে অনেক নিরপরাধ মুসলমান শহীদ হয়েছেন। এছাড়াও অনেককে দখলদার ইথিওপিয়া এবং কেনিয়ার ক্রুসেডার গোয়েন্দাদের হাতে তুলে দিয়েছিল এই দুই গাদ্দার।

এই দুই হামলা ছাড়াও মুজাহিদগণ যুবা রাজ্যের কিসমায়ো এবং শাবেলি রাজ্যের আলী-জাদুদ শহরে বেশ কয়েকটি পৃথক হামলা চালিয়েছেন। এতে গাদ্দার সোমালি বাহিনীর ৪ কমান্ডারসহ অন্তত ১৪ সেনা হতাহত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকান শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন ও পশ্চিমা সমর্থিত মোগাদিশু প্রশাসনের মাঝে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে তীব্র লড়াই চলছে। এই প্রক্রিয়ায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন হারানো অনেক এলাকা পুনরুদ্ধারসহ মোগাদিশু প্রশাসনের সাথে যুক্ত অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিত্বকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছেন। এই সফলতা পূর্বের কয়েক বছরের চাইতেও কয়েকগুণ বেশি - আলহামদুলিল্লাহ।

বুরকিনা ফাসোতে আল-কায়েদার হামলায় পর্যুদস্ত তাগুতের বাহিনী

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোতে দ্বীন কায়েমের অন্তরায় সরকারি বাহিনীর উপর হামলা অব্যাহত রেখেছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। সম্প্রতি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের দ্বারা পরিচালিত এমন ২টি হামলায় অসংখ্য সৈন্য হতাহত এবং অভিযান শেষে মুজাহিদগণ প্রচুর সংখ্যক গনিমত লাভ করেন।

আঞ্চলিক সূত্র থেকে জানা যায়, গত ৭ই ডিসেম্বর বুরকিনা ফাসোর নামেনতেংগা প্রদেশের বোয়ালা অঞ্চলে বড় পরিসরে একটি সফল হামলা চালান জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন-এর বীর মুজাহিদগণ।

'জেএনআইএম'-এর বীর মুজাহিদদের এই হামলার লক্ষবস্তুতে পরিণত হয় বুরকিনান সরকারের সহযোগী ভিডিপি বাহিনীর একটি সামরিক কাফেলা। যেখানে মুজাহিদদের পরিকল্পিত এবং চতুর্মুখী আক্রমণে 'ভিডিপি' সদস্যরা দিশেহারা হয়ে যায়।

এই অভিযানে মুজাহিদগণ অন্তত দশ ভিডিপি মিলিশিয়াকে হত্যা করেন। এবং অন্যদের আহত করেন, যারা পরবর্তিতে সামরিক সরঞ্জাম ফেলেই পালিয়ে যায়। সামরিক বাহিনীর পলায়নের পর মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে ২৮টি মোটরবাইক, ক্লাশিনকোভ, ম্যাগাজিন, সেলফোন, ফ্ল্যাশলাইট সহ বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ সরঞ্জাম এবং গোলাবারুদ গণিমত হিসেবে লাভ করেন- আলহামদুলিল্লাহ।

গণিমতের বিশাল পরিমাণ দেখে অনেক পশ্চিমা সমর্থক বিশ্লেষক আক্ষেপ করে টুইট বার্তায় বলেছে, "The VDP's could be the future supply reservoir for JNIM in arms & ammunition" – অর্থাৎ ভিডিপি বাহিনী ভবিষ্যতে মুজাহিদদের অস্ত্র ও গোলাবারুদের সরবরাহের ভান্ডার হয়ে যাবে। কেননা সরকার কর্তৃক নামেমাত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে নামানো এসব বাহিনী কার্যত মুজাহিদদের সাপ্লাই লাইন হিসেবেই কাজ করছে, আলহামদুলিল্লাহ।

এদিকে জেএনআইএম এর হামলার পরিসংখ্যান নিয়ে প্রকাশিত সাপ্তাহিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বুরকিনা ফাসোর নাংইয়া প্রদেশের নাগারে গ্রামের প্রধানকে গুপ্তচরবৃত্তির কারণে হত্যা করেছেন মুজাহিদগণ। মুজাহিদদের স্পর্শকাতর তথ্য ফাঁস করার কারণে তাকে গোরমা প্রদেশের ফাদা শহরে মুজাহিদগণ হত্যা করেন বলে জানানো হয়।

বুরকিনা ফাসোর সীমানার ভিতরে দ্বীন কায়েমের তৎপর আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জেএনআইএম'-এর মুজাহিদিন। যারা সম্প্রতি পুরো বুরকিনা ফাসোতে তাদের অভিযান ও উপস্থিতি বাড়িয়েছেন। যা মুমিনদের অন্তরের প্রশান্তি সৃষ্টি করছে, আর ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুদের অন্তরকে ঝালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে- আলহামদুলিল্লাহ!

০৮ই ডিসেম্বর, ২০২২

দিল্লীতে এনএসএ মিটিং সম্পর্কে ইমারতে ইসলামিয়ার বিবৃতি

গত ৬ ডিসেম্বর ভারত ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের প্রথম মিটিং দিল্লীতে অনুস্থিত হয়েছে। এতে মূল বিষয়বস্তু ছিল ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান সম্পর্কে তাদের উদ্বেগ।

তবে অনুষ্ঠানটিতে তালিবান সরকারকে নিয়ে কিছু সংশয় সৃষ্টি হওয়ায়, গতকাল ৭ ডিসেম্বর এই মিটিং নিয়ে একটি পৃথক বিবৃতি প্রকাশ করেছে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বিবৃতিটি হুবহু পাঠকের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরা হল-

আফগানিস্তানের ইসলামিক আমিরাত এই অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য আরও ভাল সমন্বয় গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই ধরনের বৈঠককে স্বাগত জানায়। এবং একটি 'স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ, সংহত ও সুরক্ষিত আফগানিস্তানের সমর্থন এবং সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা' প্রকাশ করে দেয়া এই বৈঠকের ঘোষণারও প্রশংসা করে; যা আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতির সমর্থক।

ইসলামী আমিরাত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, আফগানিস্তানের মাটি থেকে এই অঞ্চল ও বিশ্বের কাউকে হুমকির সম্মুখীন হতে দেবে না এবং নিজেরাও অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।

ইমারতে ইসলামিয়া উত্তর-দক্ষিণ আন্তর্জাতিক পরিবহন করিডোরে চাবাহার বন্দরকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়। আমরা এই বিষয়ে সমস্ত প্রয়োজনীয় সুরক্ষা এবং সুবিধা প্রদান করতে প্রস্তুত।

বর্তমান পরিস্থিতিতে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী উপাদানগুলিকে আফগানিস্তানে আশ্রয়, প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা এবং আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিষয়ে বিবৃতিতে প্রকাশ করা উদ্বেগকে আমরা ভুল হিসাবে বিবেচনা করি।

আমরা আশা করি, ২০২৩ সালের মে মাসে ভারত ও মধ্য এশিয়ার নিরাপত্তা পরিষদের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা/সচিবদের দ্বিতীয় বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে। যেখানে আইইএ প্রতিনিধিদের উপস্থিতি পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, নিরাপত্তার প্রতি আস্থা, মানব ও মাদক পাচার প্রতিরোধ, আফগানিস্তানের জনগণ মানবিক সহায়তা প্রদান এবং বিশেষ করে মৌলিক অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে।

এখানে বিষয়টি স্পষ্ট যে, ইমারতে ইসলামীয়া আফগানিস্তানকে কোণঠাসা করতে বিরোধী শক্তি এখনো বদ্ধপরিকর। তবে ইমারতে ইসলামিয়া বরাবরের মতোই বিরোধী শক্তিকে দুর্বল করে দিতে রাজনৈতিক কৌশল গ্রহণ করে আসছে। আর তারই অংশ ছিল গত ৭ ডিসেম্বর প্রকাশিত এই বিবৃতিটি।

কেনিয়ায় শাবাবের হামলায় অন্তত ২০ ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার হিরানে যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করেছে। ফলে কেনিয়ায় যুদ্ধের তীব্রতা কিছুটা কমে এসেছে। তবে এসময়েও থেমে থেমে হামলা জারি রেখেছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব।

গত ৭ ডিসেম্বর বুধবারেও কেনিয়ায় এ ধরনের ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। এর প্রথমটি চালানো হয়েছে কেনিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় গারিসা রাজ্যের ইয়ানবিস এলাকার কাছে। সেখানে দেশটির ক্রুসেডার সেনাদের একটি কাফেলা লক্ষ্য করে অতর্কিত হামলা চালান মুজাহিদগণ।

এই হামলায় ক্রুসেডার বাহিনীর অন্তত ৯ সৈন্য নিহত এবং আরও ৭ সৈন্য আহত হয়েছে। এছাড়াও লড়াইয়ের সময় মুজাহিদদের শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে ক্রুসেডার বাহিনীর একটি গাড়ি পুরোপুরি ধ্বংস হয় এবং অন্য একটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন তাদের দ্বিতীয় সফল হামলাটি চালিয়েছেন কেনিয়ার উপকূলীয় লামু রাজ্যের শাঙ্গানি এলাকায়। সেখানে মুজাহিদগণ কেনিয়ান বাহিনীর একটি অস্থায়ী সামরিক ঘাঁটিতে অতর্কিত হামলা চালান। এতে ক্রুসেডার বাহিনীর কমপক্ষে ৪ সৈন্য হতাহত হয় এবং অন্যরা পালিয়ে যায়। কাপুরুষ ক্রুসেডার সেনারা পলায়ন করলে মুজাহিদগণ ঘাঁটিটি পুড়িয়ে দেন।

জায়নবাদী আগ্রাসন | ফের একদিনে ৩ ফিলিস্তিনিকে খুন করলো সন্ত্রাসী ইসরাইল

মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর। ফিলিস্তিনি মুসলিমদের হত্যা করতে কোন বাঁধা-বিপত্তি না থাকায় যখন ইচ্ছা তখনই হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে সন্ত্রাসী ইসরাইলি বাহিনী। ফের এক দিনে ৩ ফিলিস্তিনি যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে দখলদার বাহিনী। এছাড়াও বেশ কয়েকজন যুবককে গ্রফতার করে নিয়ে গেছে এই সন্ত্রাসী বাহিনী।

স্থানীয় সূত্র মতে, ০৮ ডিসেম্বর ভোরে পশ্চিম তীরের জেনিন শহরে অভিযান চালায় দখলদার বাহিনী। এসময় ফিলিস্তিনিরা দখলদার বাহিনীকে পাথর নিক্ষেপ করে প্রতিরোধের চেষ্টা করলে সন্ত্রাসী বাহিনী তাদের ওপর গুলি নিক্ষেপ করে। এতে ৩ ফিলিস্তিনি যুবক নিহত হয়। এর আগে গত ৭ ডিসেম্বর আরও এক ফিলিস্তিনিকে রাস্তা পারাপারের সময় গুলি করে খুন করে দখলদার বাহিনী।

মাত্র এক সপ্তাহ আগেও এক দিনে ৪ ফিলিস্তিনিকে খুন করেছে ইসরাইল। তাছাড়া প্রতিদিনই অভিশপ্ত ইসরাইলি বাহিনী খুন করছে কোন না কোন ফিলিস্তিনি মুসলিমকে।

তথ্যসূত্র :

----

1. The three Palestinians killed by the lsraeli occupation forces this morning in Jenin - https://tinyurl.com/yum4a5r6

আল নাকবা দিবস কী? ইহুদিরা কেন ফের নাকবার হুমকি দিচ্ছে?

দীর্ঘদিনের ষড়যন্ত্র আর কুটচেষ্ঠার পর ক্রুসেডার ব্রিটেনের সহযোগিতায় জায়নবাদী ইহুদিরা ফিলিস্তিনে তাদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ১৯৪৮ সালের ১৫ মে, দখলদার ইহুদিরা ইসরাইল নামক একটি অবৈধ রাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়। কিন্তু তখনো পুরো ফিলিস্তিন জুড়ে লাখ লাখ মুসলিমের বসবাস, যাদেরকে ফিলিস্তিনে রেখে অবৈধ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্ব কোনটাই সম্ভব ছিল না। ফলে জায়নবাদী ইহুদিরা এ দিনই অর্থাৎ ১৫-ই মে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে; শুরু করে ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ গণহত্যা।

ইহুদিদের হামলার লক্ষবস্তুতে পরিণত হয় মুসলিম নারী-শিশুরা। গণহত্যা, গণধর্ষণে হতভম্ব মুসলিমরা জান-মাল নিয়ে পালিয়ে প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলোতে আশ্রয় নেয়। মাত্র কয়েকদিনের ব্যাবধানে ইহুদি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর বর্বরোচিত হামলায় হাজার হাজার ফিলিস্তিনি মুসলিম নিহত ও সাড়ে সাত লাখেরও বেশি মুসলিম ফিলিস্তিন ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত হয়।

বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনি মুসলিমরা ভেবেছিলেঙ, যুদ্ধ শেষ হলে তারা বাড়ি ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু পশ্চিমা ক্রুসেডারদের মদদে দখলদার ইসরাইল তাদেরকে আর কখনোই বাড়িতে ফিরতে দেয়নি। সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিরা শরনার্থী হয়েই রয়ে গেছেন। আর এভাবেই ইসরাইল নামক একটি অবৈধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

মাত্র কয়েকদিনের আগ্রাসনে ফিলিস্তিনি মুসলিমদের ওপর যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল, তারা এটিকে আল-নাকাবা বা বিপর্যয়ের দিন হিসেবে উল্লেখ্য করে থাকেন। এবং প্রতি বছর এই দিনটিকে নাকাবা দিবস হিসেবে পালন করে থাকেন ফিলিস্তিনি মুসলিমরা।

তবে নাকাবা বা বিপর্যয় শেষ হয়ে যায়নি, ১৯৪৮ সালে যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল তা এখনো চলমান রয়েছে। সেই থেকে এখন পর্যন্ত প্রতিদিনই ফিলিস্তিনি মুসলিমদের কেউ না কেউ খুন হচ্ছে। ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘরে অভিযান চালিয়ে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যাচ্ছে ইসরাইলিরা। অবৈধ ইহুদিরাই কিনা অবৈধ অযুহাতে ভূমিপুত্র ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘর গুড়িয়ে দিচ্ছে। যা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল ঘটনা।

ফিলিস্তিনিদের সাথে আরব শাসকগোষ্ঠীর গাদ্দারি:

ইতিহাসের কিছু চরিত্র সময়ের পাতায় শঠতার চিহ্ন রেখে যায়। সময়ান্তে বদলে যায় চরিত্রগুলোর অবস্থান। কখনো কখনো তা একেবারেই বিপরীতে অবস্থান করে। ফিলিস্তিনকে ঘিরে কিছু গাদ্দার আরব দেশের অবস্থান ঠিক এই চরিত্রগুলোর মতোই। ১৯৪৮ সালে আরবদেশগুলো একজোট হয়েছিল ইসরাইলের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে। কিন্তু অবাক করা বিষয় হচ্ছে, ৭২ বছর পর সেই আরব দেশগুলোই আবার একজোট হচ্ছে ইসরাইলের দখলদারিত্বের পক্ষে।

আরব শাসকদের চারিত্রিক শঠতা ও গাদ্দারি অনুধাবন করা সহজ কাজ নয়। নাকবার শুরুর দিকে আরব রাষ্ট্রগুলো প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিল, এটা সত্য। কিন্তু এসব যুদ্ধ ইসরায়েলকে আরও শক্তিমান করেছে। নতুনভাবে বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। তাই যুদ্ধগুলো আসলেই ইসরাইলের বিপক্ষে ছিল না পক্ষে, তা ঠাওর করা মুশকিল।

মূলত শুরু থেকে আরব দেশগুলো ইসরাইলের পক্ষেই ছিল। কেননা উসমানীদের পতনে গাদ্দার আরব নেতা ও শাসকদের সহযোগিতা ও ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য। উসমানী সাম্রাজ্য ভেঙে দেওয়ার জন্য ইউরোপীয়রা দীর্ঘদিন ধরেই চেষ্টা করছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপীয়দের সামনে সেই সুযোগ এনে দেয়। গাদ্দার আরব শাসকরা সেই সময় অটোমানদের বিরুদ্ধে ইউরোপকে সাহায্য করে। আর অটোমানদের পরাজয়ের ফলে পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিন মসলিমদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

বর্তমানে ফিলিস্তিনের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ- গাদ্দার আরব শাসকগোষ্ঠী ইসরাইল বিরোধী অবস্থান থেকে ধীরে ধীরে সরে এসে এখন প্রকাশ্যে ইসরাইলের পক্ষে অবস্থান নিতে শুরু করেছে। আরব দেশগুলো কার্যত ইসরাইলের আঞ্চলিক নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে। এক্ষেত্রে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করছে প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে ইসরাইলের বিশ্বস্ত বন্ধু সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয় মিসর ও অন্যান্য উপসাগরীয় দেশগুলো।

বিশ্বাসঘাতকতার এক মূর্তপ্রতীক হচ্ছে আরবের গাদ্দার শাসকরা। এতদিন পর্দার আড়ালে কথাবার্তা হলেও এখন পুরোপুরি ঘোমটা ফেলে ইসরায়েলের দখলদারিত্ব, উচ্ছেদ, নির্যাতন, খুনকে বৈধতা দিয়ে যাচ্ছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই আরব শাসকেরা জায়নবাদীদের পক্ষেই কাজ করছে। ফিলিস্তিনে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম এবং প্রধান কাজ ছিল অটোমানদের পতন ঘটানো। এছাড়া ইসরাইল রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব ছিল না। এর জন্য প্রয়োজন ছিল আরব নেতাদের পাশে পাওয়া। আরব নেতারা অটোমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে ইউরোপ ও জায়নবাদীরা যা প্রত্যাশা করছিল, ঠিক সেই কাজটিই করে দেয়। তাই ইসরাইলের সঙ্গে আরব শাসকদের সম্পর্কের উষ্ণতা বৃদ্ধিতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। বরং ধাপে ধাপে তাদের সম্পর্ক আরও পরিষ্কার হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এই উষ্ণতা চূড়ান্ত নাকবার দিকে নিয়ে যাচ্ছে ফিলিস্তিনকে।

এছাড়াও সাম্প্রতিক দখলদার ইহুদিরা পুনরায় নাকাবা বা ফের গণহত্যা চালানোর হুমকি দিচ্ছে। দখলদার ইহুদিদের ভাষায়, 'অপেক্ষা করো আবারও শীঘ্রই নাকাবা ফিরে আসবে। আরব জাতি কুকুর ও বেশ্যার সন্তান (নাউযুবিল্লাহ)। সব ভালো আরবরা মরে গেছে। আরবের বেশিরভাগ শাসকরা আমাদের পক্ষে। তোমরা (ফিলিস্তিনিরা) থাইল্যান্ড চলে যাও। আরবদের মৃত্যু হোক, আরবদের মৃত্যু হোক।' সন্ত্রাসী ইহুদিরা জেরুজালেম ও আল-আকসা মসজিদের আশপাশে মিছিল করে এই ধরনের স্লোগান এখন নিত্যনৈমত্তিক ঘটনা।

নাকবার হত্যাকাণ্ড নিয়ে জায়নবাদী ইহুদিদের আস্ফালন ও বড়ত্বও কম না। একজন জায়নবাদী ইহুদি, যে কিনা নাকবার সময় শত শত ফিলিস্তিনি শিশুদের হত্যা করেছিল, বর্তমানে সে ৯০ বছরের বৃদ্ধা। এই বয়সে এসেও শিশু হত্যার মতো জঘন্য সন্ত্রাসী কাজে জড়িত থাকার পরও নিজের কাজের জন্য কোন অনুশোচনা নেই তার।

এক ইহুদি সাংবাদিককে দেয়া সাক্ষাৎকারে উল্টো তাকে নিজের সন্ত্রাসী কাজের জন্য গর্ববোধ করতে দেখা গেছে।

এছাড়াও বর্তমানে ফিলিস্তিনিদের ওপর দখলদার ইসরাইল বর্বরোচিত আগ্রাসন চালানোর পরও বিশ্ববাসী একদম দর্শকের ভূমিকায়। এ থেকে এতাই প্রতিয়মান হয় যে ইহুদিরা যদি ফের নাকবা বা ফিলিস্তিনে গণহত্যা শুরু করে তাহলে আরব অনারব কেউই এগিয়ে আসবে না।

এজন্য মুসলিম উম্মাহকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় নিজেরাই ভূমিকা পালন করার নববী পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। নতুবা শুধু ফিলিস্তিনই নয় গোটা পৃথিবীটাই মুসলিমদের জন্য নাকবা হয়ে যাবে। এজন্য মুসলিম উম্মাহকে এখনই সময় নিজদের অস্তিত্ব রক্ষায় ঘুরে দাঁড়ানোর।

লিখেছেন : ইউসুফ আল-হাসান

তথ্যসূত্র :

1. Nakba Day: For Palestinians, not just an historical event
- https://tinyurl.com/56ynnt24
2. How did the Nakba happen? | Al Jazeera English
- https://tinyurl.com/bdh4akwh
3. নাকবা নিয়ে ইহুদিদের আস্ফালন
- https://tinyurl.com/43ffnj67
4. নাকবা আসবেই, ইহুদিদের হুমকি
- https://tinyurl.com/y33y37uj

০৭ই ডিসেম্বর, ২০২২

কাশ্মীরে বেকারত্ব বাড়িয়ে চলেছে হিন্দুত্ববাদীরা: মাসের ব্যবধানে বৃদ্ধি দেড় শতাংশ

হিন্দুত্ববাদী ভারতের অবৈধভাবে দখলকৃত কাশ্মীরে বেকারত্বের হার বেড়েই চলেছে। গত অক্টোবর মাসেই কাশ্মীরে বেকারত্বের হার ছিলো ২২ দশমিক ৪ শতাংশ, যা নভেম্বর মাসে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩.৯ শতাংশে। ভারতের সেন্টার ফর মনিটরিং ইকোনমি (সিএমআইই) জানিয়েছে, কাশ্মীরে গত অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পেয়েছে দেড় শতাংশেরও বেশি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, হিন্দুত্ববাদী সরকার কাশ্মীরের স্বায়ত্বশাসন কেঁড়ে নেবার পর থেকেই সেখানে বেকারত্ব বেড়ে চলেছে। স্বায়ত্বশাসন বাতিলের এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে কাশ্মীরে বেকারত্বের হার ১৬ শতাংশ থেকে ২২ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছিল। অর্থাৎ মাত্র এক মাসের মধ্যেই ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

স্বায়ত্বশাসন বাতিলের পর করোনা লকডাউনের সময় পর্যন্ত কাশ্মীরের ব্যবসাগুলি ১৮ হাজার কোটি রুপি ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

কাশ্মীর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (কেসিসিআই) একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, কাশ্মীরের পর্যটন ও মোবাইল সেবা ব্যবসায় নিয়োজিত প্রায় ২ হাজার দোকানের ৫ হাজার জন কর্মী তাদের আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের বেতন পাননি। এছাড়াও এসময়ের মধ্যে প্রায় ৪ লাখ ৯৬ হাজার কাশ্মীরি মুসলিম তাদের চাকরি হারিয়েছেন।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, কাশ্মীরে বেকারত্বের হার বাড়িয়ে সেখানের মুসলিমদের আরো দুর্বল করে ফেলতে চায় দখলদার হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন। আর যুবসমাজের উপর বেকারত্ব চেপে বসলে অনেকেই তখন বাধ্য হয়ে সামাজিক অপরাধে জড়ায়। এতে নৈতিক অবক্ষয়ের পাশাপাশি মানুষ প্রতিরোধ স্পৃহাও হারিয়ে ফেলে। আর দখলদার হিন্দুত্ববাদীরা ঠিক এটাই কাশ্মীরি মুসলিমদের সাথে করতে চায়, যেন অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে কাশ্মীরি মুসলিমরা হিন্দুত্ববাদীদের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়তে না পারে।

তথ্যসূত্রঃ

----

1. With 23.9%, Jammu Kashmir ranks third in the Unemployment charts - https://tinyurl.com/56eu9kxa

---

পাকিস্তানে সামরিক বাহিনীর উপর হামলা জোরদার টিটিপির: হতাহত ৩০ এরও বেশি

সাম্প্রতিক যুদ্ধবিরতি সমাপ্ত ঘোষণার পর পাকি সেনা-প্রশাসনের উপর হামলা জোরদার করেছে দেশটির ইসলামপ্রিয় সশস্ত্র প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি। এতে প্রতিদিনই গাদ্দার পাকি-বাহিনীর বহু সংখ্যক সৈন্য ও পুলিশ সদস্য হতাহত হচ্ছে।

সেই সূত্র ধরেই গত ৪ ডিসেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানজুড়ে এধরণের ৮টিরও বেশি হামলা চালিয়েছে প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি। দলটির অফিসিয়াল সাইটে প্রকাশিত কয়েকটি রিপোর্ট অনুযায়ী, টিটিপির বীর যোদ্ধাদের এসব হামলায় দুই ডজনেরও বেশি গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে।

এরমধ্যে ৩টি হামলার ঘটনা ঘটেছে উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে। যেগুলো ইসলামত্যাগি বাহিনীর একটি সামরিক পোস্ট ও পাল্টা আক্রমণ হিসাবে চালানো হয়েছে। যাতে গাদ্দার পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ২১ এরও বেশি সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে। এসময় শত্রুবাহিনীর হামলাতে প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানেরও (টিটিপি) ৫ জন মুজাহিদ শহিদ হয়েছেন। انا لله وانا اليه راجعون

অপরদিকে বান্নু ও ডিআই-খান প্রদেশেও ২টি তীব্র হামলার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে বান্নুতে মুজাহিদদের পরিচালিত হামলায় এক পুলিশ সদস্য নিহত এবং অন্য এক পুলিশ সদস্য আহত হয়।

মুজাহিদগণ তাদের অপর হামলাটি চালান "ডিআই খান" প্রদেশের খোয়াই বাহারা এলাকায়। যেখানে গাদ্দার সেনাবাহিনী এবং সিটিডি পুলিশের একটি যৌথ কনভয়ে অতর্কিত হামলা চালান মুজাহিদগণ। টিটিপির এই হামলায় গাদ্দার পাকি-বাহিনীর অন্ততপক্ষে ৫ সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে- আলহামদুলিল্লাহ।

মসজিদে ঢোকার চেষ্টা হাজারো উগ্র হিন্দুর: মুসলিমদের উপর হিন্দু ছাত্র সংগঠনের হামলা

গত রবিবার (৪ ডিসেম্বর)কর্ণাটকের শ্রীরাঙ্গাপাটানায় জামিয়া মসজিদে প্রবেশের চেষ্টা করে হাজার হাজার হিন্দু কর্মী এবং উগ্র হনুমান ভক্তরা। গেরুয়া পোষাক পরিহিত হাজার হাজার পুরুষ ও মহিলা, যারা হনুমান মন্দির থেকে একটি সংকীর্তন যাত্রা করে, তারা উত্তেজক, বিদ্বেষমূলক স্লোগান দিতে থাকে "অযোধ্যায় রাম মন্দির, শ্রীরঙ্গপাটানায় হনুমান মন্দির।"

মসজিদের কাছে হিন্দুদের বিশাল জমায়েত ব্যারিকেড ভেঙ্গে জামিয়া মসজিদে প্রবেশের চেষ্টা করে। তাদেরকে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করতে বাধা দেওয়ার প্রতিবাদে উগ্র হিন্দুরা মসজিদের সামনে জড়ো হয়ে মুসলিম বিরোধী স্লোগান দেয়।

এই যাত্রার আয়োজন করেছিল হিন্দুত্ববাদী দল হিন্দু জাগরণ বেদিক। বেদিক এবং এর সদস্যরা রাজ্য জুড়ে মুসলিম বিরোধী সহিংসতার সাথে জড়িত।

https://twitter.com/KeypadGuerilla/status/1599255040740720641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1599255040740720641%7Ctwgr%5E10f81dcd12a97dfa08850878752061eca7b55682%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fmaktoobmedia.com%2F2022%2F12%2F05%2Fkarnataka-thousands-in-hindu-rally-tried-to-enter-mosque-stopped-by-cops%2F

সোস্যাল মিডিয়া প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা যায়, র‍্যালির উগ্র হিন্দু সদস্যরা জোরপূর্বক মুসলিমদের বাড়ি থেকে সবুজ পতাকা সরিয়ে একটি জাফরান রংয়ের গেরুয়া পতাকা লাগিয়ে দিচ্ছে।

কর্ণাটকের মন্ত্রী কেসি নারায়ণ গৌড়া, জেলা বিজেপি সভাপতি উমেশ এবং অন্যান্য হিন্দু নেতারা সমাবেশে অংশ নেয়। মুসলিম বিদ্বেষের যত ঘটনা ঘটছে সবগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছে হিন্দুত্ববাদী উগ্র নেতারা।

এদিকে, দিল্লিতে মুসলিম ছাত্র ও অ্যাক্টিভিস্টদের উপর হামলা চালিয়েছে হিন্দুত্ববাদী ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। প্রায় ৩৬ টি সংগঠনের যৌথ ফ্রন্ট 'ক্যাম্পেইন অ্যাগেইনস্ট স্টেট রিপ্রেশন'-এর সদস্যরা জানিয়েছেন, যে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে প্রচারণা চালানোর সময় তারা অখিল ভারতী বিদ্যার্থী পরিষদ (ABVP) - রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ছাত্র শাখার সন্ত্রাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার (১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রচারণার পাঁচজন সদস্য সহিংসতায় গুরুতর আহত হয়েছেন। মুসলিম নেতাকর্মীরা জানান, তাদের ওপর পাথর, লাঠিসোঁটা ও রড দিয়ে হামলা করা হয়েছে।

ভগত সিং ছাত্র একতা মঞ্চের (বিসিইএম) ছাত্র কর্মী জানায়, প্রতিবাদকারী ১৫ জন ব্যক্তিকে আক্রমণ করা হয়। “আমরা প্রচারণা চালাচ্ছিলাম, মরিস নগর থানার কাছে প্রথম দিকে দুজন লোককে আসতে দেখেছিলাম, তারপরে তারা মোবাইল দিয়ে কল দেয় এবং প্রায় ৬০-৭০ জনের একটি দল জড়ো করে। এতে কিছু মহিলাও ছিল।”

'ক্যাম্পেইন অ্যাগেইনস্ট স্টেট রিপ্রেশন' থেকে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “কিছুক্ষণ পর এবিভিপি গুন্ডাদের সঙ্গে তিনটি গাড়ি দেখা যায়। আম আদমি পার্টির পতাকা দিয়ে তাঁরা মুখ ঢেকে রেখেছে। আমরা বিপদ টের পেয়ে ক্যাম্পাসের দিকে হাঁটা শুরু করলাম। তারা আমাদের ওপর পাথর ও টমেটো ছুড়তে থাকে। আমরা যখন প্যাটেল চেস্ট ইনস্টিটিউটে পৌঁছলাম, তারা বেল্ট, রড এবং লাঠি দিয়ে আমাদের আক্রমণ করতে শুরু করে।”

বিসিইএম-এর ছাত্র কর্মী বাদলের মাথায় ইট দিয়ে আঘাত করা হয়েছে বলে জানা গেছে, অন্যদিকে আইনজীবী এহেনস্ট অ্যাট্রোসিটিসের এহতামাম তার কানে আঘাত পেয়েছেন। আঘাতপ্রাপ্তদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর এবিভিপি সদস্যরা হাসপাতাল ঘেরাও করে হুমকি দিতে থাকে।

তথ্যসূত্র:

----

1. Karnataka: Thousands in Hindu rally tried to enter mosque stopped by cops - https://tinyurl.com/mr2cpufd

2. video link: - https://tinyurl.com/ya4v8syw

3. video link: - https://tinyurl.com/cp897en8

4. Delhi: Student, Activists Campaigning for G.N. Saibaba’s Release Allegedly Attacked by ABVP Members - https://tinyurl.com/v3h2nz9

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানে প্রকাশ্যে কিসাসের বিধান কার্যকর

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলীয় ফারাহ প্রদেশে শরিয়াহ্ আদালতের সিদ্ধান্তে এক ব্যক্তির উপর কিসাসের (অনুরূপ শাস্তি) বিধান কার্যকর করা হয়েছে। যা গত ২০২১ সালের আগস্টে ক্ষমতায় আসা তালিবান প্রশাসনে জন্য প্রকাশ্যে কোনো কিসাস বাস্তবায়নের প্রথম ঘটনা।

ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান প্রশাসনের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদের দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, ফারাহ প্রদেশে নিবন্ধিত একজন ব্যক্তি হেরাত প্রদেশে নিবন্ধিত অন্য একজনকে হত্যা করেছে এবং তার মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি করেছে। এরপর দীর্ঘদিন তদন্তের পরে এই ঘটনার আসল খুনি ধরা পড়েছে। এসময় নিহত ব্যক্তির পরিবার খুনিকে শনাক্ত করেছে। আর খুনি তার দোষ স্বীকার করলে তাকে আদালতে রেফার করা হয়।

অবশেষে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে কিসাসের সাজা প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় ইমারাতে ইসলামিয়ার শরিয়াহ্ আদালত। দেশটির উচ্চ আদালত ও সুপ্রিম কোর্টের পর স্থানীয় আদালতের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তা ইমারাতে ইসলামিয়ার আমির মুহতারাম হিবাতুল্লাহ্ আখুন্দজাদাহ্ (হাফি.) এর সামনে উপস্থাপন করা হয়। আমিরুল মুমিনিনের অনুমোদনের পর সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ওপর কিসাসের সাজা কার্যকর করা হয়।

স্থানীয় সূত্রমতে, প্রদেশের একটি খেলার মাঠে কিসাসের (হত্যার বদলে হত্যা) বিধান কার্যকর করা হয়েছে। যেখানে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারক, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, বিচারমন্ত্রী, ভাইস পুলিশ ও মুখপাত্র সহ নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সেই সাথে শহরের হাজার হাজার মানুষও এসময় মাঠে জড়ো হন।

সাজা কার্যকরের পূর্বে অপরাধী লোকটিকে প্রথমে কয়েক রাকাআত নামজ পড়তে এবং কিছুক্ষণ দো'আ করতে দেওয়া হয়। এরপর মাঠ পরিপূর্ণ লোকদের সামনে তার উপর কিসাসের বিধান কার্যকর করা হয়।

সূত্রমতে, এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে ২০১৭ সালের ১২ অক্টোবর। যেখানে হেরাতের ইঞ্জিন জেলার বাসিন্দা তাজমির ফারহ প্রদেশের বাসিন্দা মোস্তফাকে নির্মমভাবে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে। সেই সাথে তার মোটরসাইকেল ও মোবাইল কেড়ে নেয়।

সূত্রমতে, আমিরুল মুমিনিন কর্তৃক আরও ৩টি কিসাসের বিধান কার্যকরের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। যাদের মাঝে ২ জন পুরুষ ও একজন মহিলা রয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, তালিবান মুজাহিদিন ২০২১ সালের আগস্টে আফগানিস্তানে প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন থেকেই তাঁরা ঘোষণা করছেন যে, তাঁরা ইসলামী নীতির উপর ভিত্তি করেই দেশ পরিচালনা করবেন।

সেই লক্ষ্যে সম্প্রতি তালিবানের সর্বোচ্চ নেতা আমিরুল মুমিনিন হিবাতুল্লাহ্ আখুন্দজাদা (হাফি.) কর্তৃক দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, ইমারাতে ইসলামিয়ায় হুদুদ এবং কিসাসের বিধান সংবেদনশীলভাবে প্রয়োগ করা হবে। তাঁর এই ঘোষণার পর আফগানিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের শরিয়াহ্ আদালতগুলি হুদুদের শাস্তি প্রকাশ্যে প্রয়োগ করা শুরু করে। সর্বশেষ ফারাহ্ প্রদেশে কিসাসের বিধানও প্রকাশ্যে কার্যকর করা হয়েছে। আর এক্ষেত্রে তাঁরা বিকৃত-মস্তিস্ক পশ্চিমাদের নিন্দা বা অপপ্রচারের কোন পরোয়া করছেন না।

প্রতিবেদক : আলী হাসনাত

রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর নৃশংস গণহত্যা : লাশের স্তুপ গড়লো সন্ত্রাসী মিয়ানমার

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর নৃশংস গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে। ১৩ জন রোহিঙ্গা যুবককে গণহত্যা করে লাশ রাস্তায় স্তুপ আকারে ফেলে রাখে বর্বর মিয়ানমার জান্তা বাহিনী।

গত ৪ ডিসেম্বর মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুন শহরের পার্শবর্তী একটি এলাকায় স্তুপ আকারে লাশগুলো পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের বরাতে মিয়ানমার গণমাধ্যম খিটখিট মিডিয়া জানায়, লাশগুলোর শরীরে কোন গুলির চিহ্ন নেই। তবে শরীরে আঘাত ও পিঠে পোড়া ক্ষত এবং সামরিক বুট দ্বারা আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ফলে ধারনা করা হচ্ছে এসব মুসলিমদের নির্মমভাব পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

মিয়ানমার গণমাধ্যমের বরাতে জানা যায়, গত ৩ ডিসেম্বর গণহত্যার শিকার হওয়া ঐ ১৩ রোহিঙ্গা যুবকে গ্রেফতার করেছিল মিয়ানমার সামরিক জান্তা। আর এর পরের দিনই তাদের লাশ মেলে রাস্তায়।

https://h.top4top.io/p_2532v1dam3.jpg

মুসলিম বিশ্বের নিরবতায় বর্বর বৌদ্ধরা রোহিঙ্গা মুসলিমদের সাথে পশুর মতো আচরণ করছে। মুসলিম নারীদের পাশবিক নির্যাতন ও পুরুষদের হত্যা করছে। সেনাদের নির্যাতনে লাখ লাখ রোহিঙ্গা নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়েছে। তাদের এখন বিভিন্ন দেশের শরনার্থী ক্যাম্পে অমানবিকভাবে জীবন-যাপন করছে।

অন্যদিকে এখনো প্রতিদিনই নিরাপদ জীবনের জন্য আরাকান ছেড়ে পালাচ্ছে রোহিঙ্গা মুসলিমরা। আর পালনোর সময় মিয়ানমার বাহিনীর গ্রেফতারের শিকার হচ্ছেন রোহিঙ্গারা। গত ৫ ডিসেম্বর এমনি ৭৮ জন রোহিঙ্গা নারী-পুরুষকে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করেছে মিয়ানমার জান্তা। চলতি বছর এ পর্যন্ত ১৬০০ রোহিঙ্গা মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে সন্ত্রাসী মিয়ানমার। এসব গ্রেফতারকৃতদের নুন্যতম ২ থেকে ৫ বছরের কারাদণ্ড দিয়ে থাকে সামরিক জান্তা সরকার।

https://f.top4top.io/p_2532ahoop1.jpg

রোহিঙ্গাদের ওপর এমন বর্বরোচিত গণহত্যা এটিই প্রথম নয়, ২০১৭ সালে গণহত্যা চালানোর পর থেকে এখন পর্যন্ত জাতিসংঘ রোহিঙ্গা মুসলিদের জন্য কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয়নি। এছাড়াও কথিত আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত (আইসিসি) এখনো 'রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমার কোন অপরাধ করেছে কিনা'- তা তদন্ত করছে বলে এক রিপোর্টে জানিয়েছে সংস্থাটি। জানা যায়, নিপিড়নের শিকার রোহিঙ্গাদের সঙ্গে অনলাইনে আলোচনার মাধ্যমে সাধারণ তথ্য সংগ্রহ করার পাশাপাশি প্রমাণাদি সংগ্রহের কাজও নাকি চালিয়ে যাচ্ছে আইসিসি।

এভাবেই বার বার রোহিঙ্গা মুসলিমদের সাথে তামাশা করে যাচ্ছে দালাল জাতিসংঘ ও কথিত মানবাধিকার সংস্থাগুলো। আর এক শেণির মুসলিমও জাতিসংঘ ও পশ্চিমাদের কাছেই রোহিঙ্গাদের সমস্যার সমাধান খুঁজে ফিরছে, যা কোন দিনও সম্ভব নয়। তাই বহুদিন ধরেই নিপিড়িত উম্মাহকে উদ্বারে নববী সুন্নাহ অনুসারে সার্বিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে আসছেন হকপন্থী আলেম-উলামাগণ।

তথ্যসূত্র :

----

1. BREAKING: 13 Rohingya dead bodies found
- https://tinyurl.com/5xwazffh
2. 78 Rohingya Arrested
- https://tinyurl.com/bdvkckep
3. মানবতাবিরোধী অপরাধের তদন্ত চলছে: আইসিসি
- https://tinyurl.com/4jwes2vm

মুসলিম ড্রাইভারকে ঘর থেকে তুলে নিল হিন্দুত্ববাদী পুলিশ, শিশু-মহিলাদেরও নির্যাতন

ভারতের হায়দ্রাবাদের নওয়াব সাহেব কুন্তার বাসিন্দা মুহাম্মাদ ঘোস পাশাকে গতকাল বিকাল ৪:৩০ এর দিকে তুলে নিয়ে গেছে ১৫-২০ জনের একদল সাদা পোশাকধারী লোক।

ঘোস পাশার স্ত্রী সুরাইয়া সুলতানা বলেন, তার স্বামী ঘোস পাশা একজন ড্রাইভার। তিনি ভাড়ায় গাড়ি চালান। পূর্বে তাকে কিছু মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছিল। কিন্তু ২০১৮ সালের মধ্যেই সকল মামলা থেকেই মুক্তি পান ঘোস পাশা। এরপর থেকে তার বিরুদ্ধে আর কোনো মামলা নেই বলে জানান সুরাইয়া সুলতানা।

এক ভিডিও বার্তায় সুরাইয়া সুলতানা বলেন, গতকাল আসরের সময় ১৫-২০ জনের সাদা পোশাকধারী লোকেরা (পুলিশ সদস্য) ঘরে ঢুকে তার স্বামীকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়। এসময় সাদা পোশাকধারীরা ঘরের ছোট ছোট বাচ্চা ও মহিলাদের উপর হাত তুলেছে এবং নির্যাতন করেছে। সুরাইয়া সুলতানা সাদা পোশাকধারী পুলিশদের তাঁর স্বামীকে গ্রেফতার করার বৈধ কাগজপত্র দেখাতে বললেও হিন্দুত্ববাদী পুলিশ সেদিকে কর্ণপাত করেনি।

মুহাম্মাদ ঘোস পাশার বড় ভাই হায়দ্রাবাদ পুলিশ কমিশনারের কাছে তাঁর ভাইদের মুক্তির আবেদন করেছেন। আর তাঁর ঘরের স্ত্রী-সন্তান এবং বয়স্ক মায়ের সাথে দুর্ব্যবহার করার জন্য পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন।

তথ্যসূত্র:

----

১. ভিডিও বার্তা: - https://tinyurl.com/muwy2sjt

আল-ফিরদাউস নিউজ বুলেটিন || ডিসেম্বর ১ম সপ্তাহ, ২০২২ঈসায়ী

https://alfirdaws.org/2022/12/07/61184/

০৬ই ডিসেম্বর, ২০২২

মালিতে আল-কায়েদার দুর্দান্ত হামলায় ১২ গাদ্দার হতাহত, অসংখ্য গনিমত লাভ

সত্য ও মিথ্যার লড়াইয়ে একদল জান্নাতের বাজার প্রতিষ্ঠা করে, অন্য দল জাহান্নামের বাজার। এই লড়াইয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাহিনীকে শয়তানের বাহিনীর উপর বিজয় দান করেন। তাঁরা মরে এবং মারে। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের জন্য জান্নাতের দরজাকে প্রশস্ত করেন।

সত্য ও মিথ্যার এই লড়াই আজও বিদ্যমান। এই লড়াইয়ের অংশ হিসাবে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) গত ২৮ থেকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে মালিতে ৩টি সফল হামলা চালিয়েছেন।

প্রথম হামলাটি চালানো হয় মালির কৌটিয়ালা অঞ্চলে। সেখানে গাদ্দার মালিয়ান সামরিক বাহিনীর একটি গাড়ি লক্ষ্য করে মুজাহিদগণ শক্তিশালী মাইন বিস্ফোরণ ঘটান। এতে গাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাতে থাকা সমস্ত সৈন্য নিহত হয়। গাড়িটি এমন ধ্বংসস্তুপে অরিণত হয় যে, সেনাদের লাশের নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা বুঝা যায়নি।

মুজাহিদগণ তাদের দ্বিতীয় সফল হামলাটি চালিয়েছেন কৌরি অঞ্চলে। সেখানে দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনীর একটি সামরিক অবস্থানে আক্রমণ করেন মুজাহিদগণ। এতে গাদ্দার বাহিনীর অন্তত ৪ সৈন্য নিহত এবং আরও

বহু সংখ্যক সৈন্য আহত হয়। বাকিরা সামরিক ছাউনি ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফলে মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে ১টি গাড়ি, ৪টি ক্লাশিনকোভ, ৩টি আরপিজি, ৯টি গোলাবারুদ ভর্তি বাক্স ও ১ডজন পিস্তল গনিমত লাভ করেন।

তৃতীয় হামলাটি চালান হয় মালির পশ্চিমাঞ্চলীয় কাই রাজ্যের ইলিমানি শহরে। সেখানে মালিয়ান সেনাদের একটি সামরিক কাফেলায় অতর্কিত হামলা চালান মুজাহিদগণ। এতে ৩ সৈন্য নিহত এবং বাকিদের অনেকেই আহত অবস্থায় পালিয়ে যায়। এসময় মুজাহিদগণ গাদ্দার সেনাদের ৩টি গাড়ি পুড়িয়ে দেন। সেই সাথে একটি গাড়িসহ বিভিন্ন অস্ত্র ও গোলাবারুদ ভর্তি ২৬টি বাক্স গনিমত হিসাবে পেয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ।

প্রশিক্ষণের পর বিনামূল্যে 'লাইসেন্সপ্রাপ্ত' অস্ত্র দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ভিএইচপি নেতার

হিন্দুত্ববাদী ভারতে উগ্র হিন্দুরা মুসলিম গণহত্যার জন্য মুখিয়ে আছে। পুরোদমে চলছে কর্মী সংগ্রহ, ব্যবস্থা করা হচ্ছে অস্ত্র প্রশিক্ষণের।

এবার বারাণসীতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের একজন আধিকারিক সম্প্রতি ঘোষণা করেছে যে কুংফু প্রশিক্ষণের পাশাপাশি, "লাইসেন্সপ্রাপ্ত" তরোয়াল, ছুরি এবং লাঠি বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। বর্তমানে সারনাথ এলাকার লোহিয়ানগরের কাছে বারাণসীর বাল উপাসনা কেন্দ্রে কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

একটি ফেসবুক পোস্টে, যা সিমালোচনার মুখে মুছে ফেলা হয়েছে, সঞ্জয় হিন্দু সিনহা, যে নিজেকে ভিএইচপির কাশী মহানগর যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক বলে দাবি করে বলেছে, “১৫ দিনের জন্য বিনামূল্যে লাঠি প্রশিক্ষণ, এক মাসের জন্য ছুরি, এক মাস তলোয়ার এবং তিন মাস কুংফু প্রশিক্ষণ, তারপর লাঠি ও ছুরি সহ তলোয়ার লাইসেন্স বিনামূল্যে দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণের স্থান বাল উপাসনা কেন্দ্র লোহিয়া নগর, আশাপুরে অবস্থিত। সীমিত আসন, আজই নিবন্ধন করুন, সদস্যতা ফি, ১০০ টাকা।”

দৈনিক ভাস্করের মতে, পোস্টটি ৩ ডিসেম্বর শনিবার শেয়ার করা হয়েছে। এটি সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিকবার শেয়ার করা হয়েছে।

https://twitter.com/i/status/1531276228774096896

হিন্দুত্ববাদী সংগঠন, যেমন বজরং দল এবং ভিএইচপি, তাদের স্বেচ্ছাসেবকদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য পরিচিত। উদাহরণস্বরূপ, VHP-এর মহিলা শাখা, দুর্গাবাহিনী, ২০১৮ সালে আগ্রায় একটি শিবিরের আয়োজন করেছিল যেখানে মহিলাদের আত্মরক্ষার নামে কীভাবে রাইফেল এবং অন্যান্য অস্ত্র গুলি চালাতে হয় তা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। VHP অস্ত্র প্রশিক্ষণকে 'শারীরিক ব্যায়াম' হিসাবে চালালেও আসল উদ্দেশ্য ভিন্ন তা তাদের কার্যক্রমে প্রমাণ করে।

এই বছরের মে মাসে, কেরালার তিরুবনন্তপুরমে দুর্গাবাহিনী সমাবেশে তলোয়ার চালানোর জন্য কমপক্ষে ২০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল।

২০১৯ সালে, হিন্দুত্ববাদী সংস্থার স্থানীয় সভাপতি সহ প্রায় ২৫০ জন ভিএইচপি কর্মীর বিরুদ্ধে পুনের পিম্পরি চিঞ্চওয়াড় এলাকায় একটি মিছিলের সময় এয়ারগান এবং তলোয়ার ছোঁড়ার অভিযোগে মামলা করা হয়েছিল। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন তাদেরকে কোন বিচারের আওতায় আনেনি। অন্যদিকে, মুসলিম যুবকদের শুধু সন্দেহের বশে বছরের পর বছর কারাগারে আটকে রেখেছে হিন্দুত্ববাদী প্রশাসন।

নয় ইঞ্চির বেশি দৈর্ঘ্যের তরোয়াল এবং ব্লেডের জন্য অস্ত্র আইনের অধীনে লাইসেন্স প্রয়োজন। অস্ত্র আইনে লাইসেন্স ছাড়া অস্ত্র বহন করলে জেল ও জরিমানা হতে পারে। তাই হিন্দুত্ববাদীরা লাইসেন্স সহকারে অস্ত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে। হিন্দুত্ববাদী প্রায় সকল যাত্রা, সমাবেশেই ধারালো অস্ত্র বহন করতে দেখা যায়। বিভিন্ন সময় সেসব অস্ত্র দিয়ে মুসলিমদের উপর আক্রমণ ও ভয়ভীতি দেখানোর ঘটনাও অহরহ ঘটছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. VHP Leader Promises Free 'Licensed' Swords, Sticks and Knives After Training (The Wire) - https://tinyurl.com/27khpcdu

- https://tinyurl.com/49jxnrte

এক মাসে পাক-তালিবানের সর্বোচ্চ হামলা: ১৫ গাদ্দার বন্দী, হতাহত ১০০

পাকিস্তানের জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)। দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর, গত নভেম্বর মাসে টিটিপি পরিচালিত সকল হামলার বিবরণ প্রকাশ করেছে মুজাহিদ দলটি।

প্রকাশিত বিবরণ অনুসারে, গত নভেম্বর মাসে টিটিপির মুজাহিদগণ পাকিস্তানের মুরতাদ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বমোট ৫৯ টি হামলা চালিয়েছেন, যা গত দুই বছরের অন্য যেকোন মাসের তুলনায় বেশি।

মুজাহিদগণ এসব অভিযানের ২৪টি পরিচালনা করেছেন বান্নু প্রদেশে, ১৫টি ডিআইখানে, ৯টি পেশওয়ারে, ৩টি করে মোট ৬টি মরদান ও মালাকন্দে, ৩টি বেলুচিস্তানে এবং ২টি কোহাটা প্রদেশে।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের জানবায মুজাহিদদের এসব বীরত্বপূর্ণ হামলায় গাদ্দার পাকিস্তান সেনাবাহিনী, পুলিশ, এফসি, এসএসজি এবং আইএসআই এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সহ কমপক্ষে ১০০ সদস্য হতাহত হয়েছে।

এছাড়াও এসব অভিযানে মুজাহিদগণ গাদ্দার বাহিনীর ৫টি সামরিক স্থাপনা এবং অন্তত ১০টি গাড়ি ধ্বংস করেছেন।

পাশাপাশি, মুজাহিদগণ ২৫টি অত্যাধুনিক অস্ত্র এবং ১টি গাড়ি গনিমত লাভ করেছেন। অপরদিকে, দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান থেকে ১৫ পুলিশ সদস্যকে বন্দী করেছেন মুজাহিদগণ। এই বন্দীদেরকে পরে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য যে, গত মাসে পাকিস্তানের ডেরা ইসমাইল খান ও লাকি মারওয়াতে মার্কিন বাহিনী ও পাকি-বাহিনী লাগাতার ৩দিন ধরে টিটিপির বিরুদ্ধে যৌথ সামরিক অভিযান চালায়। এসময় মার্কিন বাহিনী টিটিপির অবস্থান লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা চালালে ৩জন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। ফলশ্রুতিতে টিটিপির বীর মুজাহিদগণ পাল্টা হামলা চালালে নাপাক বাহিনীর অন্তত ৭সেনা নিহত এবং আরও বহু সংখ্যক সৈন্য আহত হয়।

এছাড়াও দীর্ঘ যুদ্ধবিরতি চুক্তির মধ্যেও পাকিস্তানের গাদ্দার সামরিক বাহিনী তা লঙ্ঘন করে বারবার টিটিপির অবস্থানে হামলা চালায়| ফলশ্রুতিতে যুদ্ধবিরতির ৩য় মাসে এসে মুজাহিদগণ প্রতিরক্ষামূলক অভিযান শুরু করেন এবং পাকিস্তান প্রশাসনকে যুদ্ধবিরতি মেনে চলতে বলে।

কিন্তু যুদ্ধবিরতির মধ্যেই টিটিপির শীর্ষস্থানীয় আমীর উমর খালেদ খোরাসানী রহিমাহুল্লাহকে বন্দী করে গাদ্দার বাহিনী। এর একদিন পরই কথিত আইইডি বিস্ফোরণের নাটক সাজিয়ে তাঁকে শহীদ করে দেয়। শাইখ উমর খালেদ খোরাসানী রহিমাহুল্লাহ ছিলেন, আফগানিস্তানে চলতে থাকা শান্তি-আলোচনা কমিটির একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

শাইখকে শহিদ করা সহ টিটিপির আরও একাধিক কমান্ডারকে এভাবে প্রতারণামূলক ভাবে শহিদ করে পাকিস্তান। গাদ্দার পাকিস্তান প্রশাসনের এমন জঘন্য কাজের ফলশ্রুতিতে গত নভেম্বর মাসের শেষ দিকে দীর্ঘ ৭মাসের যুদ্ধবিরতির অবসান ঘটিয়ে গাদ্দার পাকি-সামরিক বাহিনীর উপর সর্বাত্মক হামলা চালানোর ঘোষণা দেয় টিটিপির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

নতুন এই আদেশের পর, প্রথম আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে টিটিপির মুজাহিদগণ পাকিস্তান জুড়ে ৭টি হামলা চালান। এর মধ্যে কোয়েটায় একটি শহীদী হামলা ছিল লক্ষণীয়। এই হামলায় পশ্চিমাদের ক্রীড়নক গাদ্দার পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অন্তত ৫০ সৈন্য হতাহত হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে ৪টি সাঁজোয়া যান।

একদিকে ইমরান খান ও শাহবাজ খানের দ্বন্দ্বে পাকিস্তানে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছে। অন্যদিকে টিটিপির এমন অভূতপূর্ব সামরিক অভিজান নিঃসন্দেহে পাকিস্তানের মুরতাদ সরকার ও গাদ্দার বাহিনীকে ব্যাপক কোণঠাসা করে ফেলেছে। সবরের সাথে উপযুক্ত যুদ্ধ কৌশল বজায় রেখে মুজাহিদদের এই অভিযান অব্যাহত রাখলে পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে দ্রুত পরিবর্তন আসতে পারে ইনশাআল্লাহ।

লিখেছেন: আলী হাসনাত

০৫ই ডিসেম্বর, ২০২২

মুসলিম বিদ্বেষ ও সামাজিক প্রতিকূলতায় হিন্দুত্ববাদী ভারত অগ্রগামীঃ পিউ রিপোর্ট

সম্প্রতি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক পিউ রিসার্চ সেন্টার একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সেই রিপোর্ট অনুসারে, ২০২০ সালে (COVID-19) করোনা মহামারী চলাকালীন ভারতে সর্বোচ্চ স্তরের মুসলিম বিদ্বেষ পরিলক্ষিত হয়েছিল।

এছাড়াও সামাজিক প্রতিকূলতা সূচকে সার্বিক বিবেচনায় ভারত 10 এর মধ্যে 9.4 স্কোর করেছে। অর্থাৎ, ভারত সামাজিক ভাবে খুবই প্রতিকূল একটি দেশ। নাপাক মুশরিকরা আফগানিস্তানকে খুবই ভয়ংকর রাষ্ট্র হিসেবে উপস্থান করলেও, তারা নিজেরাই এ সূচকে আফগানিস্তানের চেয়ে পিছিয়ে আছে।

থিঙ্ক ট্যাঙ্ক পিউ রিসার্চ সেন্টার থেকে গত মঙ্গলবার ১৩ তম বার্ষিক গবেষণা প্রতিবেদনে এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সেখানে তুলে ধরা হয়, ভারতে করোনা জিহাদের মতো ইসলামোফোবিক হ্যাশট্যাগ সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এছাড়াও করোনা ভাইরাসের জন্য ভিত্তিহীনভাবে মুসলমানদেরকে দোষারোপ করা হয়েছিল।

এমনকি, করোনভাইরাস ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে ভারতে মুসলমানদের উপর চালানো একাধিক হামলার কথাও এই প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। বিশেষভাবে, তাবলিগি জামাতের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদীদের আগ্রাসন এবং মুসলিম বিরোধী প্রচারণার কথা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়।

ভারত সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী তাবলিগি সাথীরা পরিপূর্ণ সহায়তা করা সত্ত্বেও হিন্দুত্ববাদী পুলিশ আইনের অপব্যবহার করে বিদেশী সহ অনেক মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে।

করোনা মহামারী চলাকালীন বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ইসলামোফোবিক হ্যাশট্যাগ এবং পোস্ট আকস্মিকভাবে বেড়ে গিয়েছিল। পাশাপাশি মুসলিমদের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভাইরাস ছড়ানোর অভিযোগ এনে "করোনা জিহাদ" প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হয়েছিল।

উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের বিজেপি বিধায়ক মুসলিম বিক্রেতাদের বয়কটের আহ্বান জানিয়ে বলেছিল, মুসলিমদের "লালা দিয়ে শাকসবজি সংক্রামিত হচ্ছে।"

পিউ রিপোর্ট এর পাশাপাশি আরও অনেক সংস্থা পুরো বিশ্বকে সতর্ক করে আসছে যে, হিন্দুত্ববাদী ভারত এক নৃশংস মুসলিম গণহত্যার পরিবেশ তৈরি করে যাচ্ছে। জেনোসাইড ওয়াচ এর মতে, ভারতে মুসলিম গণহত্যা

কেবল এক ধাপ দূরে। এমতাবস্থায়, মুসলিম উম্মাহ ঐবক্যবদ্ধ হতে ব্যর্থ হলে ইতিহাস আরেকটি ভয়ংকর মুসলিম গণহত্যার সাক্ষী হবে।

তথ্যসূত্র:

১। Muslims targeted, Christians killed in custody; India saw highest levels of religious hostilities during lockdown: Report - https://tinyurl.com/msmk2vyw

---

পাক-তালিবানের দুঃসাহসী হামলায় ২২ এরও বেশি আল্লাহ্‌দ্রোহী সৈন্য হতাহত

পাকিস্তান প্রশাসন ও দেশটির জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপির মাঝে বিগত ৭ মাস ধরে চলছিলো যুদ্ধবিরতি। যা চলতি মাসের এক তারিখে শেষ হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)।

এই যুদ্ধবিরতি সমাপ্ত হওয়ার পর থেকে দেশ জুড়ে সামরিক অভিযান বাড়াচ্ছে প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি। যাতে আতংকিত হয়ে পড়েছে পাকি-সামরিক বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। কেননা যুদ্ধবিরতি চুক্তি শেষ হওয়ার পর গত ২ ও ৩ তারিখে পাকিস্তান জুড়ে ৯টি সফল হামলা চালিয়েছেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অন্তত ২২ সৈন্য নিহত এবং আহত হয়েছে।

এরমধ্যে ডিআই-খান প্রদেশে টিটিপি কর্তৃক পরিচালিত ৩টি হামলায় অন্তত ৭ সৈন্য নিহত হয়েছে। এই হামলাগুলোতে আহত হয়েছে আরও বেশ কিছু গাদ্দার সৈন্য।

তবে মুজাহিদগণ প্রদেশটির কেন্দ্রীয় ওয়ানার এলাকায় তাদের সবচাইতে সফল হামলাটি চালিয়েছেন। যেখান পাকি-সামরিক বাহিনী এফসি-এর একটি কনভয়কে টার্গেট করে অতর্কিত আক্রমণ করেন মুজাহিদগণ। আর তাতে সামরিক বাহিনীর ৩টি এফসি গাড়ি ধ্বংস হয়। এসময় গাড়িগুলোতে থাকা সকল গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং আহত হয়। যাদের মাঝে কর্নেল এবং আইজিএফসিও রয়েছে। তবে এই অভিযানে কত সেনা সদস্য নিহত এবং আহত হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট ভাবে জানা যায় নি।

কেননা হামলার পর সেনাবাহিনী পুরো এলাকাটি ঘিরে ফেলে, ফলে মুজাহিদগণ কোন হতাহত হওয়া ছাড়াই হামলার পর দ্রততার সাথে ঘটনাস্থল থেকে নিরাপদে সরে পড়েন- আলহামদুলিল্লাহ।

অপরদিকে টিটিপির মুজাহিদগণ মরদান ও পেশওয়ারে ৫টি সফল হামলা চালিয়েছেন। যেগুলোতে অন্তত ৯ গাদ্দার সেনা নিহত এবং আরও ৬ এরও বেশি গাদ্দার সৈন্য আহত হয়েছে।

বেসামরিক এলাকায় শিয়া হুথিদের মাইনে হতাহত হচ্ছে সাধারণ ইয়েমেনি

ইয়েমেনে ইরান সমর্থিত কুখ্যাত হুথি সন্ত্রাসীদের পুঁতে রাখা ল্যান্ড মাইন বিস্ফোরণে ২ শিশু নিহত হয়েছে। গত ১ ডিসেম্বর ইয়েমেনের মধ্য প্রদেশের মারিবে এ ঘটনা ঘটে। হুথি সন্ত্রাসীদের পুঁতে রাখা ল্যান্ড মাইনে আজ বিপর্যস্ত বেসামরিক সাধারণ মুসলিমদের জীবন।

মুজাহিদদের অগ্রযাত্রা রুখতে শিয়া হুথিরা দেশের বিভিন্ন পয়েন্টে হাজার হাজার ল্যান্ড মাইন পুঁতে রেখেছে। স্কুল, হাসপাতাল, কৃষি জমি, এমনকি আবাসিক এলাকাগুলোতেও ল্যান্ড মাইন পুঁতে রেখেছে তারা। ফলে হাঁটাচলা ও দৈনন্দিন কাজের সময়ও মাইন বিস্ফোরণ ঘটছে। বেসামরিক ইয়েমেনিরা হাত-পা হারিয়ে পঙ্গু হচ্ছে চিরদিনের জন্য। এসব বিস্ফোরণে চলতি সপ্তাহেই শিশুসহ ৯ জন সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন।

বেসামরিকদের পক্ষ থেকে এরকম অবিবেচক ও বর্বর কাজের প্রতিবাদ করা হলেও সন্ত্রাসী হুথিরা কোন পাত্তা দিচ্ছে না। ফলে হতাহতের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে।

একদিকে গাদ্দার সৌদি জোটের বিমান হামলা, অন্যদিকে কুখ্যাত রাফেজি শিয়া হুথি সন্ত্রাসীদের নিপীড়ন। এছাড়াও দেশটিতে বিরাজমান রয়েছে চরম দুর্ভিক্ষ। সার্বিকভাবে ইয়েমেনের মুসলিমগণ চরম মানবেতর জীবন যাপন করছেন।

তথ্যসূত্র:

১। Houthi landmines kill more Yemenis, destroy livelihoods –

https://tinyurl.com/y2e66p6t

[ভিডিও] ভারতের মহারাষ্ট্রে মুসলিম ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন

হিন্দুত্ববাদী ভারতে মুসলমানদের ওপর সহিংসতার ঘটনা বেড়েই চলেছে। প্রতিদিনই কোনো না কোনো রাজ্য থেকে মুসলিম হত্যার ঘটনা সামনে আসছে। হিন্দুত্ববাদী বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে তাদের সহযোগিতা করে চলছে। এ কারণে হিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষী চিন্তাভাবনা আরও জোরদার হচ্ছে।

গত ৩ ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রের নালাসোপাড়া পূর্ব এলাকায় এক যুবককে প্রকাশ্যে রাস্তায় পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। নিহত যুবকের নাম আদম খান বলে জানা গেছে। তিনি পেলহার থানা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, নির্যাতিত মুসলিম ব্যক্তি করুণা ভিক্ষা করতে থাকে, কাঁদতে থাকে। কিন্তু বর্বর উগ্র হিন্দুরা তাকে লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকে, লাথি ও ঘুষি মারতে থাকে।

A Muslim Man Adam Khan being lynched in Nalasopara(E) under Pelhar Police Station, Maharashtra. pic.twitter.com/1l2gLxs3Eg

— Ahmed Khabeer احمد خبیر (@AhmedKhabeer_) December 4, 2022

ভিডিওতে আরও শোনা যায়, পাশ থেকে কেউ কেউ মুসলিম ব্যক্তির মাথা ভেঙ্গে দিতে বলছে। হৃদয় বিদারক ঘটনাটি অনেক হিন্দু জনতা দেখেছে, ভিডিও করেছে, ছবি তুলেছে, কিন্তু কেউ তাদের থামানোর চেষ্টা করেনি।

অনেকেই মনে করেন, পুলিশ প্রশাসন হচ্ছে অভিযোগ ও দাবি জানানোর জন্য নিরাপদ স্থান। অথচ, এই হিন্দুত্ববাদী পুলিশরাই মেতে উঠেছে মুসলিম বিদ্বেষের ভয়ানক খেলায়। তাই উপমহাদেশের মুসলিমদের জান মাল রক্ষায় নিজেদেরকেই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১। Mob lynching: महाराष्ट्र और कानपुर में दिल दहला देने वाली घटनाएं, देखें वायरल वीडियो - https://tinyurl.com/4safc5dk

---

০৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২২

পলিসিলিকন কারখানায় জোরপূর্বক উইঘুর মুসলিমদের ব্যবহার করছে দখলদার চীন

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ব্রেকথ্রু ইনস্টিটিউটের একটি গবেষণায় উঠে এসেছে যে, বিশ্বব্যাপী সৌর প্যানেল উৎপাদন শিল্পের সাথে মানবাধিকার সমস্যা যুক্ত রয়েছে। প্রায় ২০০ টিরও বেশি সরকারী নথি, মিডিয়া রিপোর্ট এবং একাডেমিক কাগজপত্রের মাধ্যমে তারা এই গবেষণামূলক প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চীন গত দুই বছর ধরে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় 'শ্রম স্থানান্তর' কর্মসূচির অধীনে পলিসিলিকন তৈরিতে জোর করে পূর্ব তুর্কীস্তানের উইঘুর মুসলিমদের কাজ করাচ্ছে। পলিসিলিকন মূলত সৌর প্যানেল তৈরিতে ব্যবহৃত একটি উপাদান। গবেষকরা বলছেন, চীন উইঘুর মুসলিমদের গ্রেপ্তার ও এমনকি কারাবাসের হুমকি দিয়েও এসব কারখানায় কাজ করতে বাধ্য করছে।

চীনের পলিসিলিকন কারখানাগুলো মূলত তুর্কীস্তানকে কেন্দ্র করেই গড়ে তোলা হয়েছে। এই কারখানাগুলোর মাধ্যমে চীন গত বছর বিশ্বের মোট ৪২ ভাগ পলিসিলিকন উৎপাদন করেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, জিসিএল টেকনোলজি হোল্ডিংস লিমিটেড (এরা চীনের মোট সৌর-গ্রেড পলিসিলিকনের ৮.৪ ভাগ উৎপাদন করে) ও অন্যান্য কোম্পানি মিলে পূর্ব তুর্কীস্তানের হোতান শহর থেকে ১,৮০০ এর বেশি

উইঘুর মুসলিম শ্রমিক স্থানান্তর করেছে। এছাড়াও অন্যান্য পলিসিলিকন উৎপাদনকারী কোম্পানি যেমন, ইস্ট হোপ গ্রুপ, দাকো নিউ এনার্জি কর্পোরেশন এবং তুর্কিস্তান ভিত্তিক কোম্পানি শিন্ট এনার্জিকেও জোরপূর্বক উইঘুর মুসলিম শ্রমিক নিয়োগ করতে দেখা গিয়েছে।

গবেষকরা বলছেন যে, সৌর কারখানার কর্মীদের মধ্যে ঠিক কতজন উইঘুর মুসলিম রয়েছেন তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে স্থানান্তরকৃত উইঘুর মুসলিম শ্রমিকদেরকে তাদের পরিবার থেকে আলাদা করে শহর থেকে অনেক দূরে পাঠানো হয় বলে উল্লেখ করেছেন তারা।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, উইঘুর মুসলিমদের দিয়ে স্বল্প বেতনে বিপজ্জনক কাজ করাচ্ছে পূর্ব তুর্কীস্তানকে আগ্রাসন চালানো সন্ত্রাসী চীন। এছাড়াও উইঘুরদের দিয়ে অতিরিক্ত সময়ও কাজ করাচ্ছে তারা। জোরপূর্বক কাজ করানোর পাশাপাশি উইঘুর শ্রমিকদেরকে কথিত 'পুনঃশিক্ষা প্রক্রিয়ায়' অংশ নিতেও বাধ্য করছে দখলদার চীন। এই পুনঃশিক্ষা মূলত পূর্ব তুর্কীস্তান থেকে উইঘুর মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করারই একটি প্রজেক্ট।

প্রতিবেদনে গবেষকরা আরও বলেছেন, তারা যেসব ছবি পেয়েছেন তা থেকে এটা স্পষ্ট যে, চাইনিজরা বিপজ্জনক কাজের ক্ষেত্রে উইঘুর মুসলিম শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষামূলক পোশাক সরবরাহ করে না।

সবশেষে, প্রতিবেদনের উপসংহারে গবেষকরা বলেছেন যে, সৌর উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি উইঘুর, কাজাখ, কিরগিজ এবং তুর্কীস্তানের অন্যান্য মুসলিমদের উপর দখলদার চীনের নির্যাতনের সাথে জড়িত।

তথ্যসূত্রঃ
১। Forced Uyghur labor is being used in China's solar panel supply chain, researchers say - https://tinyurl.com/yxtvyhds
২। Evidence grows of forced labour and slavery in production of solar panels, wind turbines - https://tinyurl.com/4vhh3xme
৩। Confronting the Solar Manufacturing Industry's Human Rights Problem - https://tinyurl.com/4zz23pb9

একিউএস এর ৩ আমিরের উপর সন্ত্রাসী আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা

সন্ত্রাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি আল-কায়েদা উপমহাদেশের (একিউএস) কয়েকজন আমীরের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এই বীর মুজাহিদদেরকে তথাকথিত "গ্লোবাল টেরোরিস্ট" এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের জারি করা এক বিবৃতিতে সম্প্রতি উপমহাদেশের ২টি ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনীর ৪ জন আমীরকে কথিত "গ্লোবাল টেরোরিস্ট" বলে উল্লেখ করেছে। এই তালিকায় একিউআইএস এর ৩ জন এবং তেহরিক-এ-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর ১জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

উক্ত চার জন আমীর হলেন,

- উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ্ (AQS-এর আমির)

- শাইখ আতিফ ইয়াহিয়া ঘুরি হাফিজাহুল্লাহ্ (AQS-এর ডিপুটি আমির)

- শাইখ মুহাম্মদ মারুফ হাফিজাহুল্লাহ্ (AQS-এর রিক্রুটিং ইউনিট লিডার)

- কারি আমজাদ হাফিজাহুল্লাহ্ (TTP-এর উপনেতা)

সন্ত্রাসী আমেরিকা এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পর, উপরোক্ত প্রতিরোধ বাহিনীর নেতাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ঘোষণা দিয়েছে। পাশাপাশি তাদের সাথে সব ধরনের লেনদেন করার উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সন্ত্রাসী দেশটি।

[ভিডিও] ফের জায়নবাদী ইসরাইলের বিমান হামলায় কেঁপে উঠল গাজা

অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় আবারও বিমান হামলা চালিয়েছে দখলদার জায়নবাদী ইসরাইল। এদিকে মুসলিম উম্মাহর যুবকরা হারাম বিশ্বকাপ ফুটবলের খেল তামাশায় মাতোয়ারা।

গাজার খান ইউনিস এলাকার কয়েকটি স্থানে ৪ ডিসেম্বর এ হামলা চালায় ইসরাইল। নৃশংস এই বিমান হামলাকে বৈধতা দিতে বরাবরের মতোই গাজা থেকে রকেট ছোঁড়ার অযুহাত দাঁড় করিয়েছে সন্ত্রাসী ইসরাইল।

Footage documenting the lsraeli airstrikes on Gaza Strip tonight. pic.twitter.com/xXHEMBebwD

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) December 4, 2022

সাম্প্রতিক পশ্চিম তীরে অঘোষিত এক তরফা যুদ্ধ ও আগ্রাসন শুরু করেছে জায়নবাদী ইসরাইল। গণহারে ফিলিস্তিনিদের খুন, গ্রেফতার ও নানামুখি আগ্রাসন চালাচ্ছে অভিশপ্ত ইসরাইল। ফলে প্রতিদিনই কারো না কারো লাশ বহন করতে হচ্ছে ফিলিস্তিনিদের। চলতি বছর এ পর্যন্ত তিন শতাধিক ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে দখলদার ইসরাইল।

এরপরও থেমে নেই ইহুদি আগ্রাসন। গত তিন দিনে ১০ ফিলিস্তিনিকে খুন করে ইসরাইল। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে গত ৩ ডিসেম্বর পশ্চিম তীরের নাবলুসে। আম্মার মিফলেহ নামক ২২ বছর বয়সী এক ফিলিস্তিনি যুবককে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে ইসরাইলি সেনারা। নিরস্ত্র যুবককে রাস্তায় প্রকাশ্যে শর্টগান দিয়ে পাঁচ রাউন্ড গুলি করে হত্যা করার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

ফিলিস্তিনে উপর্যপুরি ইহুদি আগ্রাসন এবং গাজায় বিমান হামলা করার পরও এখন পর্যন্ত আরব বা পশ্চিমা বিশ্ব কারো পক্ষ থেকেই কোন ধরনের প্রতিবাদ জানানো হয়নি। অন্যদিকে গাদ্দার জাতিসংঘও ইসরাইলের এসব হামলার ব্যাপারে একদম নীরব।

আর এভাবেই ক্রমবর্ধমান ইসরাইলি আগ্রাসনে ফিলিস্তিনি নারী, পুরুষ ও শিশুদের রক্ত ফিকে হয়ে যাচ্ছে। আর সকল মুসলিম নির্বাক দর্শকের ভুমিকা পালন করছে।

তথ্যসূত্র:

১। ভিডিও লিংক - https://tinyurl.com/5n6cufyf

২। Israel strikes Gaza after rocket fired from enclave - https://tinyurl.com/fnbxuuyx

---

নিজস্ব সিনেমা হলের উদ্বোধন করতে যাচ্ছে সৌদি আরব

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর পবিত্র ভূমি আরবকে পশ্চিমা সংস্কৃতিতে সাজাতে দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করছে গাদ্দার সৌদি শাসকগোষ্ঠী। পূর্বে দেশটিতে ইসলামি মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক সেক্যুলার সংস্কৃতির সকল কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু গাদ্দার সৌদ পরিবারের ইহুদি মায়ের সন্তান খ্যাত মুহাম্মদ বিন সালমান নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে জোরপূর্বক চাপিয়ে দিচ্ছে দেশটির জনগণের উপর।

আর এরই ধারাবাহিকতায় প্রথমবারের মতো নিজস্ব সিনেমা হলের উদ্বোধন করতে যাচ্ছে সৌদি আরব। আগামী আগামী ৬ ডিসেম্বর জেদ্দায় এই হলের উদ্বোধন করা হবে। খবর আরব নিউজের।

অবাক করা বিষয় হচ্ছে, দ্বিন বিধ্বংসী এই সিনেমা হলকেই আদর্শ ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎস হিসেবে ধরে হলের পরিচালক ঘোষণা করেছে যে, "সিনেমা হলের লক্ষ্য হচ্ছে, চলচ্চিত্র দেখা, নতুন কিছু আবিষ্কার, গবেষণা, চলচ্চিত্র সম্পর্কে শেখার এবং জ্ঞান বিনিময়ের জন্য সাক্ষাতের একটি জায়গা ও সিনেমার অভিজ্ঞাকে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়া।" সিনেমা হলে আছে ১৬৮ সিটের একটি মূল থিয়েটার। আছে ৩০ সিটের একটি স্ক্রিনিং রুম, একটি মাল্টিমিডিয়া লাইব্রেরি ও প্রদর্শনী কেন্দ্র।

পরিচালক আন্তোনিয়া কারভার বলেন, "এটি সৌদি আরবের প্রথম নিজস্ব সিনেমা হল। স্থানীয় চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্রকারদের উন্নয়নের স্বার্থে হলটি বানানো হয়েছে। পাশাপাশি দর্শকদের জন্যও যারা সিনেমা দেখতে ভালেবাসে।"

হায়া সিনেমার সিনিয়র ম্যানেজার জোহরা আইত আল-জামার বলেন, 'সৌদি আরবে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সিনেমার প্রতি ক্রমবর্ধমান আবেগ এবং সমর্থনের কারণে জেদ্দায় হায়া সিনেমার উদ্বোধন করা হচ্ছে।'

বর্তমান বিশ্বে উম্মাহর এই ক্লান্তিলগ্নে যার নেতৃত্ব দেয়ার কথা ছিল, তারাই কিনা আজ উম্মাহর অধঃপতনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। উম্মাহর পরাজয়কে আরও দীর্ঘায়িত ও যুবকদের ধ্বংস করতে পদক্ষেপ নিচ্ছে নানামুখি অশ্লীল কার্যকলাপের।

তথ্যসূত্র:

----

1. First Saudi independent cinema set to open in Jeddah - https://tinyurl.com/muzakxpb

---

গণহত্যার প্রস্তুতি || হিন্দু মেয়ের শ্লীলতাহানির নাটক সাজিয়ে মুসলিমদের হত্যার হুমকি

মধ্যপ্রদেশের খান্ডোয়াতে উগ্র হিন্দু সংগঠন প্রকাশ্য হুমকি দিয়েছে "হিন্দু বীররা এখন জিহাদিদের হত্যা করবে।" ঘটনার কারণ হিসেবে জানা যায়, মধ্যপ্রদেশে এক হিন্দু মেয়ে পুলিশে অভিযোগ করেছে যে তাকে কিছু মুসলিম যুবক শ্লীলতাহানি করার চেষ্টা করেছে।

এই ভিত্তিহীন অভিযোগকে কেন্দ্র করে হিন্দু সংগঠনের সন্ত্রাসীরা ৫-৬ জন মুসলিম ছেলেকে অস্ত্র দিয়ে নৃশংসভাবে আক্রমণ চালিয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় ফেলে যায়।

যদিও পুলিশ স্পষ্টভাবে বলেছে যে, হিন্দু সংগঠনগুলি পরিকল্পিতভাবে নতুন ইস্যুতে তোলপাড় সৃষ্টি করে পরিবেশ নষ্ট করতেই এই ধরণের ষড়যন্ত্র সাজিয়েছে। সে মেয়ে এ সাজানো অভিযোগ নিয়ে থানায় পৌঁছলে, পুলিশ তার অভিযোগকে জাল বলে অভিহিত করেছে এবং অভিযোগটি নথিভুক্ত করেনি। তবুও উগ্র হিন্দু সংগঠনের নেতারা প্রকাশ্যে ঐ হুমকি দিচ্ছে।

খান্ডোয়া পুলিশের মতে, হিন্দু সংগঠনগুলো সবসময় একই ধরনের কার্যকলাপ করে আসছে, তারা দলবল থানায় নিয়ে আসে এবং মুসলিমদের উপর কঠোর ব্যস্থা নেওয়ার জন্য চাপ দেয়।

সেখানে বসবাসকারী মুসলিমরা জানিয়েছেন, আমাদের ধর্মে কোন মেয়েকে শ্লীলতাহানি কিংবা হয়রানি করার অনুমতি নেই। আমরা শান্তিতে থাকি, এটা হিন্দু সংগঠনগুলো পছন্দ করে না। তাই হিন্দু সংগঠনগুলো হিন্দু মেয়েদের ব্যবহার করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা করে। যেন হিন্দুরা আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং ছুরি ও তলোয়ার দিয়ে আমাদের সন্তানদের হত্যা করে।

উগ্র হিন্দুরা মুসলিম গণহত্যার সূচনা করতে তাদের মেয়েদের দিয়ে ষড়যন্ত্র করার মত জঘন্য কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করছে না। তারা যেকোন মূল্যে মুসলিম গণহত্যার সূচনা করতে চাচ্ছে বলেই মুসলিমদের সতর্ক করেছেন বিশ্লেষকগণ।

তথ্যসূত্র:

----

1. video link - https://tinyurl.com/mw76jrt7

2. video link - https://tinyurl.com/5bw3scx8

3. video link - https://tinyurl.com/2spman55

4. video link - https://tinyurl.com/ysjudna4

5. https://tinyurl.com/4a4prye9

০৩রা ডিসেম্বর, ২০২২

ব্রেকিং || সোমালিয়ায় আরও ২ শহর মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দখলদার বাহিনী ও তাদের সমর্থিত গাদ্দার বাহিনীর উপর হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছেন দেশটির জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। ফলশ্রুতিতে প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন এলাকায় মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ২ ও ৩ ডিসেম্বর ২টি শহর ও ১টি এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন।

এর মধ্যে গত ২ ডিসেম্বর দীর্ঘ দুইদিনের তীব্র লড়াই শেষে বে রাজ্যের দিনুনাই শহর দখল করতে সক্ষম হন আশ-শাবাব মুজাহিদগণ। এই শহর বিজয়ের অভিযানে কমপক্ষে ৭৯ গাদ্দার সৈন্য হতাহত হয়েছে। একই দিনে দিনুনাই ছাড়াও জোবজাদুদ-বুরি শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন মুজাহিদগণ।

সর্বশেষ মুজাহিদগণ ৩ ডিসেম্বর হিরান রাজ্যের 'জাদিদ' এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। মুকারি শহরের উপকণ্ঠে সোমালি বাহিনীর একটি সামরিক কনভয়ে মুজাহিদদের অতর্কিত হামলার কয়েক ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে আসে। এই অতর্কিত হামলায় গাদ্দার বাহিনীর বহু সংখ্যক সৈন্য হতাহত হয় এবং তাদের সামরিক সরঞ্জামের ক্ষতি হয়। ফলশ্রুতিতে গাদ্দার বাহিনী এলাকাটি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়।

ইয়েমেনে সামরিক টার্গেটে আল-কায়েদার হামলায় কমপক্ষে ৯ মিলিশিয়া হতাহত

সম্প্রতি আরব উপদ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ ভূমি ইয়েমেনে গাদ্দার আরব আমিরাত সমর্থিত মিলিশিয়াদের উপর ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ মুজাহিদিন। এতে কমান্ডার সহ কমপক্ষে ৯ মিলিশিয়া সদস্য হতাহত হয়েছে।

স্থানীয় 'আল-মালাহিম' সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ২ ডিসেম্বর ইয়েমেনের আবয়ান রাজ্যের আল-মাহফাদ জেলায় ২টি অতর্কিত হামলার ঘটনা ঘটেছে। হামলাগুলো সংযুক্ত আরব-আমিরাত সমর্থিত ভাড়াটে মিলিশিয়াদের ২টি সামরিক অবস্থান লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে।

সূত্র মতে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট প্রতিরোধ বাহিনী 'আনসারুশ শরিয়াহ্' এর মুজাহিদগণ পরিচালিত প্রথম হামলায় গাদ্দার ভাড়াটে বাহিনীর স্পেশাল ফোর্সের অফিসার 'নাদের আন-নাসেরী' সহ তার সাথে থাকা আরও কমপক্ষে ৪ সৈন্য নিহত হয়। একই জেলায় মুজাহিদদের দ্বিতীয় হামলায় গাদ্দার বাহিনীর আরও কমপক্ষে ৫ সৈন্য হতাহত হয়।

অভিযান শেষে আনসারুশ শরিয়াহ্'র মুজাহিদগণ গাদ্দার বাহিনীর সামরিক অবস্থানগুলি বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরণের মাধ্যমে উড়িয়ে দেন।

মালিতে জাতিসংঘের সামরিক কনভয়ে আল-কায়েদার ৪ হামলা, হতাহত ২৪ গাদ্দার

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে গত তিনদিনের ব্যবধানে জাতিসংঘের সামরিক বাহিনীর উপর পরপর ৪টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে পশ্চিমাদের দালাল সংস্থাটির অন্তত দুই ডজন সৈন্য হতাহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র মতে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম) যোদ্ধারা গত ৩০ নভেম্বর থেকে ২ ডিসেম্বরের মধ্যে এই হামলাগুলি চালিয়েছেন। এর মধ্যে ২ টিই চালানো হয়েছে টিম্বুকটু রাজ্যে। একটি হামলায় জাতিসংঘের ৩ সৈন্য আহত হয়েছে। এদের মাঝে ২ সৈন্যের অবস্থা গুরুতর।

দ্বিতীয় হামলায় কুফফার সংঘের ১টি সাঁজোয়া যান ও ২টি ট্রাক ধ্বংস হয়ে যায়। এসময় যানগুলোতে থাকা সমস্ত কুফফার সৈন্য হতাহত হয়।

তৃতীয় হামলাটি চালানো হয় মালির কিদাল রাজ্যে। সেখানে জাতিসংঘের একটি সামরিক কাফেলা টার্গেট করে আইইডি হামলা চালানো হয়। এতে ঘটনাস্থলেই জাতিসংঘের ১ সৈন্য নিহত এবং আরও কিছু সৈন্য আহত হয়।

জেএনআইএম এর মুজাহিদগণ তাদের চতুর্থ সফল হামলাটি চালান হমৌরতানিয়া ও মালি সীমান্তের "কাই" রাজ্যে। রাজ্যটির ইয়ালিমানি সীমান্ত শহরে অবস্থিত গাদ্দার মালিয়ান সেনাবাহিনীর একটি চেকপোস্ট ও সামরিক অবস্থান লক্ষ্য করে এই হামলাটি চালানো হয়। এতে চেকপোস্টটি ধ্বংস হয়ে যায় ও সামরিক স্থাপনাটি মুজাহিদদের বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যায়। এই হামলায় গাদ্দার বাহিনীর অন্তত ৩ সৈন্য নিহত এবং আরও ডজনখানেক সৈন্য আহত হয়। পাশাপাশি, গাদ্দার বাহিনীর ৫টি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়।

মার্কিন অর্থায়নে পরিচালিত আরও ২টি রেডিও চ্যানেল বন্ধ করলো তালিবান

সম্প্রতি ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান প্রশাসন, মার্কিন কংগ্রেসের অর্থায়নে পরিচালিত নতুন করে আরও দুটি রেডিও চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ করেছে।

ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসনের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, গত ১ ডিসেম্বর আফগানিস্তানে ভয়েস অফ আমেরিকার রেডিও সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়। এছাড়াও, এদিন রেডিও আজাদী, যেটি রেডিও ফ্রি এশিয়ার সাথে যুক্ত এবং মার্কিন কংগ্রেস দ্বারা অর্থায়ন করা হয়, সেটিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এর আগে গত মার্চ মাসে চীন, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩টি সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানকে নিষিদ্ধ করে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান প্রশাসন। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- পশতু ভাষী ভয়েস অফ আমেরিকা, বিবিসি ও সিজিটিএন। একই সাথে তখন আফগানিস্তানে বেশ কয়েকজন কথিত পশ্চিমা বিশেষজ্ঞকেও গুপ্তচরবৃত্তির কারণে নির্বাসিত করা হয়।

যাইহোক, ২০০১ সালে আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসনের পর রেডিও আজাদী সম্প্রচার শুরু করে। যেটি মার্কিন অর্থায়নে পরিচালিত হয়। এরপর এই চ্যানেলগুলো গত ২০ বছরের দীর্ঘ আফগান যুদ্ধের পুরোটা সময় ধরেই দখলদার বাহিনীর মুখপাত্র হয়ে একচেটিয়া সংবাদ প্রচার করেছে। যা তালিবান সরকার ক্ষমতায় আসার পরও অব্যাহত থাকে।

ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন নতুন করে ২টি রেডিও স্টেশন বন্ধ করার সিদ্ধান্তের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে যে, এই চ্যানেলগুলি আফগানিস্তানের মূল্যবোধ ও জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কর্মকাণ্ড সম্প্রচার করছে। আর আমরা দেশের গণমাধ্যম সংস্থাগুলোকে বারবারই সতর্ক করে আসছি যে, চ্যানেলগুলো যেনো ইসলামি ও জাতীয় মূল্যবোধ মেনে তাদের সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করে। কিন্তু কয়েকটি গণমাধ্যম বারবারই বিষয়টি লঙ্ঘন করে আসছে।

সূত্রমতে, পশ্চিমা সমর্থিত এই চ্যানেলগুলো ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসনের জারি করা শরিয়া আইন ও দণ্ডের বিরুদ্ধে সম্প্রচার করছে। ফলে ইমারাতে ইসলামিয়া প্রশাসন এধরণের কয়েকটি গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিয়েছেন।

সন্ত্রাসী ইসরাইলের বর্বর হামলায় নিহত ফিলিস্তিনি যুবক

দখলদার ইসরাইলের বর্বর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আবারও প্রত্যক্ষ করলো বিশ্ববাসী। সন্ত্রাসবাদী ইসরাইলি সেনার ঠান্ডা মাথায় উপর্যপুরি গুলিতে প্রাণ হারালেন এক ফিলিস্তিনি যুবক। বর্বরোচিত এ খুনের ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ভাইরাল হয়েছে।

গতকাল (২ ডিসেম্বর) ফিলিস্তিনের অধিকৃত পশ্চিম তীরের নাবলুস শহরে লোমহর্ষক এ ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার ভিডিওতে দেখা যায়, দখলদার ইহুদি সেনা এক ফিলিস্তিনিকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এ সময় ফিলিস্তিনি যুবক নিজেকে ইহুদি সেনার কাছ থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছিলেন। কিছু সময় ধস্তাধস্তির পর ফিলিস্তিনি যুবক ইহুদিকে চর মেরে নিজেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহুদি সেনা তাঁকে উপর্যপুরি কয়েক রাউন্ড গুলি করে।

এ সময় গুলিতে আহত যুবক যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। কিন্তু কাউকেই কাছে গিয়ে সাহায্য বা হাসপাতাকে নিতে সুযোগ দেয়নি সন্ত্রাসী বাহিনী, ফলে কিছুক্ষণ পর মৃত্যু হয় তাঁর।

আর এভাবেই সন্ত্রাসী ইসরাইল প্রতিনিয়ত ফিলিস্তিনিদের হত্যা করে চলেছে। আর আগে ঐ দিন রাতে আরও দুই ফিলিস্তিনি যুবককে হত্যা করেছে দখলদা ইসরাইলি সেনাবাহিনী। এ নিয়ে মাত্র চার দিনে ১২ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করলো ইসরাইলি বাহিনী।

দখলদার ইসরাইলের এমন বর্বর আগ্রাসনের পরও বিশ্ববিবেক একদম নিরব। মানবাধিকারের ধ্বজাধারী ও গাদ্দার জাতিসংঘ সর্বক্ষণ যারা মানবাধিকার বলে চিৎকার করে, মুসলিমদের প্রসঙ্গ আসলেই তাদের আর কোন কথা থাকে না।

এ অবস্থায় ফিলিস্তিনিদের নিজের রক্ষায় নববী মানহাজ অনুযায়ী সশস্ত্র প্রতিরোধই একমাত্র মাধ্যম হিসেবে দেখা হচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

----

1. ভিডিও লিংক - https://tinyurl.com/56dby4ca

দখলদার চীনের ডিজিটাল যুদ্ধঃ ইসলাম ও আল্লাহ্‌র রাসূল কে কটুক্তি

সম্প্রতি নিউ ইউরোপের ম্যানেজিং এডিটর থিওডোরোস বেনাকিস তার একটি প্রতিবেদনে লিখেছে, পূর্ব তুর্কীস্তানের উইঘুর মুসলিমদের প্রতি দখলদার চীনের গণহত্যা নীতি এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। প্রতিবেদনে সে উল্লেখ করেছে যে, 'উমাও আর্মি', যা '৫০ পয়সার সেনা' নামেও পরিচিত, তারা দখলদার চীন সরকারের হয়ে অনলাইনে ইসলাম ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)'কে নিয়ে 'কটুক্তি' করছে।

'উমাও আর্মি' মূলত দখলদার চীনা সরকার সমর্থিত একটি ডিজিটাল গ্রুপ যারা ইন্টারনেটের বিভিন্ন প্লাটফর্মে সরকারের পক্ষে মন্তব্য করে। তারাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় থেকে উইঘুর মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করছে।

প্রতিবেদনে বেনাকিস আরো বলেছে যে, চীন উইঘুর মুসলিমদের প্রতি তাদের বৈষম্যমূলক আচরণকে এবং উইঘুরদের বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়াকে বৈধকরণ করতে ইসলাম-ভীতিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, ইসলাম ধর্মকে অবমাননা করতে চীনা সরকার সমর্থিত এই ডিজিটাল গ্রুপটি কোরআনের আয়াত ও বিভিন্ন হাদীস বাজে ভাবে ব্যাখ্যা করছে।

উল্লেখ্য যে, ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি এত বিদ্বেষ ও বর্বর আচরণের পরও বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশের শাসকগণ চীনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। এমনকি উইঘুর মুসলিমদের প্রতি দখলদার চীনের গণহত্যা নীতিকেও তারা চীনের 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ

----

1. Chinese government unleashed its trolls, Wumao Army, to insult Islam and hurt religious sentiments of Uyghur Muslims: Report - https://tinyurl.com/5n8ew8ft

---

২রা ডিসেম্বর, ২০২২

নতুন শহর বিজয় আশ-শাবাবেরঃ শত্রুঘাঁটিতে দুর্দান্ত হামলায় হতাহত ৫৮

সম্প্রতি সোমালিয়ার 'বে' রাজ্যে হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। গত বুধবার থেকে রাজ্যটিতে সোমালি গাদ্দার বাহিনীর একাধিক সামরিক ঘাঁটি অবরোধ করে হামলা চালানো শুরু করেছেন মুজাহিদগণ।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গতকাল ১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার রাজ্যটির দিনুনাই শহরে সোমালি বাহিনীর একটি সামরিক ঘাঁটি ঘিরে অভিযান শুরু করেন মুজাহিদগণ, যা আজ শুক্রবারও চলমান রয়েছে বলে জানা গেছে।

সূত্রমতে সামরিক ঘাঁটিটিতে মুজাহিদদের বৃহস্পতিবারের হামলায় অন্তত ৩১ সেনা সদস্য হতাহত হয়। এরপর আজ শুক্রবারের হামলায় এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়।

সূত্রটি জানায়, ঘাঁটিটিতে আটকা পরা সেনাদের উদ্ধার ও সহায়তা করতে রাতে এখানে আরও একটি শত্রু-কাফেলা জড়ো হয়। ফলে মুজাহিদগণ আজ দ্বিতীয় দিনের মতো ঘাঁটিতে হামলা চালান। এতে এখন পর্যন্ত ২৫ সেনা নিহত এবং আরও ৩৩ এর বেশি শত্রুসেনা আহত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।

এদিন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন একই রাজ্যের "জোভজাদুদ-বুরি" শহরটি বিনা লড়াইয়ে নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন।

শাহাদাহ এজেন্সির তথ্যমতে, হারাকাতুশ শাবাব প্রশানের সামরিক বাহিনীর একটি সশস্ত্র দল আজ সকালে বিদাউ শহরের উপকণ্ঠে "জোভজাদুদ-বুরি" শহরের দিকে অগ্রসর হওয়া শুরু করেন। এই সংবাদ তখন পৌঁছে যায় শহরটির নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সোমালি গাদ্দার সেনাদের কাছে। তারা এটা বুঝে গিয়েছিলো যে, হারাকাতুশ শাবাব শহরে আসলে তাদের পরাজয় ও মৃত্যু নিশ্চিত। তাই গাদ্দার বাহিনী যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা আসার আগেই শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়।

পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার সামরিক বাহিনীর এই পলায়নের ফলে কোন রক্তপাত আর যুদ্ধ ছাড়াই শহরটির নিয়ন্ত্রণ নেন মুজাহিদগণ- আলহামদুলিল্লাহ্।

এবার বলিউড অভিনেতার মুসলিমবিদ্বেষী বক্তব্য

এবার বলিউড অভিনেতা এবং সিনিয়র বিজেপি নেতা পরেশ রাওয়াল মুসলিমবিদ্বেষী বক্তব্য দিয়েছে। ভারতের গুজরাটে এক নির্বাচনী সভায় রোহিঙ্গা এবং বাংলাদেশী মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষসূচক বক্তব্য দিয়েছে সে।

বর্তমানে বিজেপির শাসনাধীনে ভারতের মানুষ এক কঠিন অবস্থা অতিক্রম করছেন। জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব দেশটির অর্থনীতিকে ভঙ্গুর করে ফেলছে। এ অবস্থায়ও নিজেদের ব্যর্থতাকে নির্লজ্জভাবে পাশ কাটিয়ে সামনের নির্বাচনে বিজয় লাভের জন্য আবারও ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষকে সামনে আনছে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি। নিয়মিতভাবে বিজেপি নেতা-কর্মীরা মুসলিমবিদ্বেষী বক্তব্য দিয়ে চলেছে।

এরই ধারাবাহিকতায় পরেশ রাওয়ালও তার বক্তব্যে স্পষ্টভাবে মুসলিমবিদ্বেষকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সে বলেছে, “শুনুন, যদি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বেড়ে যায়, এটা আবার সস্তাও হবে। যদি মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যায়, তবে আবার কমেও যাবে। লোকজন চাকরি পাবে। কিন্তু তখন আপনারা কী করবেন যখন বাংলাদেশী এবং

রোহিঙ্গারা দিল্লির মতো আপনাদের আশপাশেও বসবাস করতে শুরু করবে? তখন আপনারা গ্যাস দিয়ে কী করবেন? বাংলাদেশীদের মতো মাছ রান্না করবেন?”

গুজরাট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আবারো মুসলিম নিধনযজ্ঞ কায়েম করার পায়তারা করছে উগ্র হিন্দুরা। গুজরাটের পরিস্থিতি খুলে দিতে পারে মুসলিম গণহত্যার দরজা; এই প্রেক্ষাপটই তৈরি করছে এই কথিত হিন্দু নেতারা।

তথ্যসূত্র:

----

1. ভিডিও লিংক
- https://tinyurl.com/4jx5j7jp

ইয়েমেনে আমিরাতের ভাড়াটে বাহিনীর উপর আল-কায়েদার সফল দুই হামলা

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট আরব উপদ্বীপ ভিত্তিক জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আনসারুশ শরিয়াহ্। সম্প্রতি দলটির প্রতিরোধ যোদ্ধারা আবয়ানে পরপর ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্র মতে, গত ৩০ নভেম্বর বুধবার ইয়েমেনের আবইয়ান রাজ্যের আল-মাহফাদ জেলায় ২টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। যার একটি গাদ্দার আরব আমিরাতের ভাড়াটে বাহিনীর গাড়ি লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে। এতে গাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাতে থাকা সকল আরোহী সৈন্য নিহত হয়েছে।

অপর হামলাটি গাদ্দার বাহিনীর একটি সামরিক অবস্থান লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে, যেখানে মাঝারি ও ভারী অস্ত্র দিয়ে অতর্কিত হামলা চালানো হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে সামরিক অবস্থানে আগুন লেগে তা পুড়ে যায়। এসময় সামরিক ছাউনিতে থাকা বেশ কিছু সৈন্য হতাহত হয়, বাকিরা ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়।

সফল হামলাগুলির পর ২টি বিবৃতি প্রকাশ করে স্থানীয় আল-মালাহিম মিডিয়া। যেখানে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট জামা'আত আনসারুশ শরিয়াহ্ বরকতময় হামলাগুলির দায় স্বীকার করে।

অপ্রতিরোধ্য আশ-শাবাব || একদিনের অভিযানে ১০০ এর বেশি সেনা হতাহত

আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক সবচাইতে সক্রিয় ও জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব। ২০০৭ সাল থেকেই সোমালিয়ায় পশ্চিমা দখলদারত্বের অবসান ঘটাতে এবং দেশটিতে ইসলামি শরিয়াহ্ ভিত্তিক শাসন ব্যাবস্থা ফিরিয়ে আনতে ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছেন শাবাব মুজাহিদিন।

দীর্ঘ এই যুদ্ধকালীন সময়টাতে দলটি আজকের মতো এতোটা সুসংগঠিত ও শক্তিশালী ইতিপূর্বে ছিলোনা। দলটি বর্তমানে কেন্দ্রীয় সোমালিয়ার ৯০ শতাংশেরও বেশি এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ করছে। যেখানে তাঁরা একটি অঘোষিত রাষ্ট্রীয় কাঠামো দাঁড় করিয়েছে। এসব এলাকায় প্রশাসিক কার্যক্রম ছাড়াও রয়েছে, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিচার বিভাগের মতো ১২টির বেশি সেক্টর। যার অধীনে কাজ করছে হাজার হাজার লোক।

আঞ্চলিক বিশ্লেষকদের মতে, দেশটির পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার সরকারের অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকেও কয়েকগুণ এগিয়ে আছে আশ-শাবাব প্রশাসন। ফলে সোমালি সরকার সর্বক্ষেত্রে বিদেশি বাহিনীর সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

আর গাদ্দার সোমালি সরকার এসব দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে একের পর এক শহর, উপশহর ও সামরিক ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে আশ-শাবাব প্রশানের সামরিক বাহিনী। যাদের হামলায় প্রতিনিয়ত ডজনকে ডজন গাদ্দার সোমালি সৈন্য নিহত এবং আহত হচ্ছে।

এর ব্যতিক্রম হয়নি গতকাল ১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারেও। কেননা এদিন হারাকাতুশ শাবাবের সামরিক বাহিনীর বীর মুজাহিদগণ রাজধানী মোগাদিশু, হিরান, বে ও শাবেলি রাজ্যে অন্তত ১৩টি সফল হামলা চালিয়েছেন। এরমধ্যে মুজাহিদগণ রাজধানী মোগাদিশুতেই ৪টি এবং প্রতিবেশি হিরান রাজ্যে ৫টি অভিযান পরিচালনা করছেন। সেখানে মুজাহিদগণ একযোগে হিরান রাজ্যে সোমালি গাদ্দার বাহিনীর ৩টি ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছেন। যাতে ২ কমান্ডার সহ অন্তত ১৬ গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং আরও কয়েকগুণ সৈন্য আহত হয়েছে। এই হামলাগুলোর ফলে সেনারা নিজেদেরকে ঘাঁটির মধ্যেই অবরুদ্ধ করে নিয়েছে।

এদিন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন তাদের সবচাইতে সফল ২টি অভিযান পরিচালনা করেছেন দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলি এবং বে রাজ্যে।

এরমধ্যে মুজাহিদগণ তাদের প্রথম অভিযানটি শুরু করেন মধ্য শাবেলি রাজ্যের "নূর_ডোগলি" এলাকায়। যেখানে পশ্চিমা সমর্থিত সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটি ঘিরে অর্ধশতাধিক মুজাহিদিনের একটি কাফেলা ভারী অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ব্যাপক আক্রমণ চালান। এতে গাদ্দার সোমালি সামরিক বাহিনীর অন্তত ২০ সদস্য নিহত হয়েছে, যার মধ্যে বাহিনীর প্রথম সারির এক কমান্ডার সহ অন্যান্য আরও কয়েকজন অফিসার রয়েছে।

এছাড়াও মুজাহিদদের দুর্দান্ত এই অভিযানে গাদ্দার বাহিনীর আরও অনেক অফিসার ও কমান্ডার সহ ২৫ এর বেশি গাদ্দার সৈন্য আহত হয়েছে। এসময় মুজাহিদদের হামলায় গাদ্দার বাহিনীর অস্ত্র বোঝাই একটি সামরিক যান ধ্বংস

বিপরীতে আশ-শাবাব মুজাহিদিন এই অভিযান শেষে ঘটনাস্থল থেকে একটি পিকআপ, একডজন মেশিনগান এবং একটি আরপিজি লঞ্চার গনিমত পেয়েছেন- আলহামদুলিল্লাহ।

এদিন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন তাদের দ্বিতীয় সফল অভিযানটি পরিচালনা করেন দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ার বে রাজ্যে। যেখানে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন দিনুনাই শহরে অবস্থিত সোমালি গাদ্দার বাহিনীর

একটি সামরিক ঘাঁটিতে পূর্বপরিকল্পিত সফল হামলা চালান। এতে সোমালি সামরিক বাহিনীর ৩১ এর বেশি সৈন্য হতাহত হয়েছে।

শহরটিতে হামলা চলাকালে গাদ্দার বাহিনীকে সহায়তা করতে নতুন একটি সামরিক কনভয়ও তখন শহরে ঢোকার চেষ্টা করে। কিন্তু মুজাহিদদের তীব্র হামলার মুখে তাদের সেই চেষ্টা সফল হয়নি। কেননা মুজাহিদদের ২টি শক্তিশালী বোমা হামলার ধাওয়া খেয়ে সামরিক কনভয়টি শহর ছাড়তে বাধ্য হয়। এতে গাদ্দার বাহিনীর কয়েকটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ এবং বেশ কিছু সৈন্য হতাহত হয়।

এদিকে বীরত্বপূর্ণ এই অভিযান শেষে মুজাহিদগণ গাদ্দার বাহিনী থেকে কয়েক ডজন মেশিনগান সহ অসংখ্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জব্দ করেন- আলহামদুলিল্লাহ।

প্রতিবেদক : ত্বহা আলী আদনান

০১লা ডিসেম্বর, ২০২২

মালিতে সামরিক কনভয়ে আল-কায়েদার হামলা: ১৪ গাদ্দার হতাহত, অসংখ্য গণিমত লাভ

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে পরপর দুটি সফল হামলা চালিয়েছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট 'জেএনআইএম' এর ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে অন্তত ৬ সৈন্য নিহত এবং কমপক্ষে ৮ সৈন্য আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্র মতে, গত ২৯ নভেম্বর মালির সিকাসো রাজ্যে গাদ্দার সামরিক বাহিনীর একটি গাড়ি লক্ষ্য করে সফল হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। উন্নত বিস্ফোরক ডিভাইস দিয়ে চালানো এই হামলায় গাড়িটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। এতে গাড়িতে থাকা অন্তত ৪ সৈন্য নিহত এবং অপর ৪ সৈন্য গুরুতর আহত হয়। বাকিরা ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়।

বরকতময় এই অভিযান শেষে মুজাহিদগণ ঘটনাস্থল থেকে ১টি গাড়ি, ৪টি ক্লাশিনকোভ, ৪টি বিকা, ৩টি আরবিজি ও ৯টি বাক্স ভর্তি অস্ত্র গনিমত পেয়েছেন- আলহামদুলিল্লাহ।

স্থানীয় সূত্রগুলি ২৮ নভেম্বর চালানো অনুরূপ আরও একটি আক্রমণের তথ্য নিশ্চিত করেছে। মালির কৌটিয়ালা ও কুরী এলাকার মধ্যবর্তি একটি সড়কে মুজাহিদদের শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের কবলে পড়ে মালিয়ান সেনাবাহিনীর একটি সামরিক কনভয়। এতে গাদ্দার বাহিনীর ২টি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সাথে কনভয়ে থাকা অন্তত ৪ সৈন্য নিহত এবং আরও ২ গাদ্দার সৈন্য আহত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

একই দিন মালির মোপ্তি রাজ্যে মালিয়ান সেনাবাহিনী এবং ওয়াগনার ভাড়াটিয়া বাহিনীর একটি টহল দলকে টার্গেট করে হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। তবে এই হামলায় কত গাদ্দার ও কুফফার সৈন্য হতাহত হয়েছে তা নিশ্চিত হওয়া যায় নি।

উল্লেখ্য যে, মালিতে এ ধরনের আক্রমণ একরকম নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে রাশিয়ান ওয়াগনার ভাড়াটেদের আগমনের পরে এ ধরনের হামলা বৃদ্ধি করেছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট মুজাহিদগণ।

আল-কায়েদাকে রুখতে মালি প্রশাসনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তা

ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মালির জান্তা প্রশাসনকে "সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে" ব্যবহার করার জন্য ২টি সাঁজোয়া যান ও ৬টি সামরিক ট্রাক সরবরাহ করেছে।

কথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে দেশে দেশে গণহত্যা ও স্বাধীন ভূখন্ডে আগ্রাসন চালিয়ে আসছে ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এবার সেই একই শ্লোগান দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মালির ন্যাশনাল জেন্ডারমেরি স্পেশাল ইন্টারভেনশন ফোর্সকে কয়েকটি সাঁজোয়া যান 'ভিক্ষা' দিয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে ২টি সামরিক যান, ৬টি ট্রাক, ৩টি ডাবল ক্যাব এবং খুচরা যন্ত্রাংশের পাশাপাশি প্রচুর সংখ্যক অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম।

দেশটিতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের বিবৃতি অনুসারে, মালিতে প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম'-এর বিরুদ্ধে অভিযানে অংশ নেওয়া জেন্ডারমেরি দলগুলির জন্য সাঁজোয়া ও সামরিক যানগুলি উপলব্ধ থাকবে। যার মাধ্যমে মালিয়ান গাদ্দার সেনারা শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হবে। এতে সেনবাহিনী আল-কায়েদার অগ্রগতি থামিয়ে দিতে আরও শক্তি পাবে!

মার্কিন দূতাবাসের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মালির মধ্যে "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" কার্যকর হওয়ার লক্ষ্যে অংশীদারিত্ব কর্মসূচির অধীনে মালিয়ান স্পেশাল ফোর্সকে এই সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আল-কায়েদা মুজাহিদিন ধীরে ধীরে মালির রাজধানীর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। এসময় আল-কায়েদা যোদ্ধাদের হামলায় গাদ্দার মালিয়ান বাহিনীর পাশাপাশি দখলদার দেশগুলোরও অসংখ্য সৈন্য নিহত এবং আহত হচ্ছে। ফলে বাধ্য হয়ে ক্রুসেডার ফ্রান্স, পশ্চিমা একাধিক দেশ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষা বাহিনীতে থাকা দেশগুলো মালি ছাড়ছে। সেখানে ক্রুসেডার আমেরিকা মালিয়ান সেনাবাহিনীকে বুঝাচ্ছে, তাদের দেওয়া এই সামান্য ভিক্ষার মাধ্যমে তারা আল-কায়েদার এই বিজয় অভিযান রুখে দিতে পারবে!

বুরকিনা ফাসোর রাজধানীর পথেই আল-কায়েদা: হতাহত বহু সংখ্যক

পশ্চিম আফ্রিকার মালি সংলগ্ন দেশ বুরকিনা ফাসোতে সামরিক অভিযানের পরিধি ক্রমেই বিস্তৃত করছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। সম্প্রতি মুজাহিদদের চালানো একাধিক হামলায় লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে দেশটির পুলিশ বাহিনী, সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী ফরেস্ট রেঞ্জাররা।

পশ্চিম আফ্রিকার একাধিক আঞ্চলিক সূত্র ও প্রতিরোধ বাহিনী জামায়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন (জেএনআইএম) এর অফিসিয়াল মিডিয়া আউটলেট 'আয-যাল্লাকা' থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট মোতাবেক, মুজাহিদরা নভেম্বর মাসের ২৪ তারিখ থেকে ২৮ তারিখের মধ্যে বুরকিনা ফাসোতে অন্তত ৩টি পৃথক সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছেন। যাতে বহুসংখ্যক পুলিশ, সেনা সদস্য ও তাদের সহযোগী আহত, নিহত ও আটক হয়েছে। একই সাথে মুজাহিদগণ গণিমত হিসেবে লাভ করেছেন বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ সরঞ্জাম।

এরমধ্যে গত ২৪ নভেম্বর জেএনআইএম মুজাহিদগণ বুরকিনা ফাসোর কোমোয়ে প্রদেশের ওউও (Ouo) অঞ্চলে একটি অতর্কিত হামলা চালান। যা দেশটির সেনাবাহিনীকে টার্গেট করে পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ। এই অভিযানের মাধ্যমে মুজাহিদগণ সামরিক সরঞ্জাম জব্দ করার পাশাপাশি আটক করেন সেনাবাহিনীকে তথ্য দিয়ে সহায়তাকারী এক ফরেস্ট রেঞ্জারকে। জেএনআইএম-এর আনঅফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট থেকে গণিমত ও উক্ত রেঞ্জারের ভিডিও প্রকাশ করা হয়।

এরপর ২৫ নভেম্বর মুজাহিদগণ বোরযানগা থেকে কোংগোসি গমনকারী বুরকিনান সেনাবাহিনীর একটি সাঁজোয়াযান লক্ষ্য করে মাইন বিস্ফোরণ ঘটান। এতে সাঁজোয়াযানটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায় এবং ভিতরে থাকা সবাই নিহত হয়। যানটি এমনভাবে ধ্বংস হয় যে, ধ্বংসাবশেষ দেখে মুজাহিদগণ হতাহতের সুনির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নির্ণয় করতে পারেননি।

এদিকে গত ২৮ নভেম্বর বুরকিনা ফাসোর সানমাতেনগা প্রদেশের মানে শহরে জেএনআইএম-এর একদল সশস্ত্র মুজাহিদ শহরটির টাউন হলে প্রবেশ করেন। এসময় মুজাহিদগণ শহরের পুলিশ স্টেশনে আক্রমণ চালান। যেখানে মুজাহিদদের কাছে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে দেশটির পুলিশ বাহিনী। পরে মুজাহিদগণ উক্ত পুলিশ স্টেশনে আগুন লাগিয়ে তা ধ্বংস করে দেন। একইসাথে টাউন হলটি আক্রমণ করে তছনছ করে দেয়া হয়।

উল্লেখ্য যে, মানে শহর থেকে বুরকিনা ফাসোর রাজধানী ওয়াগাদোগু মাত্র ৭০ কিলোমিটার দূরে। এটি 'জেএনআইএম' মুজাহিদদের জন্য অনেক গুরত্বপূর্ণ একটি শহর। যেখান থেকে মুজাহিদগণ সহজেই গাড়িবহর নিয়ে অদূর ভবিষ্যতে রাজধানীতে অভিযান পরিচালনা করতে পারবেন- ইনশাআল্লাহ।

'আমি হিন্দুত্ববাদী পুলিশ হেফাজতে সহিংসতার শিকার': হাইকোর্টকে খালিদ সাইফি

জনাব খালিদ সাইফি এবং আরও কয়েকজনের মুসলিমের বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন (UAPA) এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির বিধানের অধীনে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারী দাঙ্গার "মাস্টারমাইন্ড" হওয়ার অভিযোগে মামলা করে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ।

ইউনাইটেড অ্যাগেইনস্ট হেট সদস্য খালিদ সাইফি, যার নামে ২০২০ সালে উত্তর পূর্ব দিল্লি পগরমরে (দাঙ্গা) "বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের মামলা" এ মামলা দায়ের করা হয়েছে। গত সোমবার দিল্লি হাইকোর্টে বলেছে যে তিনি "আজ পর্যন্ত পুলিশ দ্বারা পরিচালিত কোনো তদন্ত ছাড়াই হেফাজতের সহিংসতার শিকার"। অর্থাৎ তার ব্যাপারে কোন ধরণের তদন্ত ছাড়াই কারাগারে অত্যাচার করা হচ্ছে।

বিচারপতি সিদ্ধার্থ মৃদুল এবং বিচারপতি রজনীশ ভাটনগরের একটি বিশেষ বেঞ্চের সামনে সাফির জামিনের আবেদনের যুক্তি তুলে ধরে সিনিয়র অ্যাডভোকেট রেবেকা জন দাখিল করেছেন যে সাইফিকে গ্রেপ্তারের পরে পুলিশ হেফাজতে প্রচণ্ড মারধর করা হয়েছিল এবং তার পা দুটো প্লাস্টার করে হুইলচেয়ারে ট্রায়াল কোর্টে হাজির করা হয়।

জন তার চার্জশিটে দিল্লি পুলিশের অবস্থানের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন যে তিনি খুরেজি খাসে "পাথর নিক্ষেপের সময় আহত হয়েছিল।" তিনি বলেন, "আমাদের ছবি ও প্রমাণ আছে। সাইফিকে দিল্লি পুলিশ আটকে রেখেছিল...তার পাশে কোনো ভিড় ছিল না। তাকে পুরোপুরি সুস্থ অবস্থায় থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।"

পরে সাইফি এবং আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন (ইউএপিএ) এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির বিধানের অধীনে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারী দাঙ্গার "মাস্টারমাইন্ড" হওয়ার অভিযোগে মামলা করা হয়েছে। যে দাঙ্গায় ফলে প্রায় ৫৩ জন মারা গিয়েছিল এবং ৭০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছিল। যাদের অধিকাংশই ছিল মুসলিম।

তথ্যসূত্র:

----

1. ‘I’m a victim of custodial violence’: Khalid Saifi tells HC in bail plea in 2020 Delhi riots case (Indian Express) - https://tinyurl.com/yc5y8f35

ফটো রিপোর্ট || শহর বিজয়ের ৪৮ ঘন্টায়ই দরিদ্রদের মাঝে সহায়তা বিতরণ শাবাব-প্রশাসনের

পূর্ব আফ্রিকার জনপ্রিয় ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব। সম্প্রতি দলটির বীর যোদ্ধারা সোমালিয়ার বাহো শহরের শত শত পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছে।

জানা যায় যে, গত সোমবার জালাজদুদ রাজ্যের উক্ত শহরটির নিয়ন্ত্রণ নেন মুজাহিদগণ। যেখানে আকাশপথে মার্কিন বিমান হামলা এবং স্থল পথে গাদ্দার বাহিনীর হামলা সত্ত্বেও মুজাহিদগণ অগ্রসর হন। এবং গাদ্দার বাহিনীর সাথে সম্মুখ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। এসময় শহরের বাসিন্দারাও আশ-শাবাবের সহায়তায় এই লড়াইয়ে

যুক্ত হন। যার ফলে মুজাহিদগণ শত্রু বাহিনীর শক্তি ও আধিক্য সত্ত্বেও শহরটির নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হন, আলহামদুলিল্লাহ্।

জনগণের সহায়তায় মুজাহিদগণ শহরটি বিজয়ের ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই, আশ-শাবাব প্রশাসনের "আল-ইহসান" চ্যারিটি অ্যাসোসিয়েশন-এর কর্মকর্তারা শহরটিতে খাদ্য সহায়তা নিয়ে পৌঁছান। যেখানে মুজাহিদগণ ৪৫০ টিরও বেশি পরিবারকে খাদ্য সহায়তা বিতরণ করছেন।

আশ-শাবাব কর্তৃক খাদ্য সামগ্রী বিতরণের কিছু দৃশ্য দেখুন...

https://alfirdaws.org/2022/12/01/61054/